ভূমিকা

প্রায় দশ বৎসর আগেকার কথা—

রঙ্গমঞ্চের যশস্বী অভিনেতা, আমার অগ্রজ প্রতিম শ্রীযুক্ত ভূপেন চক্রবর্ত্তী, "শশাঙ্ক"কে লইয়া একখানি নাটক রচনা করিতে আমাকে উৎসাহিত করেন। ভূপেনদার উৎসাহে ও তাগাদায় শশাঙ্কের ইতিহাস খুঁজিতে আমি বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পড়াশুনা আরম্ভ করি। যে দেশে দুই শত বৎসরের সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না, সেই দেশের প্রায় দেড় হাজার বৎসর আগেকার বিস্মৃত এক ঐতিহাসিক কাহিনী লইয়া নাটক রচনা করিতে আমার বহু বন্ধু নিষেধ করেন। কারণ, শশাঙ্ক এমন এক ব্যক্তি, যাঁহার সম্বন্ধে বাঙলাদেশের অধিকাংশ লোক কিছু জানা তো দূরের কথা, তাঁহার নামও পর্য্যন্ত শোনে নাই। বন্ধুদের নিষেধ না শুনিয়া আমি কাজ সুরু করি। অধিকাংশ পুরাতন পুস্তকাদি দুষ্প্রাপ্য ; সামান্য দুই একখানি যাহা পাওয়া যায়, তাহাও এত পরস্পর বিরোধী যে, আমি দিশেহারা হইয়া পড়ি। তখন এরিষ্টটলের নির্দ্দেশ বাণীই আমাকে পথ দেখায়। "It is not the function of the poet (Dramatist) to relate what has happened but what may happen according to the law of probability and necessity." ঐ নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া এবং যতদূর সম্ভব ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই আমি "মহানায়ক শশাঙ্ক" রচনা করি।

বিভিন্ন সূত্র হইতে শশাঙ্কের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি মহাসেনগুপ্তের পুত্র ছিলেন। শশাঙ্ক যখন রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন তখন দেশের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বহুলাংশে এইরূপ :—

"ঘন ঘন রাজবংশের পরিবর্ত্তন, প্রবল সামন্তাধিপত্য, বঙ্গ ও সমতটে মুহুর্মুহুঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। সেই সময় শশাঙ্ক স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন।···প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যুর পর প্রাধান্য লাভের জন্য সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী এক মহাসমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। একদিকে স্থানীশ্বর, কান্যকুব্জ ও কামরূপ পরস্পর সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রবল শক্তিশালী হইয়া উঠিল। অপর দিকে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য মালব ও বাংলা মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইল। মালব-রাজ দেবগুপ্ত মৌখারী রাজ্যের রাজধানী কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন। প্রভাকর বর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, রাজ্যবর্দ্ধন, কান্যকুব্জের সাহায্যার্থে যেমন স্থানীশ্বর হইতে যাত্রা করিলেন, ওদিকে তেমন মালবরাজকে সাহায্যের জন্য বাঙলা হইতে শশাঙ্কও কান্যকুব্জ অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

"যুদ্ধে কান্যকুব্জ-রাজ গ্রহবর্মা, মালব-রাজ দেবগুপ্ত কর্ত্তৃক নিহত হইলেন ও রাজ্ঞী রাজ্যশ্রী, (প্রভাকর বর্দ্ধনের কন্যা) কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।······ রাজ্যবর্দ্ধনের আক্রমণে মালব-রাজ প্রাণ হারান ; কিন্তু অচিরাৎ রাজ্যবর্দ্ধন শশাঙ্ক কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। শশাঙ্ক কান্যকুব্জ অধিকার করিলেন।"

রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু সম্বন্ধে কবি বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিত ও ইউয়েন সাং-এর বিবরণী হইতে জানা যায় যে, শশাঙ্ক সন্ধির প্রলোভনে রাজ্যবর্দ্ধনকে নিরস্ত্র অবস্থায় আপন শিবিরে লইয়া গিয়া হত্যা করেন। এজন্য তাঁহারা উভয়ে শশাঙ্ককে 'গৌড়কলঙ্ক' 'গৌড়চণ্ডাল' 'গৌড়াধম' ও 'গৌড়ভূজঙ্গ' প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিয়াছেন। অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় মনে করেন যে, শশাঙ্ক, নিজ কন্যার সহিত রাজ্যবর্দ্ধনের বিবাহ দিবেন বলিয়া তাঁহাকে শিবিরে লইয়া গিয়া হত্যা করেন! রাজ্যবর্দ্ধন সত্যই শশাঙ্ক কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, কিন্তু কিভাবে নিহত হইয়াছিলেন তাহা আজও রহস্যাবৃত হইয়া আছে। শশাঙ্কের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কোন কথাই অবগত হওয়া যায় না।

"বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' একখানি কাব্য বা আখ্যায়িকা। স্থানীশ্বর নৃপতিগণের চরিত. কথা। এই চরিত কথায় বাণ বাস্তব ঘটনার সহিত কাল্পনিক ঘটনা মিশাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। রাজাদের সম্বন্ধে বাণ প্রকৃতপ্রস্তাবে চরিতকার নহেন—প্রশস্তিকার। প্রশস্তিকারের পক্ষে প্রশংসার পাত্রের গুণ অতিরঞ্জন করা অনিবার্য্য। কিন্তু প্রভুর গুণের অতিরঞ্জন ব্যাপারে সেকালের প্রশস্তিকারগণের মধ্যে বাণের তুলনা নাই।" [রামপ্রসাদ চন্দ—প্রবাসী আশ্বিন ১৩৩৯] বাণ এবং ইউয়েন সাং দুইজনেই ছিলেন হর্ষের অনুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তি। সুতরাং একতরফা বিচার করিয়া শশাঙ্ককে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নয়; উপরন্তু সে যুগে ছলে বলে কৌশলে প্রবল শত্রুকে হত্যা করা নীতি বিরুদ্ধ হইত না। স্বয়ং হর্ষও প্রয়োজন মত শত্রু হত্যা করিতে কুন্ঠিত ছিলেন না। "অত্র পুরুষোত্তমেন সিন্ধুরাজং প্রমথ্য লক্ষ্মী-রাত্মীকৃতা", পুরুষোত্তম বিষ্ণু যেমন সমুদ্র মন্থন করিয়া লক্ষ্মীকে লাভ করিয়া-ছিলেন, পুরুষ শ্রেষ্ঠ হর্ষও সিন্ধুরাজকে বধ করিয়া সিন্ধুরাজলক্ষ্মী আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। [হর্ষচরিত তৃতীয় উচ্ছ্বাস]

হিউয়েন সাং শশাঙ্ককে বৌদ্ধ নির্য্যাতনকারী বলিয়া যেসব বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়। "শশাঙ্কের সময় শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র এশিয়াখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ। বোধগয়ার ও পাটলীপুত্রের বৌদ্ধেরা শশাঙ্কের শত্রুকে গোপনে সাহায্য করিয়াছিল। সুতরাং শশাঙ্ক বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন! ইহা রাজকার্য্য, ধর্ম্মবিদ্বেষ নহে।" [গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী—ভারতবর্ষ মাঘ, ১৩৪৯] "শশাঙ্ক যদি বৌদ্ধ তীর্থ সকলের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে পরিব্রাজক হিউয়েন সাং শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গৌড়ে, রাঢ়ে ও মগধে সমৃদ্ধ ও জনপূর্ণ সংঘারাম ও বিহারাদি দেখিতে পাইতেন না।" [রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙলার ইতিহাস] ইউয়েন সাং কর্ণসুবর্ণে

গিয়া দেখিতে পান "অনেকগুলি বৌদ্ধ মঠ, দশটি সংঘারাম, অশোকের নির্ম্মিত চৈত্যগুলি শশাঙ্ক পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন।" এই সকল ঘটনা বিশেষ বিতর্কমূলক এবং যুগোপযোগী নয় বলিয়াই আমি ইহার উপর আলোকপাত করি নাই।

"শশাঙ্ক যে কীর্ত্তিমান নরপতি ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রথম জীবনে উপসামন্তরাজরূপে, পরে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা লইয়া গৌড় রাজ্যের সর্ব্বপ্রথম গৌড়াধিপ। তিনি বাঙলা হইতে কান্যকুব্জ মগধ, মিথিলা, কোঙ্গদ (উৎকল প্রদেশের গঞ্জাম জেলা) পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করিয়া ও প্রবল রাষ্ট্রকুট-রাজ পুলোকেশীকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া সে যুগের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন। স্থানীশ্বর, কান্যকুব্জ ও কামরূপের মিলিত লক্ষ লক্ষ সেনার বিরুদ্ধে একাকী দীর্ঘ ছয় বৎসরব্যাপী সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন ও বাঙলাকে গৌরবের উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।" হর্ষবর্দ্ধনের সহিত কোনস্থানে শশাঙ্কের সংগ্রাম হয়, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট বিবরণ না পাইলেও, মগধে রোহিতাশ্বের দুর্গাভ্যন্তরে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে শশাঙ্কের সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়। ইহারই উপর অনুমান করিয়া আমার নাটকে রোহিতাশ্বের কাল্পনিক কালভৈরব দুর্গপ্রান্তরে শশাঙ্কের সহিত হর্ষবর্দ্ধনের শেষ সংগ্রাম দেখাইয়াছি।

"শশাঙ্কের প্রধান কীর্ত্তি খণ্ড-বিখণ্ড বাঙলার মধ্যে একতা স্থাপন। শশাঙ্ক যে পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী যুগে তাহারই পদচিহ্ন ধরিয়া পালবংশের অভ্যুত্থান হয় ও বাঙলায় সর্ব্বপ্রথম গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্ত্তীকালে যাহারা বাঙলার জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত করিয়াছে, তাহার প্রথম সূচনা শশাঙ্কের আমলে দেখা দিল।... শশাঙ্ক জাতীয় নায়ক ছিলেন। এক অজ্ঞাত কুলশীল মহাসামন্তরূপে সমগ্র উত্তর ভারতের কনৌজ, স্থানীশ্বর ও কামরূপের বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রামে লিপ্ত

হইয়া শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীন নরপতিরূপে সুবিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।" [বাঙালীর ইতিহাস—নীহার রঞ্জন রায়] "শশাঙ্ক রাজ্যশ্রীকে কারামুক্ত করেন। রাজ্যশ্রীর কারামুক্তি শশাঙ্কের তৎকালীন দুর্লভ সহৃদয়তার পরিচায়ক।" [গৌড়রাজমালা] "বাণ চিত্রিত গৌড়াধমের মত সম্ভবতঃ বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর ব্যক্তির দ্বারা এরূপ সুসমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠন কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। দৃঢ়ভাবে নবরাষ্ট্র গঠনকারীকে একদিকে বজ্রের মত কঠোর এবং অপর দিকে শিরীষ কুসুমের মত কোমল হইতে হয়।...বাহিরের শত্রু পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিয়াও এই একতা নষ্ট করিতে পারে নাই, এবং পরিণামে ইহাই গৌড়জনকে মুক্তির পথে লইয়া গিয়াছিল।" [রামপ্রসাদ চন্দ]

নাটকখানির প্রাথমিক গঠন শেষ করিয়া পাণ্ডুলিপি ভূপেনদার হাতে দিই। ভূপেনদা ইহার কিছু অংশ সংশোধন করিয়া, প্রতিভাবান নট শ্রীযুক্ত কমল মিত্রকে নাটকখানি পড়িতে দেন।...মিনার্ভা থিয়েটারের বর্ত্তমান প্রয়োজক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুণ্ডু মহাশয়, কমলদার নিকট হইতে নাটকখানির বিষয় অবগত হইয়া এটিকে পূজার পূর্ব্বেই মঞ্চস্থ করিতে সংকল্পবদ্ধ হন ও পরিচালনার ভার দেন কমলদার উপর। তিনি সে সময় দিবারাত্র ফিল্মের সুটিংএ ব্যস্ত থাকায় সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও নট, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় নাটকটির সম্পাদনা করেন। নাটকটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে মহেন্দ্রবাবু দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করেন ও হর্ষবর্দ্ধনের চরিত্রের অনেক অংশ নূতনভাবে সংযোজনা করেন। শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রবাবুকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

মিনার্ভা থিয়েটারের নেপথ্য কর্মী শ্রীযুক্ত শচীন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও নানা-ভাবে আমায় সাহায্য করেন, তাঁহাকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

কমলদার যত্নে নাটকটি মঞ্চস্থ হইয়াছে। তাহা না হইলে আমার অন্যান্য বহু নাটকের মত "মহানায়ক শশাঙ্ক" পাণ্ডুলিপির মধ্যে হয়তো চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকিত। ঐতিহাসিক নাটকাভিনয়ের গতানুগতিক অভিনয় ধারা

পরিবর্ত্তন করিবার জন্য ও নাটকটিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য কমলদা প্রাণ-পণ পরিশ্রম করেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সুস্থদেহে, দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া, তিনি নাট্যামোদী জনসাধারণের বহুকাল আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

প্রযোজক শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডু মহাশয় নাটকখানিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করেন। তাঁহাকেও আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। তৃতীয় রাত্রির অভিনয়ের পর কর্ত্তৃপক্ষের একান্ত অনুরোধে শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্র মহাশয় মিনার্ভা থিয়েটারের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করেন। ম্রিয়মান রঙ্গমঞ্চকে পুনর্জীবি করিবার জন্য শ্রদ্ধেয় যামিনী মিত্রের নিরলস প্রচেষ্টার কথা আজ নাট্যামোদী সকলের কাছেই সুপরিচিত। যামিনীবাবুর নির্দ্দেশে রূপ সজ্জার আবার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়। এই নাটকের সমস্ত সঙ্গীতগুলি রচনা করিয়াছিলেন আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অজিত সরকার ও সুর সংযোজনা করিয়া-ছিলেন শ্রীযুক্ত দুর্গা সেন। যামিনীবাবুর অনুরোধে বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতকার শ্রীযুক্ত শৈলেন রায়, 'রূপে তার ডুবে আছে', 'আমার প্রণাম যেন প্রদীপ হয়ে জ্বলে', ও 'রক্ত সন্ধ্যা স্বাধীন সূর্য্য ম্লান' এই তিনখানি সঙ্গীত রচনা করেন ও ইহাতে সুর সংযোগ করেন সুপ্রসিদ্ধ সুরকার শ্রীযুক্ত পবিত্র চট্টো-পাধ্যায়। শৈলেনদার রচিত সঙ্গীতগুলি আমার নাটকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। শৈলেনদা তাঁর সঙ্গীতগুলি, এই নাটকে ব্যবহারে অনুমতি দিয়া আমায় চির-কালের মত কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় যামিনীবাবু, শৈলেনদা ও পবিত্র বাবুকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। অজিত সরকার মহাশয় পূর্ব্বে আমার বহু নাটকে সঙ্গীত রচনা করিয়া দিয়াছেন, এ নাটকের অবশিষ্ট সঙ্গীত-গুলিও তাঁহার রচিত; তাঁহার কাছে আমি নানাভাবে কৃতজ্ঞ।

আমার এই নাটকের অন্যতম আকর্ষণ জনপ্রিয় চিত্রতারকা শ্রীযুক্ত অসিত-বরণের সর্ব্বপ্রথম সাধারণ মঞ্চাবতরণ। প্রথম অভিনয় রজনীতে, মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দর্শকগণ কর্ত্তৃক মুহুর্মুহু করতালি দ্বারা অভিনন্দিত

হন। অসিতবরণ সাবলীল অভিনয়ে, চটুল রসিকতায় ও অনুপম কণ্ঠ সঙ্গীতে, সহজেই দর্শক চিত্ত জয় করেছেন। তাঁহাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

বল্লভার ভূমিকায় কিন্নরকণ্ঠী শ্রীমতী সীতা দেবী, তাঁহার অভিনয়ে, সুমধুর ও উদাত্ত কণ্ঠ সঙ্গীতে যেভাবে বল্লভার চরিত্র প্রাণবন্ত করিয়াছেন, সমালোচকদের মতে "এ যুগে মঞ্চাভিনয়ে তার তুলনা মেলা ভার।" শিল্পী সীতা দেবীকেও আমার অভিনন্দন জানাই।

মহানায়ক শশাঙ্ককে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য মিনার্ভামঞ্চের শিল্পীবৃন্দ ও নেপথ্য কর্ম্মীরা যেভাবে পরিশ্রম ও সহযোগিতা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যেককে আমার ধন্যবাদ জানাই।

নাটকটির রচনার সময় থেকে বন্ধুর শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চৌধুরী নানাভাবে আমায় সাহায্য করেছেন। তাঁহাকে আমার প্রীতি জানাই।

পরিশেষে—শ্রীগুরু লাইব্রেরীর সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মজুমদার মহাশয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে নাটকটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া আমাকে চিরকালের মত কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

অভিনয়কালে সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য অত্যুগ্র উৎসাহে, কর্ত্তৃপক্ষ আমার মূল নাটক হইতে কয়েকটি দৃশ্য পরিত্যাগ করেন। (দুই বারে, চব্বিশ মিনিট বিরাম লইয়া মাত্র দুই ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটে নাটকটির অভিনয় শেষ হয় ও কালভৈরব দুর্গের জলপ্লাবন দেখাইয়া নাটকটির অভিনয় শেষ করেন।) ইহাতে সাধারণ দর্শকদের কাছে নাটকের ঘটনা যেন বড় অসম্পূর্ণ মনে হয়। আমার বারংবার প্রতিবাদ ও অনুরোধ সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের সিদ্ধান্ত সংশোধন করিতে রাজী হন নাই···এই অসঙ্গতি দূর করিবার জন্য আমার মূল নাটক হইতে সম্পূর্ণ তিনটি দৃশ্য ও অন্যান্য দৃশ্যে কিছু কিছু অংশ সংযোজনা করিয়া দিলাম। মঞ্চে অভিনীত নাটকের সহিত এই মুদ্রিত নাটকের কিছু পার্থক্য রহিয়া গেল।

মফস্বলে বা শহরের সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়কে একটি কথা নিবেদন করি! নয়নাভিরাম ও চমক লাগানো দৃশ্য পট দিয়া, গজ্জী মাং করিবার যে-সুযোগ সাধারণ রঙ্গালয়ের আছে, তাহা তাঁহাদের নাই। অথচ সে প্রলোভনও তাঁহারা ত্যাগ করিতে পারেন না। ফলে দৃশ্য সাজাইবার জন্য অযথা সময় নষ্ট হইলে অভিনয়ের গতি ব্যাহত হয়। সুতরাং দৃশ্য সাজাইবার প্রলোভন ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য দৃশ্য দিয়া অভিনয় করিবেন। নিম্নে বিস্তৃত ভাবে উহার আলাদা নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। এই নির্দ্দেশ অনুসরণ করিলে নাটকটির অভিনয় নির্দ্দিষ্ট তিন ঘণ্টার মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হইবে এবং সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়গুলির পক্ষে ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চস্থ করিবার অসুবিধাও দূরীভূত হইবে।

নির্দ্দেশ

প্রথম অঙ্ক—ঠিক আছে।

২য় অঙ্ক।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সময় সংক্ষেপের জন্য, তৃতীয় দৃশ্যের সৈন্যদের গান বাদ দিয়া ২য় ও ৪র্থ দৃশ্যের অভিনয় এক সঙ্গে করা হয়। কেবল সময় ক্ষেপনের নির্দ্দেশের জন্য শশাঙ্ক মাধবকে লইয়া মহাকাল মন্দিরে প্রস্থান করিলে, একবার আলো নিভাইয়া দেওয়া হয় ও পরমুহূর্ত্তে আলো জ্বালাইয়া জাহ্নবী ও সোমাকে প্রবেশ করান হয়। ইহাতে মনে হয় শশাঙ্ক যেন গৌড়ে থাকিতেই তাঁহার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়া গেল। সুতরাং মুদ্রিত নাটকে যেমন আছে সেইভাবেই অভিনয় করা ভাল।

৬ষ্ঠ দৃশ্যের অভিনয় পরিত্যক্ত হয়। এই অঙ্কের শেষ দৃশ্যে কৈলাসের মুখ দিয়া ঘটনাগুলি বলান হয়। কিন্তু ঘটনাগুলির পরিচয় শোনানর চাইতে ঘটনাগুলি ঘটিতে দেখাইলে নাটকের গতি অনেক বেশী অগ্রসর হয়।

৮ম দৃশ্য। সৌখীন সম্প্রদায়ের পক্ষে ফ্লাশব্যাক দেখাইতে গেলে যদি বেশী

সময় লাগে, তাহা হইলে ফ্লাশব্যাকের অংশটুকু বাদ দেওয়াই ভাল। তাহাতে নাটকের কোন রস হানি হইবে না। ষ্টেজ টেকনিকে এটি শুধু পরীক্ষার জন্য দেওয়া হইয়াছে এবং সে পরীক্ষা সফল হইয়াছে।

৩য় অঙ্ক—সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে কালভৈরব দুর্গের জল প্লাবন দেখাইয়া সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্ক ঢলিয়া পড়েন। এইখানেই নাটক শেষ হইয়া যায়। অনেকে শশাঙ্ক ও সোমার শেষ পরিণতি কি হইল বুঝিতে পারেন না; সেজন্য আমি মূল পাণ্ডুলিপি হইতে ইহার পরেও শেষ দুটি দৃশ্য তুলিয়া দিয়াছি। যে কোনও দুর্গের চিত্রপটে এই দৃশ্যটির অভিনয় হইতে পারে। শশাঙ্ক যেখানে দুর্গের উপর উঠিবেন, সেখানে সাময়িকভাবে প্রস্থান করিবেন। জলপ্লাবনের দৃশ্য দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই। শুধু হর্ষ বলিবে "বন্দী করো ঐ গৌড়ভূজঙ্গ শশাঙ্ককে" ও সসৈন্যে প্রস্থান করিবে। তার পরেই জয়ধ্বনি হইতে থাকিবে, "জয় সম্রাট শশাঙ্কের জয়॥" পরে ভীষ্মদেব প্রবেশ করিবেন।

মূল নাটকে মাধবের কোন গান ছিলনা। শুধু অসিত বরণের জন্য গানটি দেওয়া হইয়াছে।

বহ্নি, রত্নসেনা ও প্রতিহারিণীর চরিত্র প্রয়োজন হইলে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। অথবা রত্নসেনা ও প্রতিহারিণীর কাজ কোন প্রতিহারীকে দিয়া বেশ চালান যায়।

কলিকাতা। ধীরেন মিত্র

২৫শে নভেম্বর, ১৯৫৫

শ্রীযুক্ত কমল মিত্র

কমল দা'

মহানায়ক শশাঙ্কের পাণ্ডুলিপি পরম স্নেহে তুমি গ্রহণ করেছিলে। আমার এই নাটকটিকে সাফল্য মণ্ডিত করবার জন্য তোমার অসীম দবদ আর প্রাণপাত পরিশ্রমের কথা চিরদিন আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবো।

আমার প্রথম প্রকাশিত নাটক, "মহানায়ক শশাঙ্ক" আমি তোমার হাতেই তুলে দিলাম।

তোমার গুণমুগ্ধ

২৫শে নভেম্বর, ১৯৫৫। ধীরেন।

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র পরিচয়

পুরুষ

শশাঙ্ক	মহাসেনগুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র, পরে গৌড়েশ্বর।
মাধব	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র ও শশাঙ্কের বৈমাত্র ভ্রাতা।
কৈলাস	শশাঙ্কের প্রতিপালক ভৃত্য।
ভীষ্মদেব	কাটোয়া দুর্গাধিপতি পরে, শশাঙ্কের প্রধান সেনাপতি।
রুদ্রদাম	মহাপ্রতীহার, পরে সেনাপতি।
ভৈরবাচার্য্য	মহাকাল মন্দিরের পূজারী।
রুহক	হূণ দস্যু দলপতি।
চক্রপাণি	বাঙলার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী।
শ্রেষ্ঠী মণিকণ্ঠ	ঐ ঐ কোষাধ্যক্ষ।
নরসিংহ দত্ত	ঐ ঐ সেনাপতি।
রাজ্যবর্দ্ধন	স্থানীশ্বর সম্রাট।
হর্ষবর্দ্ধন	ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
সিংহনাদ	স্থানীশ্বরের প্রধান সেনাপতি।
বসন্তক	হর্ষবর্দ্ধনের বিদূষক।
হিউয়েন সাঙ	চৈনিক পরিব্রাজক।

জনার্দ্দন, পূজার্থীগণ, নগরবাসীগণ, হূনদস্যুগণ, প্রহরী, ভৃত্য, সেনানীগণ, সৈন্যগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী

মহাদেবী জাহ্নবী	মহাসেনগুপ্তের রাণী, মাধবের জননী।
বল্লভা	রাজঅন্তঃপুরের প্রধান ব্যবস্থাপিকা।
সোমা	ভীষ্মদেবের কন্যা ও পরে মাধবের স্ত্রী।
রাজ্যশ্রী	হর্ষবর্দ্ধনের ভগ্নী।
মিত্রবিন্ধ্যা	হর্ষবর্দ্ধনের স্ত্রী।
বহ্নি ও রত্নসেনা	মিত্রবিন্ধ্যার সহচরী।
মালবিকা	গৌড়ের নটী।

প্রথম অভিনয় রজনীর সংগঠনকারীগণ।

প্রযোজক—শ্রীকৃষ্ণরমণ কণ্ডু।

সঙ্গীত রচনা—	শ্রীশৈলেন রায় ও শ্রীঅজিত সরকার
স্থরশিল্পী—	শ্রীদুর্গা সেন।
নৃত্যপরিকল্পনা—	শ্রীঅতিন লাল।
দৃশ্য পরিকল্পনা—	শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিচালনা—শ্রীকমল মিত্র

আলোকসম্পাতকারী :—	শ্রীকাশীনাথ পাল, ও রহমান, নিমাই রায়, ভোলানাথ পাল, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, শক্তিপদ দাস এবং গুপীনাথ সেন।
রূপসজ্জায় :—	শ্রীবাদল গাঙ্গুলী, অমূল্য দাস, বিজয় ঘোষ, বিজয় গোড়ে ও গদাই দাস।
মঞ্চ সজ্জায় :—	শ্রীশিবনারায়ণ ঘোষ, সুধীর রায়, ভানু মণ্ডল, বলাই অধিকারী, প্রহ্লাদ পরামাণিক, রামকৃষ্ণ ঘোষ, পঞ্চু বৈরাগী, শ্যামাপদ চিত্রকর, কেষ্ট দাস, ও বেনুপদ চিত্রকর।
যন্ত্র সঙ্গীত :—	শ্রীরতন দাস, কার্তিকচন্দ্র ঘোষ, হরিপদ দাস, গোপেন্দ্র নারায়ণ, ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাই চ্যাটার্জি ও বসন্ত দাস।
আহার্য্য সংগ্রাহক :—	শ্রীবিজয় চিত্রকর।
কেশ বিন্যাস :—	মহম্মদ হোসিব।
শব্দ ক্ষেপন :—	"গীতা ইলেক্‌টিক্"
মঞ্চ তত্ত্বাবধায়ক :—	শ্রীমিলন দত্ত।
স্মারক :—	শ্রীশচীন ভট্টাচার্য্য ও শান্তি চক্রবর্ত্তী।
ব্যবস্থাপক :—	শ্রীঅজিত মিত্র।

প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পী পরিচয়

পুরুষ

শশাঙ্ক	শ্রীকমল মিত্র
মাধব	" অসিতবরণ (ফিল্ম ষ্টার)
রুদ্রদাম	" বীরেন চ্যাটার্জি (ফিল্ম)
কৈলাস	" সত্য বন্দ্যোঃ
ভীষ্মদেব	" দেবেন বন্দ্যোঃ
বসন্তক	" রাধারমণ পাল
ভৈরবাচার্য্য	" পরিমল সেন
রুহক	" রবিন বন্দ্যোঃ
চক্রপাণি	" বাণী বাবু
মণিকণ্ঠ	" নির্ম্মল ভট্টাঃ
নরসিংহ	" বিমল গুপ্ত
হিউয়েন সাঙ	" অবিনাশ দাস
সিংহনাদ	" মিঃ ম্যালকম্
রাজ্যবর্দ্ধন	" শিবেন বন্দ্যোঃ
হর্ষবর্দ্ধন	" মহেন্দ্র গুপ্ত

জনার্দ্দন, দর্শনার্থী, নগরবাসী, হুন দস্যুগণ, প্রহরী, গুপ্তচর, সেনানীগণ ও সৈন্যগণ ইত্যাদি—

বলাই গরাই, ভুপেন চৌধুরী, সুধীর গাঙ্গুলী, সুধীন মুখো, সরিৎ চট্টো, অমিয় কর, তারক দাস, বিদ্যুৎ চট্টো, অমূল্য মিত্র, গোপাল দাস, নকুল গাঙ্গুলী, অনিল, সুবল দত্ত, মণীন্দ্র ঘোষ, শোভেন চট্টো, • যতীন চট্টো, সুব্রত, রামতনু লাহিড়ী, মহাদেব ভট্টাঃ, মদন

স্ত্রী

জাহ্নবী	শ্রীমতী বাণী গাঙ্গুলী
বল্লভা	” কিন্নরকণ্ঠী সীতা দেবী
রাজ্যশ্রী	” বনানী চৌধুরী
মিত্রবিন্ধ্যা	” ছন্দা দেবী
সোমা	” কেতকী
বহ্নি	” মায়া ভট্টাচার্য্য
মালবিকা	” স্বপ্না ব্যানার্জ্জী
রত্নসেনা	” বনশ্রী দেবী

প্রতিহারিণী, নর্ত্তকী, পুরনারী ইত্যাদি—মাধুরী মুখার্জ্জী, বেলা সরকার, গীতা রায়, বীথি রায়, তন্দ্রা পাল ইত্যাদি।

মহানায়ক শশাঙ্ক

প্রস্তাবনা

[গঙ্গার তীর। ওপারে সবুজ বনানীর বুকে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসে। একজন চারণ অতীতের আহ্বান গীতি গাহিতেছে।]

ভাঙ্গো নীরবতা—
ধ্যান গম্ভীর মৌন অতীত দাও দেখা—দাও দেখা।
তোমার তনুতে মিশায়ে রয়েছে
কত জীবনের ধারা,
মুখর বিশ্বে শোনাও তাপস
সে দিনের ইতি কথা।
তারা আজি নাই চিহ্নই শুধু রয়েছে
ধরণী 'পরে,
সকলে ভুলেছে, তুমিতো ভোলনি
রেখেছ আপন ক'রে।
ভোলনি তাদের শৌর্য্য, বীর্য্য, বেদনা সংশয়
কালের তুলিকা মুছিতে পারেনি
তারা চির অক্ষয়।
হে নীরব কবি ভাষা দাও তারে
দাও তারে মুখরতা॥

ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে সব ঢাকিয়া যায়। শুধু মিট্‌মিট্‌ করিয়া জোনাকী জ্বলিতে থাকে। বিস্মৃতির ভাগীরথীর গর্ভ হইতে মহাকালের শঙ্খধ্বনি ভাসিয়া আসে।

মহানায়ক শশাঙ্ক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[গুপ্তযুগ ছিল ভারত ইতিহাসে এক স্বর্ণময় যুগ। শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, ভাস্কর্য্যে, ভারতবাসীর সর্ব্বতোভিমুখী প্রতিভার এমন অপূর্ব্ব স্ফূরণ আর কোন যুগে হয় নাই। অজন্তা, সারনাথ, দেওঘর, নালন্দা প্রভৃতি আজও ভারতবর্ষের চিরন্তন গৌরবের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের আচার্য্যগণ পাশাপাশি বসিয়া শাস্ত্র আলোচনায় রত থাকিতেন। সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ে সদাচারের যেন এক সত্যযুগ। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এ যুগে ভারতবর্ষে আসিয়া দেখিয়া গেলেন সুসমৃদ্ধ, সুসভ্য, শান্তিময় জাতির আবাস-ভূমি ভারতবর্ষ। জ্ঞানে বিজ্ঞানে আর্য্যভট্ট, বরাহ মিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য, শকুন্তলা, মৃচ্ছকটিক আর মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি নাটক অভিনয়ে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে এ যুগে।

গুপ্তসাম্রাজ্যের শেষের দিকে পঞ্চম শতকে মধ্য এশিয়া হইতে তরঙ্গের পর তরঙ্গে যে শক হূণ জাতি ভারতের বুকের উপর আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল, তাহাদের নির্ম্মম আঘাতে, সমুদ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত বিরাট সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল। গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ স্থানীশ্বর, কান্যকুব্জ, মালব প্রভৃতি একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে স্থানীশ্বর (বর্ত্তমান পাঞ্জাবের আম্বালা জেলা) অধিপতি প্রভাকরবর্দ্ধন

প্রবল বলশালী হইয়া উঠিলেন ও হূণদিগকে পরাজিত করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে রাজচক্রবর্ত্তীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের বুকের উপর নামিয়া আসে গাঢ় অন্ধকার। সেই অন্ধকারময় যুগে ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের চিতাভস্মের উপর বাংলা দেশে মহাসেনগুপ্ত নিজের শক্তি-বৃদ্ধির জন্য স্থানীশ্বর সম্রাট প্রভাকর-বর্দ্ধনের সহিত আপন কনিষ্ঠা ভগ্নী মহাসেন-গুপ্তার বিবাহ দিয়া স্থানীশ্বরের সামন্ত রাজ্য মালবরাজ দেবগুপ্তের অধীনে উপসামন্ত রাজরূপে তিনি এক সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিতে থাকেন। বাংলা দেশ তখন পাঁচভাগে বিভক্ত। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (উত্তর বঙ্গের বগুড়া জেলা হইতে বিহারের পালামৌ পর্য্যন্ত), সমতট (ত্রিপুরা জেলা। কিন্তু হিউয়েন সাং বলেন দক্ষিণ বঙ্গ), কজঙ্গল (রাজমহল), তাম্রলিপ্ত (মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমা) ও কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের দক্ষিণে অবস্থিত বর্ত্তমান রাঙ্গামাটী)। দেশের সর্ব্বস্থানে প্রবল সামন্তাধিপত্য ; বৌদ্ধ ধর্ম্মীয় শ্রেষ্ঠীদের কুক্ষিগত দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য আর অর্থনীতি। মাৎস্যন্যায়েপূর্ণ বাংলা দেশ।...

বৃদ্ধ রোগগ্রস্থ মহারাজ মহাসেনগুপ্ত। হূণদস্যুদের আক্রমণে, স্বদেশী শ্রেষ্ঠীদের নির্ম্মম শোষণে, রাজপুরুষগণের চরম ঔদাসিন্যে দিক থেকে দিগন্তে ধ্বনিত হয় বাঙ্গালী জাতির আকুল ক্রন্দন।

ক্রমে ক্রমে অন্ধকার যবনিকা অপসারিত হয়। দৃশ্যমান হইয়া ওঠে বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের দক্ষিণে অবস্থিত এখনকার রাঙ্গামাটী গ্রাম, তখনকার সেই প্রায় দেড়হাজার বৎসর (চৌদ্দশত বৎসর) আগেকার বাংলার রাজধানী কর্ণসুবর্ণের 'মহাকাল মন্দির'। কর্ণসুবর্ণের নরনারীগণ সমবেত হইয়াছে মহাকালের চরণে তাহাদের প্রার্থনা জানাইতে। মন্দিরের ভিতর নন্দীর পৃষ্ঠে নৃত্যরত মহাকাল মূর্ত্তি।

পূজারী ভৈরবাচার্য্য আরতি করিতেছেন। দেশবাসীরা আরতি নৃত্য করিতেছে। ভক্তেরা কৃতাঞ্জলিপুটে গাহিতেছে।

নমো নমো মহাকাল।
ঘুচাও সকল বাধা বেদনার প্রাচীন জীর্ণজাল।
প্রলয়-চরণ আঘাতে তোমার জাগুক নূতন ছন্দ
নব সঙ্গীতে ভরে যাক দিক কেটে যাক নিরানন্দ।
ভৈরব তব জীবন-মন্ত্র প্রলয় কর্ম্মনাশা,
ললাটে অগ্নি ফুঁসিছে ভয়াল নবচেতনার ভাষা।
তাণ্ডব তব নৃত্য লীলায়,
ভেঙ্গে দাও যত মূক হতাশায়
ধ্বংসের মাঝে মুক্তি দিয়েছ সকলেরে চিরকাল।
নমো নমো মহাকাল।

[নৃত্যের শেষের দিকে বহুকণ্ঠে হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল—"হূণ এসেছে···পালাও-পালাও। যে যেদিকে পার পালিয়ে যাও। হূণ দস্যু···হূণ দস্যু। পালাও...পালাও।" নৃত্যগীত বন্ধ হইল। যে যেদিকে ছিল পালাইল। অকস্মাৎ হূণ দস্যুগণ প্রবেশ করিল। নানাদিক হইতে নগরবাসীদের টানিয়া আনিয়া তাহাদের উপর চাবুক মারিতে লাগিল]

১ম নাগরিক। যা ছিল সব তোমাদের হাতে ধরে দিয়েছি বাবা! আর আমার ঘরে একটুকরো সোনাদানা কিছু নেই।—উঃ-উঃ।

২য় নাগরিক। মহাকাল! রক্ষা করো! রক্ষা করো!

(একটী তরুণীকে লইয়া হূণ দস্যু সর্দ্দার রুহকের প্রবেশ।)

রুহক। এই হূণ দস্যু রুহকের হাত থেকে কোনও মহাকাল আজ তোদের রক্ষা করতে পারবে না। সুন্দরি!

তরুণী। না! না! আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি। আমায় ছেড়ে দাও···

রুহক। ছেড়ে দেব? হাঃ হাঃ হাঃ—(একজন দস্যুকে কহিল) এই শোন্ এটাকে আমার তাঁবুতে নিয়ে আটকে রাখ, যেন পালাতে না পারে। [সঙ্গী তরুণীকে লইয়া প্রস্থান করিল।]

রুহক। (অন্য সঙ্গীগণকে কহিল) তোরা যা, সামনের ঐ পাড়াটা এখনও বাকী আছে। সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লুট্ কর। কর্ণসুবর্ণকে ধ্বংস কর! ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠুক! [দস্যুগণের প্রস্থান]

(ছদ্মবেশে মহাপ্রতিহার রুদ্রদামের প্রবেশ)

রুদ্র। রুহক!

রুহক। কে? মহাপ্রতিহার রুদ্রদাম!

রুদ্র। চুপ! অত জোরে কথা বলোনা। কেউ শুনতে পাবে। তোমাদের অত্যাচার দেখে আমাদের সৈনিকদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। আমি তাদের নিরস্ত্র করেছি!

রুহক। তোমাদের বন্ধুত্বের ওপর আস্থা আছে বলেই তো, আমরা বাংলাদেশের ওপর এমন অবাধে অত্যাচার চালিয়ে যেতে পারছি।

রুদ্র। কিন্তু মনে আছে, লুণ্ঠিত দ্রব্যের ওপর আমার অংশ?

রুহক। আছে বন্ধু, আছে।

রুদ্র। কারা যেন এদিকে আসছে। আমি সরে পড়ি। তোমরা চলে যাওয়ার আগে আমার প্রাপ্য দিয়ে যেতে ভুলোনা কিন্তু।

রুহক। ভুলবো না বন্ধু! তুমি, শ্রেষ্ঠী মণিকণ্ঠ, মন্ত্রী চক্রপানি,—তোমাদের সঙ্গে আমাদের ঐ যে—কি বলে—মাসতুতো ভাই সম্পর্ক

গো! তোমাদের কি ভুলতে পারি!

[রুদ্রদাম ও রুহকের ভিন্ন দিকে প্রস্থান।]

(কয়েকজন নাগরিকের প্রবেশ)

জনার্দ্দন। লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! ওরে মা আমার ফিরে আয়—ফিরে আয় মা—

৩য় নাগ। শান্ত হও কাকা,—তোমার লক্ষ্মীকে হূণ দস্যুরা ধরে নিয়ে গেছে। তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

জনার্দ্দন। এ্যাঁ! ফিরে পাওয়া যাবে না? মা আমার আর ফিরে আসবে না? ওহো-হো-ভগবান! একি করলে মহাকাল!

৪র্থ নাগ। সমস্ত বাঙলা দেশটার ওপর দিয়ে যেন একটা ধ্বংসের ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

জনার্দ্দন। আর এ বাঙলা দেশে নয় বাবা। বার বার ঐ হূণ দস্যুদের দ্বারা আমরা লুণ্ঠিত হচ্ছি, ধ্বংস হচ্ছি!

১ম নাগ। বিদেশে না খেয়ে মরি সেও ভাল, তবু জন্মভূমি কর্ণসুবর্ণে আর ফিরে আসবো না। চলো আজই আমরা দেশ ছেড়ে চলে যাই।

সকলে। তাই চলো—তাই চলো—

(সকলে প্রস্থানোদ্যত হইলে ভৈরবাচার্য্যের প্রবেশ)

ভৈরব। দাঁড়াও, মরণের ভয়ে যারা সব অধিকার ছেড়ে পালিয়ে যায়, তারা কোনকালে বাঁচে না।

১ম। কার ভরসায় আমরা এদেশে থাকবো ঠাকুর মশাই? আমরা মরলাম কি বাঁচলাম—মহারাজ মহাসেনগুপ্তের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। রাজকর্ম্মচারী, শান্তিরক্ষক, প্রতিহারদের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোন ফল হয় না! তারা শুধু হাসে।

২য়। দস্যুরা চলে যাবার পর—তারাও অন্ধকারে আসে লুঠ করতে। ধ্বংস হোক মহাসেনগুপ্ত···ধ্বংস হোক!

ভৈরব। মহাসেনগুপ্ত আজ নামে মা‌ে রাজা। সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করে শ্রেষ্ঠী মণিকণ্ঠ, সেনাপতি নরসিংহ দত্ত আর মন্ত্রী চক্রপাণি। রাজশক্তি দুর্ব্বল, তাই আজ সমস্ত দেশের মাঝে মাৎস্যন্যায়ের বন্যা বয়ে চলেছে।

জনার্দ্দন। পশ্চিম পাড়ার জগন্নাথের যা কিছু সোনা দানা ছিল, সব লুঠ করে নিয়েও তারা তৃপ্ত হলো না। তার স্ত্রীর সামনে তাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করলো। রতন সেনের গোলা ভরা ধান ওরা পুড়িয়ে দিলে, আর তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেই আগুনে নিক্ষেপ করলো। আমার বুক থেকে আমার শেষ সম্বল মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে গেল। রাজপুরুষেরা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য উপভোগ করলো। বাধা দেবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করলো না। তাহলে বলুন ঠাকুর মশাই, কার ভরসায় এদেশে আমরা বাস করবো ?

ভৈরব। কার ভরসায় ? তোমাদের নিজেদের ভরসায় তোমাদের এদেশে থাকতে হবে। সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যদি একবার তোমরা বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারো তাহলে দেখবে ঐ নিদ্রিত মহাকাল জেগে উঠে তোমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে।

সকলে। ঠাকুর মশাই !

ভৈরব। পুঞ্জ পুঞ্জ পাপের ভারে বাংলা দেশ ভরে গেছে। তোমরা ওঠো, তোমরা জাগো, নিদ্রিত মহাকালকে জাগাও।

২য়। পালিয়ে গিয়ে যখন বাঁচতে পারবো না, একান্তই যদি মরতে হয়—

ভৈরব। ঘরে বাইরে দেশের শত্রুকে মেরে মরবে ; এসো তোমরা আমার সঙ্গে। [সকলকে লইয়া ভৈরবাচার্য্যের প্রস্থান করেন]

(রাজঅন্তঃপুরের প্রধান ব্যবস্থাপিকা বল্লভা প্রবেশ করিয়া মহাকালকে প্রণাম করে। রুদ্রদাম পুনঃ প্রবেশ করে।)

বল্লভা। এই যে রুদ্রদাম! আমি তোমারই জন্যে এখানে অপেক্ষা করছিলাম। হূণ দস্যুরা যখন চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে লুটপাট করছে—নারীহরণ করছে, তখন বাংলার প্রধান শান্তিরক্ষক, মহা-প্রতিহার তুমি, তোমার সমস্ত শান্তিরক্ষকদের নিয়ে নিশ্চল হয়ে পঙ্গুর মত সে দৃশ্য উপভোগ করছো? এর পশ্চাতে যে কি গোপন রহস্য আছে, তা বোঝবার মত ক্ষমতা আমার আছে রুদ্রদাম!

রুদ্র। তুমি আমার ওপর অবিচার করোনা বল্লভা! ঐ হূণ দস্যুদের বাধা দিলে ওদের অত্যাচার আরো বেড়ে যেতো। তাই—

বল্লভা। বাধা দাওনি? ছিঃ ছিঃ, রুদ্রদাম! একদিন তুমি কত উচ্চ, কত বড় আদর্শবান ছিলে। আজ সামান্য অর্থের লোভে, বাংলা দেশের তোমার মা বোনকে তুমি দস্যুদের হাতে তুলে দিচ্ছ? তুমি মানুষ, না মানুষের বেশধারী কোন পশু? আর আমি তোমার মুখদর্শন করতে চাইনা।

রুদ্র। বল্লভা—বল্লভা—

বল্লভা। না-না—আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। বাংলার রাজঅন্তঃপুর প্রধানা আমি, আমি আজ থেকে আবদ্ধ থাকবো সেই রাজঅন্তঃপুরেই। তোমাকে আর আমার বিশ্বাস নেই। অর্থের লোভে আমাকেও তুমি একদিন তুলে দেবে ঐ দস্যুদের হাতে।

রুদ্র। বল্লভা—

বল্লভা। না-না—কোন কথা নয়। যুবরাজ শশাঙ্ক আজ পাঁচ বছর ধরে বাংলার প্রতিনিধিরূপে স্থানীশ্বরে অবস্থান করছেন। জানি না

কতদিনে তিনি বাংলায় ফিরে আসবেন। সেই পুরুষসিংহ যুবরাজ শশাঙ্ক যদি আজ বাংলায় থাকতেন, তাহলে আজ বাংলার নির্য্যাতিত নরনারীকে তোমাদের দয়ার প্রত্যাশায় বসে থাকতে হতো না।

রুদ্র। সর্ব্বক্ষতি আমি সহ্য করতে পারি কিন্তু তোমার ভালবাসা হারাবার ক্ষতি আমি সহ্য করতে পারবোনা বল্লভা! তুমি আমায় ক্ষমা কর। সত্যই আমার দেশের কাছে, আমার জাতির কাছে আমি মহা অপরাধ করেছি। আমার জীবনের আনন্দ তুমি। তোমার কাছে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করতে আজ আমার আর কোন কুণ্ঠা নেই বল্লভা!

বল্লভা। আমার কাছে নয় রুদ্রদাম। অপরাধ করেছ যদি বুঝতে পেরে থাক, তাহলে সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর—দেশমাতৃকার সেবায় দেহমন উৎসর্গ করে। স্থির জেনো, দেশদ্রোহীকে বল্লভা কখনো তার প্রেমের বেদীমূলে দেবতার আসনে বসাবে না। আত্ম-অপরাধের স্খালন করো, নইলে বল্লভা চিরদিন তোমার কাছে হয়ে থাকবে শুধু আলেয়ার আলো। তৃষিত চাতকের মত, তার কাছে যতবার বারিবিন্দু চাইতে আসবে, ততবারই দেখবে সে সরে যাচ্ছে মরু মরীচিকার মত দূর হ'তে দূরান্তরে।

রুদ্র। বুঝেছি বল্লভা! আমায় আর তিরস্কার করোনা। সাময়িক প্রলোভনে ঐ কূটচক্রী মন্ত্রী, শ্রেষ্ঠী আর সেনাপতির প্ররোচনায় সত্যই আমি আদর্শচ্যুত হয়েছিলাম। আমায় ক্ষমা কর দেবী! প্রাণ দিয়েও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।

বল্লভা। মহাকাল তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

[রুদ্রদামের প্রস্থান]

(কৈলাসের প্রবেশ)

বল্লভা। কৈলাস দাদা, তুমি ফিরে এসেছো ?

কৈলাস। হঁ্যা, স্থানীশ্বর থেকে এইমাত্র আমি ফিরেছি।

বল্লভা। মহারাজের পত্র যুবরাজ শশাঙ্ককে দিতে পেরেছিলে কৈলাস দাদা ?

কৈলাস। হঁ্যা, আমার মুখে আর মহারাজের পত্রে বাংলার সমস্ত অবস্থা শুনে শশাঙ্ক পাগলের মত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে, মাত্র কয়েকজন অনুচর নিয়ে স্থানীশ্বর থেকে যাত্রা করেছে।

বল্লভা। যুবরাজ আসছেন ? কিন্তু এদিকে বুঝি আর শেষ রক্ষা করা গেল না কৈলাস দাদা !

কৈলাস। যাত্রা পথে পদে পদে শশাঙ্কের জীবন সংশয় হয়ে উঠেছে। চারিদিকে গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারী শত্রুরা শশাঙ্ককে হত্যা করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। কখনও সন্ন্যাসী, কখনও স্থানীশ্বর সৈন্যের ছদ্মবেশ গ্রহণ করে শশাঙ্ককে অগ্রসর হতে হচ্ছে।

বল্লভা। কৈলাস দাদা, ঐ গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারী দেশের মহাশত্রু শ্রেষ্ঠী মণিকণ্ঠ এদিকে আসছে। আর এদিকে নয়, চল ঐদিকে যাই।

[বল্লভা ও কৈলাসের প্রস্থান]

(অন্যদিক হইতে মণিকণ্ঠ ও তাহার ভৃত্যের প্রবেশ)

মণিকণ্ঠ। রুহকের লুন্ঠিত সমস্ত সামগ্রী আমাদের ভাণ্ডারে নিয়ে যাও। রুহকের সঙ্গে পূর্ব্ব থেকেই আমার সব ব্যঁবস্থা ঠিক করা আছে। আর দেখো, দেশের মধ্যে অন্ন-বস্ত্রের অভাবটা যত বেশী সৃষ্টি করতে পারবে, আমাদের অর্থ উপায়ের পথটা ততই সুগম হবে। মানে আস্তে আস্তে, অল্প অল্প করে বাজারে

জিনিষ ছাড়বে ; মানে···সবাই যাতে বোঝে যে, সত্যই দেশের মধ্যে অন্ন-বস্ত্রের নিদারুণ অনটন চলছে। যাও আমার আদেশ পালন করগে। [ভৃত্যের প্রস্থান]

(মন্ত্রী চক্রপাণি প্রবেশ করে)

চক্রপাণি। এই যে শ্রেষ্ঠীরাজ! সমস্ত কর্ণসুবর্ণ ঘুরে দেখলাম। হূণ-দস্যু ঐ রুহকের অত্যাচারে আজ জনসাধারণ আমাদের অপদার্থ রাজা মহাসেনগুপ্তের উপর অভিশাপ বর্ষণ করছে!

মণিকণ্ঠ। দেবচক্রপাণি! আপনার সিংহাসন লাভের শুভ লগ্ন উপস্থিত হয়েছে।

চক্রপাণি। কিন্তু বাংলায় হূণদের অত্যাচার আর আমাদের ষড়-যন্ত্রের কথা যদি স্থানীশ্বরে পৌছায়, তাহলে যুবরাজ শশাঙ্ক স্থানীশ্বর থেকে স্বসৈন্যে ছুটে আসবে বাঙলায়।

মণি। স্থানীশ্বর থেকে বাঙলায় আসবার পথে, প্রতি পান্থশালায় অসংখ্য গুপ্তঘাতক আত্মগোপন করে আছে! তারা একবার যুবরাজ শশাঙ্ককে দেখতে পেলেই—

চক্র। শ্রেষ্ঠীরাজ!

মণি। আপনাকে বাঙলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সব ব্যবস্থাই আমি ঠিক করে রেখেছি! মেঘে মেঘে আকাশ ভরে গেছে! এখুনি দুর্য্যোগ আরম্ভ হবে! চলে আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান। ক্রমে ক্রমে অন্ধকার নামিয়া আসে। ঝড়, জল, দুর্য্যোগ আরম্ভ হইল। ক্লান্ত দেহে ভীষ্মদেব ও সোমা প্রবেশ করে]

ভীষ্ম। সোমা! সোমা! আর একটু জোর পায়ে চল মা—আর একটু জোরে।

সোমা। অন্ধকারে আমি পথ দেখতে পাচ্ছিনা বাবা! আমার মাথার ভিতর ঘুরছে, আর আমি চলতে পাচ্ছিনা বাবা!

ভীষ্ম। দিনের আলোকে যে আমাদের পথ চলবার উপায় নেই মা। হূণ দস্যু রুহকের সঙ্গীরা ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দুলের মত চারিদিকে আমাদের অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে। কষ্ট করে এগিয়ে যেতে হবে মা।···সোমা, আমরা মহাকাল মন্দিরের সামনে এসেছি। আয় মা, যাবার আগে জাগ্রত দেবতা মহাকালকে প্রণাম করে নিই। (প্রণাম করিল) মহাকাল আশ্রয় দাও প্রভু ···আশ্রয় দাও।

সোমা। কোথায় পাব আশ্রয়! কাটোয়া নগর থেকে কর্ণসুবর্ণ পর্য্যন্ত চলে এলাম ; হূণ দস্যুদের আক্রমণে সমৃদ্ধশালী সব জনপদ শ্মশান হয়ে গেছে বাবা! নগরবাসীরা বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। আর আমি দাঁড়াতে পাচ্ছিনা বাবা! (বসিয়া পড়িল)

ভীষ্ম। না! না! বসে পড়িস না মা, তাহ'লে আর উঠতে পারবি না।

সোমা। তার চেয়ে তুমি এক কাজ করো বাবা। আমাকে হত্যা করে এখানে রেখে যাও!

ভীষ্ম। সোমা, কি বলছিস্ তুই?

সোমা। আমি ঠিক কথাই বলছি বাবা! তাতে তোমার বংশের সম্মান বাঁচবে ; আমার মর্য্যাদাও রক্ষা হবে। তুমি পালিয়ে গিয়ে বাঁচো বাবা!

ভীষ্ম। সোমা! যদি কোন রকমে দাক্ষিণাত্যে পুলকেশীর রাজ্যে আমরা উপস্থিত হ'তে পারি—

সোমা। তার পূর্ব্বেই রুহকের হাতে আমাদের ধরা পড়তে হবে বাবা! হায়, আজ যদি যুবরাজ শশাঙ্ক বাংলায় থাকতেন!

ভীষ্ম। শশাঙ্ক যদি বাংলায় থাকতো, আমার কাটোয়ার দুর্গ কি স্থানীশ্বর সৈন্যের সাহায্যে রুহক অধিকার করতে পারতো? শশাঙ্কের বিমাতা জাহ্নবী দেবীর চক্রান্তে শশাঙ্ককে হয়তো চিরকালের মত স্থানীশ্বরে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করতে হবে! চল্ মা— [নেপথ্যে চিৎকার শোনা গেল।]

সোমা। বাবা! ঐ যেন কারা এই দিকে আসছে। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি পালিয়ে যাও—তুমি বাঁচো বাবা!

ভীষ্ম। সোমা! মা আমার, তোকে এখানে ফেলে রেখে কোন্ প্রাণে আমি পালিয়ে যাব মা? আমার দিনতো ঘনিয়ে এসেছে। আমার নিজের জন্যে আমি ভাবিনা মা। তোকে কেমন করে বাঁচাই সেই হয়েছে ভাবনা। ভগবান্! মহাকাল! আমার সোমাকে শক্তি দাও প্রভু!

সোমা। বাবা, এই বৃদ্ধ বয়সে তুমি আমাকে নিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছো। আমি সামান্যা নারী; আমার জীবন গেলে বাংলার কোন ক্ষতি হবে না বাবা। তোমাকে বাঁচতে হবে।

ভীষ্ম। সোমা—সোমা—

সোমা। তুমি পালিয়ে যাও বাবা, তুমি বাঁচো। আজ বিপন্ন বাংলার নামে আমি তোমাকে অনুরোধ করছি!

ভীষ্ম। বাংলা আজ বিপন্ন! দেশমাতা, জননী আর কন্যা, এদের তো আমি কখনো আলাদা করে দেখিনি মা! তোর মুখের পানে তাকালে—আমি দেখতে পাই, আমার নির্য্যাতিতা দেশমাতৃকার প্রতিচ্ছবি। রক্তমাংসে গড়া আমার এই মাকে বিপদের মাঝে ফেলে রেখে,—আমি মাটীর মাকে রক্ষা করতে ছুটবো? না…না মা।

সোমা। ভুল করছো বাবা! স্নেহ, মমতা তোমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে। সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে তোমার এমনি ধারা লক্ষ কোটী দুহিতা। বহুর কল্যাণে একের আত্ম বলিদান—সে কি বাঞ্ছনীয় নয় বাবা? তুমি যাও,—বাংলার পথে প্রান্তরে—আমার মত কত নির্য্যাতিতা সোমা,—পশুশক্তির পেষনে আজ আর্ত্ত ক্রন্দন করছে,—তাদের তুমি রক্ষা করো বাবা!

ভীষ্ম। কিন্তু তুই?

সোমা। আমার জন্য ভেবো না বাবা! আমি আশ্রয় নেবো ঐ মহাকালের চরণপ্রান্তে। সত্যই যদি ঐ বিগ্রহ জাগ্রত হন, জীবন্ত হন, তাহলে দেখবো—পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা এক নারীর আহ্বানে মহাকালের সংহার ডমরু বেজে ওঠে কি না? প্রলয় দেবতার মুক্ত জটাজাল—রুদ্ধ আক্রোশে সহস্র ফণা নাগের মত গর্জ্জে ওঠে কিনা?

ভীষ্ম। সোমা! সোমা!

সোমা। তুমি যাও বাবা,—আর যাবার বেলায় নিশ্চিত জেনে যাও—অসুরের অত্যাচার ত্রিপুরারী শিব কখনো নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন না।

ভীষ্ম। কিন্তু মা...

সোমা। তুমি যাও বাবা...তুমি যাও। পালিয়ে বাঁচো!

[সোমা জোর করিয়া ভীষ্মদেবকে টানিয়া মন্দিরের বাহিরে লইয়া যায়। নিকটে অশ্বখুরের ধ্বনি শোনা যায়! সোমা পুনঃ প্রবেশ করিয়া মন্দিরের সোপানের উপর পড়িয়া আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিতে থাকে।]

সোমা। মহাকাল! মহাকাল! আমায় বিমুখ করো না! আমার আশ্রয় দাও, ভগবান!

(রুহক ও তার সঙ্গীদের প্রবেশ)

১ম সঙ্গী। বিদ্যুতের আলোয় আমি দেখেছি, এইখানে দাঁড়িয়েছিল একটি নারী আর তার পাশে ছিল একটি পুরুষ!

রুহক। চারিদিকে তন্ন তন্ন করে খোঁজ! পুরুষটাকে হত্যা করে ঐ নারীকে আমার কাছে নিয়ে আয়!

(রুহকের সঙ্গীদের কলরব করিতে করিতে প্রস্থান।)

রুহক। এইখানেই তো ছিল! এর মধ্যে কোথায় গেল!

(হঠাৎ সোপানের উপর সোমাকে দেখিয়া)

রুহক। হাঃ হাঃ! এই যে সুন্দরী তুমি এখানে! আর তোমার জন্য আমি কাটোয়া, কর্ণসুবর্ণ, সারাদেশ তোলপাড় করছি।

(রুহক সোমাকে তুলিয়া ধরে)

সোমা। না—না, আমায় ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! মহাকাল রক্ষা করো ...রক্ষা করো প্রভু!

রুহক। ছেড়ে দেব? হাঃ হাঃ। শত চেষ্টা করলেও আজ রুহকের হাত থেকে তুমি পরিত্রাণ পাবে না সুন্দরী!

(ইতিমধ্যে হূণ দস্যুরা ভীষ্মদেবকে ধরিয়া লইয়া প্রবেশ করে ও মারিতে থাকে)

ভীষ্ম। মহাকাল! মহাকাল! রক্ষা করো...রক্ষা করো প্রভু!

[অতর্কিতে একদল ছদ্মবেশী আগন্তুক সৈন্য জ্বলন্ত মশাল হাতে রুহকের সঙ্গীদলকে আক্রমণ করিল। একজন আগন্তুক সৈন্য রুহককে ধরাশায়ী করিয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিল। রুহক মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে কিন্তু বক্ষোপরি আগন্তুকের পর পর কয়েকটি প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে সে নিস্তেজ হইয়া পড়ে।]

আগন্তুক। বর্ব্বর দস্যু রুহক ! শত চেষ্টা করলেও আজ মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে না ! (রুহককে সঙ্গীদের হাতে দিল)

শ্রদ্ধেয় ভীষ্মদেব !

ভীষ্ম। আমাদের উদ্ধার করতে স্বর্গ থেকে নেমে এলে কে তুমি মহান দেবতা !

আগন্তুক। আমাকে চিনতে পারলেন না—কাটোয়া দুর্গাধিপতি ভীষ্মদেব ? (আগন্তুক ছদ্মবেশ ত্যাগ করিল)

ভীষ্ম। শশাঙ্ক ! যুবরাজ শশাঙ্ক ! স্থানীশ্বর থেকে তুমি ফিরে এসেছো ?

শশাঙ্ক। হ্যাঁ, আমি ফিরে এসেছি। কিন্তু মরণের ভয়ে জন্মভূমি ত্যাগ করে শৃগাল কুকুরের মত সব পালিয়ে যাচ্ছে, তবু বাঁচবার জন্য একবার যুদ্ধ করেও কি মরতে শিখলো না সব কাপুরুষের দল ?

ভীষ্ম। কি করবো যুবরাজ, বিদেশী দস্যু ঐ রুহকের আক্রমণে কাটোয়া দুর্গ আমি হারিয়েছি।

শশাঙ্ক। বিদেশীরা চিরকালই সেই দেশ আক্রমণ করে, যখন দেখে, সে দেশ আত্মরক্ষায় দুর্ব্বল। বর্ব্বর দস্যু রুহক !

রুহক। ক্ষমা করুন আমাদের যুবরাজ !

শশাঙ্ক। জীবনে তুমি কখনও কাউকে ক্ষমা করেছো রুহক ?

রুহক। কিন্তু ক্ষমা আর উদারতা আজও ভারতের চিরন্তন নীতি।

শশাঙ্ক। ঐ নীতি গ্রহণ করেই তো ভারত আজ তোমাদের মত দস্যুদের আক্রমণের পথ খুলে দিয়েছে। যার জন্য দেড়শ' বছর ধরে তোমাদের পৈশাচিক আক্রমণে, লুণ্ঠনে, ভারত আজ সর্ব্বস্বান্ত হ'তে চলেছে। তোমাদের আমি এমন শাস্তি দেব, যা দেখে তোমার মত দস্যুরা নিদ্রার মাঝে আতঙ্কে

শিউরে উঠবে! তিলতিল করে তোমাদের আমি পুড়িয়ে মারবো। আর তোমাদের সেই বিকৃত মৃত দেহগুলি—বাংলার পথে, ঘাটে, বন্দরে টাঙ্গিয়ে রেখে দেবো।

রুহক। কিন্তু তার ফলে—শক, হূণ, গুর্জ্জর শক্তি পঙ্গপালের মত তোমার বাংলাদেশ ছেয়ে ফেলবে।

শশাঙ্ক। আমিও তাই চাই রুহক! শক, হূণ, গুর্জ্জর, আর তোমাদের সুহৃদবৃন্দ সব জেনে যাক যে, বাংলার শশাঙ্ক আবার বাংলায় ফিরে এসেছে। এই! অন্ধকার কারাগারে এই দস্যুদের নিয়ে যা—

(সোমা শশাঙ্ককে প্রণাম করিল) [রুহককে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান]

শশাঙ্ক। ওরা তোমার ওপর কোন অত্যাচার করেনি তো বোন?

সোমা। না যুবরাজ, আমাকে উদ্ধার করবার জন্যইতো মহাকাল আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছেন।

শশাঙ্ক। আমি এই হূণ দস্যুদের কঠোর শাস্তি দেব। এমন শাস্তি দেব, যা স্মরণ করে ভবিষ্যতে আর কোন দিন কেউ কোন নারীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে সাহস না করে। এসো বোন!

সোমা। কোথায়?

শশাঙ্ক। কর্ণসুবর্ণের রাজগৃহে, পথে কুড়িয়ে পাওয়া তোমার এই ভাইয়ের গৃহে।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কর্ণসুবর্ণের রাজপ্রাসাদ]

(বল্লভার প্রবেশ)

বল্লভা। না, আজও সংকেত স্থানে গিয়ে মিছি মিছি ফিরে আসতে হ'লো। রুদ্রদামের দেখা পেলাম না। তারই বা অপরাধ কি? কেমন করেই বা সে আসবে? দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর রাজধানী কর্ণসুবর্ণে ফিরে এসে, যুবরাজ শশাঙ্ক শত্রুর আক্রমণ থেকে রাজধানী রক্ষা করবার জন্য গড়ে তুলছেন শক্তিশালী প্রতিরোধ বাহিনী। সেই কাজেই সে সর্ব্বদা ব্যস্ত রয়েছে। কিন্তু রুদ্রদাম কি ইচ্ছা করলে একটি বার আমার কাছে আসতে পারতো না? নির্ম্মম পুরুষ! সূর্য্যের আলোয় রাতের কুমুদিনীকে কি এমনি করে ভুলে থাকতে হয়?

(বল্লভা গাহিতে থাকে)

অশ্রু ঝরা বেদনা দিকে দিকে জাগে,
আজি হৃদয় যেন কার পরশন মাগে॥
কাঙাল নয়নে মোর, ঝরে শুধু আঁখিলোর,
বিরহী পবন ঝুরে প্রিয় অনুরাগে॥

(গান শেষ হইয়া গেলে মহারাণী জাহ্নবীর প্রবেশ)

জাহ্নবী। বল্লভা!

বল্লভা। কে? মহাদেবী?

জাহ্নবী। মহারাজ দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। হয়তো এ যাত্রা আর রক্ষা পাবেন না। এদিকে একপক্ষকালের উপর মাধব রাজগৃহ ছাড়া। হতভাগা সন্তান মৃগয়া নিয়ে ব্যস্ত আছে। নিজের ভবিষ্যতের বিষয় যদি একটু চিন্তা করে।

বল্লভা। কাল গভীর রাত্রে কনিষ্ঠকুমার মাধব রাজগৃহে ফিরে এসেছেন রাণীমা!

জাহ্নবী। মাধব ফিরে এসেছে কাল রাত্রে! কই আমার কাছেতো সে আসেনি? মা বলেতো ডাকেনি? বল্লভা, তুই দেখেছিস মাধবকে? বাছা আমার ভাল আছেতো?

বল্লভা। খুব ভালো আছেন। ছোট রাজকুমার হয়তো এতক্ষণ আপনার প্রাসাদে গিয়ে আপনাকেই খুঁজছেন।

জাহ্নবী। তাহলে আমি যাই বল্লভা। মাধব যদি এর মধ্যে এদিকে আসে, তুই নিজে সঙ্গে করে বাছাকে আমার কাছে নিয়ে আসিস্।

বল্লভা। নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো মহাদেবী।

জাহ্নবী। বল্লভা! (হাত ধরিল) না—না—এখন থাক—পরে বলবো—।

বল্লভা। মহাদেবী, যুবরাজ শশাঙ্ক এখুনি আসছেন আপনাকে প্রণাম করতে।

জাহ্নবী। শশাঙ্ক আসছে! আমায় প্রণাম করতে আসছে! না—না—বল্লভা, তাকে তুই বলে দিস্—আমি এখন অসুস্থ মহারাজকে নিয়ে বড় ব্যস্ত আছি। কিছুতেই এখন আমার সঙ্গে দেখা হবে না।

[দ্রুত প্রস্থান]

(অপর দিক হইতে মাধবের প্রবেশ)

মাধব। বল্লভা—! বল্লভা!

বল্লভা। কি কুমার?

মাধব। অন্ধকার এই কর্ণসুবর্ণের রাজপুরীর নীল সরোবরের মধ্যে ঐ যে সদ্য প্রস্ফুটিত স্বর্ণ কমলটি দেখলাম—ওটি কে বল্লভা?

বল্লভা। হেয়ালী রেখে স্পষ্ট করে বলো কি বলতে চাও?

মাধব। আরে ঐ যে অপরূপ কুৎসিত মেয়েটিকে দেখলুম—ওটি কে?

বল্লভা। ঐ অপরূপ কুৎসিৎ মেয়েটি হচ্ছে ভীষ্মদেবের কন্যা।

মাধব। ভীষ্মদেব!

বল্লভা। হ্যাঁ, তোমাদের কাটোয়ার দুর্গাধিপতি ভীষ্মদেবের কন্যা—সোমা। তোমার দাদা ওকে হূণ দস্যুদের কবল থেকে উদ্ধার করে একেবারে রাজপ্রাসাদে এনে তুলেছে।

মাধব। বটে। যাই বলো বল্লভা, দাদার কিন্তু আমার রুচি বোধ আছে।

বল্লভা। মেয়েটির ওপর এর মধ্যে তোমার দৃষ্টি পড়েছে?

মাধব। আরে দৃষ্টি পড়ার মত বস্তু হ'লে,—দৃষ্টি যে আপনা থেকে গিয়ে পড়ে। আমার আর অপরাধ কি?

[মাধব গাহিতে থাকে]

রূপে তার ডুবে আছি সেই মৃগ নয়নার,
কালো চোখে হেসে চায় বিদ্যুৎ খেলে যায়,
কাঁদিলে সে আঁখি জলে গাঁথে হীরকের হার॥
চরণে চরণে বাজে হরিণীর ছন্দ,
কম দেহে আছে তার কমলের গন্ধ,
কাজল কেশের ছায় চাঁদ মুখ দেখি হায়,
(মোর) হৃদয়ের ফুলবনে খেলা চলে জ্যোছনায়॥

(গান শেষে জাহ্নবীর পুনঃ প্রবেশ)

জাহ্নবী। মাধব! এই সকাল বেলাই সুরা পান করে মত্ত হয়েছ কুলাঙ্গার?

মাধব। সত্যি বলছি,—মোটে ইচ্ছে ছিল না মা। সকালে ঘুম ভাঙতে ঐ হতভাগী বল্লভার মুখে শুনলাম—পাঁচ বছর পরে আমার দাদা স্থানীশ্বর থেকে ফিরে এসেছে। তাই দাদার সম্মানের জন্যে—সত্যি বলছি—বেশী নয় মা,—নিতান্ত অনিচ্ছাস্বত্বে মাত্র পাঁচ ভৃঙ্গার সুগন্ধী মাধুকী সুরা—

জাহ্নবী। বল্লভা, তুই একবার মহারাজের কক্ষে যাতো; আমি এখুনি আসছি। [বল্লভার প্রস্থান]

শোন, মহারাজ নিতান্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মাধব! এ যাত্রায় আর রক্ষা নেই।

মাধব। তার জন্তে দুঃখ করে কি করবে মা! আমরা দুভাই উপযুক্ত হয়েছি, তাছাড়া পিতার বয়সও হয়েছে যথেষ্ট। এখন ভালয় ভালয় তাঁর যাওয়াই মঙ্গল।

জাহ্নবী। শোন মাধব, রাষ্ট্রের সমস্ত প্রধানগণ এবং তোমার পিতা,—তোমাকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবেন স্থির করেছেন।

মাধব। স্থির করেছেন? না মা, ওসব সিংহাসনের হাঙ্গামা আমার পোষাবে না। যে কটা দিন বাঁচবো--ঐ মাধুকী সুরা আর—

জাহ্নবী। সিংহাসনে তোমাকে বসতেই হবে। এই আমার আদেশ। সেইভাবে এখন থেকে প্রস্তুত হও মাধব। [জাহ্নবীর প্রস্থান]

মাধব। বাবা! মা তো নয় যেন—পণ্ডিত মশাই!

(বল্লভার পুনঃ প্রবেশ)

দেখলি বল্লভা, এমন মিষ্টি সকালটাই নষ্ট করে দিলে। বনে জঙ্গলে

ঘুরে এসে—দিব্যি সকাল বেলায় একটু মাধুকী পান করে—চাঙ্গা হয়ে···তোর কাছে একটু খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম,···দিলে সকালটা মাটী করে।

(শশাঙ্কের প্রবেশ)

শশাঙ্ক। মাধব—

মাধব। দাদা—! (আলিঙ্গন) তোমাকে আর আমরা স্থানীশ্বরে যেতে দেব না দাদা!—

শশাঙ্ক। তোদের এ স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে আর আমি কোথাও যাবো না ভাই। কিন্তু তোমার মুখে সুগন্ধি?

বল্লভা। ও কিছু নয় যুবরাজ, তোমার সম্মানের জন্য মাত্র পাঁচ ভৃঙ্গার!

শশাঙ্ক। এই সকালেই পাঁচ ভৃঙ্গার! বলিস্ কি বল্লভা? হ্যাঁরে মাধব, এখনো যে সমস্ত দিন, তারপর রাত্রি পড়ে আছে?

মাধব। দাদা, ছোটবেলায় এই বিদ্যায় তুমিই আমার হাতে খড়ি দিয়েছিলে তাও কি ভুলে গেলে? তুমি যে আমার গুরু।

শশাঙ্ক। বটে! উপযুক্ত শিষ্যকে দেখতে পেয়ে, আজ বড় সন্তুষ্ট হলাম ভাই।

মাধব। দাদা, তোমার সোমাকে দেখলাম।

শশাঙ্ক। আমার সোমা? সেকি রে?

মাধব। মানে, তুমি আবিষ্কার করে এনেছ কিনা—তাই বলছি।

শশাঙ্ক। তা কি রকম দেখলি সোমাকে?

মাধব। কি রকম দেখলুম? তাহলে একটু কবিত্ব করে বলি দাদা, —লীলা চটুল হরিণীর মত সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা সোমার হিন্দোলিত তনু-দেহের ভঙ্গিমা--রূপ সাগরে ঠিক যেন শতদলের মত ফুটে উঠেছে—

শশাঙ্ক। এসব কি বলছিস্ মাধব? বল্লভা, মাধব কি ক্ষেপে গেল নাকি?

বল্লভা। এখুনি তাহলে রাজবৈদ্যকে সংবাদ দিই, তাড়াতাড়ি ঔষধের ব্যবস্থা—

শশাঙ্ক। ঔষধ আমার ঘরেই রয়েছে, অন্তঃপুরে এখুনি ঘোষণা করে দে—আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সোমার সঙ্গে মাধবের বিবাহ হবে! [বল্লভার প্রস্থান]

মাধব। জয় মহাকাল—

শশাঙ্ক। কি হল রে? খুব খুসী হয়েছিস্—এঁ্যা?

মাধব। খুসী হবনা? তুমি বল কি দাদা? তুমি যে মহাভারতের ভীষ্মদেব হলে গো!

শশাঙ্ক। ভীষ্মদেব কিরে?

মাধব। নয়তো কি? ভীষ্মদেব তার বাবা শান্তনু রাজার জন্যে মৎস্যগন্ধাকে এনে দিয়েছিলেন, আর তুমি তোমার এই সোমরস প্রিয় ছোট ভাইটির জন্য মূর্ত্তিমতি সোমাকে এনে দিলে। ওঃ কি বুদ্ধি তোমার দাদা, পায়ের ধূলো দাও — পায়ের ধূলো দাও দাদা। [পদধূলি গ্রহণ করে] যাই, মাকে সুসংবাদটা দিয়ে আসি। মা···মা··· [মাধবের প্রস্থান]

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। সোমার প্রবেশ)

সোমা। বল্লভার মুখে একি শুনছি যুবরাজ?

শশাঙ্ক। সত্য কথাই শুনেছ সোমা। ভয় নেই, তোমার পিতা ভীষ্মদেবের সম্মতি আমি পূর্ব্বেই নিয়েছি। তিনি আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিয়েছেন।

সোমা। যুবরাজ—

শশাঙ্ক। তুমি হূণ দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হয়েছিলে। তোমাকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করা আমার কর্ত্তব্য মনে করে বাংলার রাজবধূরূপে তোমাকে আমরা বরণ করতে চলেছি।

সোমা। আজ সকাল থেকে দেখছি আপনার ভাই সুরামত্ত।

শশাঙ্ক। তার মত্ততাটাই দেখলে সোমা, তার মহত্ত্বটা দেখলে না?

সোমা। আপনার ভাইকে বিবাহ করতে আমাকে আদেশ করবেন না যুবরাজ।

শশাঙ্ক। কেন সোমা? তবে কি তুমি পূর্ব্বে অন্য কাউকে—

সোমা। আমার লজ্জাহীনতা ক্ষমা করবেন যুবরাজ। শিশুকাল থেকে দেবমূর্ত্তির পাশে আপনার চিত্র রেখে চিরকাল পূজা করে এসেছি। দস্যুর কবল থেকে যে মুহূর্ত্তে আপনি আমায় উদ্ধার করলেন, সেই মুহূর্ত্ত থেকে আমার কুমারী জীবনের সব কিছু বাসনা, কামনা—উজাড় করে আপনার পায়ে সমর্পণ করেছি। আমার নারীধর্ম্মকে আপনি রক্ষা করুন যুবরাজ!

শশাঙ্ক। প্রথম থেকেই তোমাকে আমি ভগ্নীরূপে গ্রহণ করেছি। চিরদিন তুমি আমার ভগ্নী হয়ে থাক, এই আমার অনুরোধ।

সোমা। যুবরাজ!

শশাঙ্ক। জীবনে চলার পথে চাই আমরা অনেক কিছু, বলতে কি চাওয়ার আমাদের শেষ নেই। কিন্তু পাই কতটুকু! এই কথাটি বুঝি না বলেই নিজেরা ব্যথা পাই, ব্যথা দিই। আর তা ছাড়া—

সোমা। তা ছাড়া—

শশাঙ্ক। না থাক্ বোন, সে একান্ত আমার নিজের ব্যথা।

সোমা। ব্যথা! কে···কে সে হৃদয়হীনা নারী, যে আপনার মর্ম্মে শেল বিদ্ধ করেছে? আপনাকে ব্যথা দিয়েছে?

শশাঙ্ক। এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো না সোমা। এর উত্তর আমি দেব না, দিতে পারবো না।

সোমা। যুবরাজ!

শশাঙ্ক। তোমার যদি অন্য কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তো বলো।

সোমা। থাক্, জিজ্ঞাস্য আমার কিছুই নেই। শুধু শুনে রাখুন, সারা জীবন আমি কুমারী হয়ে থাকবো সেও ভাল, তবু আপনার ঐ সুরামত্ত ভাইকে—

(পূজার উপাচার হস্তে বল্লভার পুনঃ প্রবেশ)

শশাঙ্ক। সোমা, একবার বাক্য দান করে, শশাঙ্ক জীবনে কখনো সে বাক্য প্রত্যাহার করে না। মাধবকে এবং তোমার পিতাকে আমি বাক্য দান করেছি।

সোমা। যুবরাজ!

শশাঙ্ক। আর কোন কথা নয় সোমা। তোমাদের বিবাহ যখন আমি একবার ঘোষণা করেছি, তখন এ বিবাহ হবেই। মাধবকে তোমার মনের মতন করে গড়ে তোলার ভার তোমার।

(সোমাব চোখে মুখে ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া ওঠে হিংস্র সঙ্কল্পের ছাপ)

সোমা। বেশ, বাক্য আপনাকে প্রত্যাহার করতে হবেনা যুবরাজ। আপনার শেষ সিদ্ধান্তই আমি মাথা পেতে গ্রহণ করছি। তবে সেই সঙ্গে জেনে রাখুন, আপনার ঐ সুরামত্ত ভাইকে আমি নূতন ভাবে মানুষ করে তুলবো। যা দেখে আপনাকেও একদিন বিস্মিত হ'তে হবে।

(সোমা বেগে প্রস্থান কালে ধাক্কা লাগিয়া বল্লভার হাতের পাত্র পড়িয়া গেল)

শশাঙ্ক। কি হ'লো বল্লভা?

বল্লভা। মহাকালের মন্দিরে ওদের মঙ্গল কামনায় পূজা দিতে যাচ্ছি-

লাম,—সব যে পড়ে গেল দাদা! সোমার চোখে বিষের আগুন জ্বলছে। আমার ভয় হচ্ছে দাদা, ঐ বিষে একদিন—

শশাঙ্ক। কোন ভয় নেই বল্লভা, ও তোর মনের ভ্রম। সোমাকে পেয়ে মাধব আমার সুখী হবে। এ বিবাহ বন্ধ হতে পারে না। যা নূতন উপচার সাজিয়ে মহাকালের পূজা দিয়ে আয়—

[বল্লভার প্রস্থান ও অপর দিক হইতে কৈলাসের প্রবেশ]

কৈলাস। শশাঙ্ক—

শশাঙ্ক। কৈলাস দাদা!

কৈলাস। মহারাজ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তোমার মা মাধবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য উঠে পরে লেগেছে। মহারাজ তাঁর কক্ষেই সমস্ত অমাত্যদের ডেকে পাঠিয়েছেন। চলো শশাঙ্ক—।

শশাঙ্ক। না-না—সিংহাসন আমি চাই না কৈলাসদাদা!

কৈলাস। শশাঙ্ক! মুহুর্মুহুঃ বহির্শত্রুর আক্রমণে, প্রবল সামন্তাধিপত্যে, মাৎস্যন্যায়ে, শ্রেষ্ঠীদের অত্যুগ্র অর্থলালসায়—সমস্ত বাংলা দেশ আজ ধ্বংস হচ্ছে। তোমার জন্মভূমি বাংলাকে যদি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে চাও,—তাহলে সর্ব্বাগ্রে সিংহাসনে বসে সমস্ত ক্ষমতা তোমায় হস্তগত করতে হবে।

শশাঙ্ক। ক্ষমতা হস্তগত করবো! আমার পিতা মহাসেনগুপ্ত এখনো জীবিত। তাঁর হাত থেকে বাংলার রাজ্যযষ্টি—

(নেপথ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল)

ও কি! অন্তঃপুরে ওকি আর্ত্তনাদ! তবে কি আমার পিতা—

(বল্লভার পুনঃ প্রবেশ)

বল্লভা। নেই। মহারাজ আর নেই। (কাঁদিতে থাকে)

শশাঙ্ক। নেই! পিতা নেই! কৈলা দাদা। (কাঁদিতে থাকেন)

কৈলাস। শোক নয়···শশাঙ্ক শোক নয়। মুছে ফেল অশ্রুজল। বার্দ্ধক্য পীড়িত মৃত পিতার জন্য অশ্রুজল ফেলবার যথেষ্ট অবসর পাবে জীবনে। মনে রেখো, অসংখ্য বন্ধনের মধ্য থেকে মুক্তি পাবার জন্য···সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অন্তরাত্মা দিবারাত্র আর্ত্তনাদ করছে, বাংলার এই শ্মশান ভূমিতে শব-সাধনা করে···নব জীবনের নন্দন কানন প্রতিষ্ঠা করতে হবে তোমাকে। মহালগ্ন উপস্থিত···এসো আমার সঙ্গে— ।

[শশাঙ্কের হাত ধরিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে কৈলাস অগ্রসর হয়]

তৃতীয় দৃশ্য

মহাকাল মন্দিরের সম্মুখস্থ পথ ।

(কয়েকজন নাগরিক প্রবেশ করে)

১ম। মহারাজ মহাসেনগুপ্তের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পুরানো যুগ শেষ হয়ে গেল।

২য়। মহারাজ শশাঙ্ক সিংহাসনে বসেই ঘোষণা করেছেন, শস্যের অর্দ্ধাংশ আর রাজকর দিতে হবে না। এক ষষ্ঠাংশ রাজকর ধার্য্য করেছেন।

৩য়। বুকের রক্ত জল করে মাঠে শস্য ফলাতাম, সে শস্য গিয়ে উঠতো রাজভাণ্ডারে।

৪র্থ। ও দিকে মহারাজ আদেশ প্রচার করেছেন, বাংলাদেশ থেকে কোন খাদ্যশস্য বা মূল্যবান ধনসম্পদ আর বাংলার বাইরে পাঠানো চলবে না।

১ম। ধন্য আমাদের মহারাজ শশাঙ্ক। সিংহাসনে বসলেন, অথচ তার জন্য কোন উৎসবই করতে দিলেন না।

২য়। আর ওর বাবার শ্রাদ্ধটা কিরকম সাদাসিধে ভাবে সারলেন দেখলে তো? বললেন বাংলাদেশের বড় দুঃসময় যাচ্ছে, এ সময়ে মিছি মিছি অজস্র অর্থ ব্যয় করা উচিৎ হবে না। ঐ অর্থ বরং দেশরক্ষার কাজে ব্যয় হবে।

৩য়। দলে দলে সবাই গিয়ে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে। অস্ত্রশালাগুলিতে দিনরাত কাজ চলছে। চারিদিকে যেন একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেছে।

৪র্থ। দেশের প্রত্যেকটি লোক যে এমনভাবে মনে প্রাণে মহারাজকে প্রথম থেকে মেনে নেবে,—এ কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

১ম। মেনে নেবে না কেন বাবা? সমস্ত বাংলা দেশ—শ্রেষ্ঠী মণিকণ্ঠ, মন্ত্রী চক্রপাণি আর সেনাপতি নরসিংহ দত্তের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এদের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য দিনরাত ভগবানকে ডাকছিল।

২য়। ওহে! মহাকাল মন্দিরের আচার্য্য ভৈরবাচার্য্য এইদিকে আসছেন। চলো এখান থেকে—

(সকলের প্রস্থান এবং অন্যদিক হইতে ভৈরবাচার্য্য ও বল্লভার প্রবেশ)

ভৈরব। দিনান্তে একবার মহাকালকে প্রণাম করতে আসার সময় পাও না বল্লভা?

বল্লভা। সত্যি সময় পাই না দেব।

ভৈরব। বল্লভা—

বল্লভা। আমায় ক্ষমা করুন প্রভু। মহারাজ শশাঙ্কের কাজে আমায় সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয়।

ভৈরব। কিন্তু স্মরণ রেখো বল্লভা! বাংলার ভাগ্যাকাশে মহারাজ শশাঙ্ক উজ্জ্বল দীপশিখার মত জ্বলে উঠছে···দেশজোড়া অমারাত্রির এই গাঢ় অন্ধকার বিদূরিত করবার জন্য জ্বলন্ত দীপশিখা হাতে নিয়ে। শশাঙ্ককে বাংলার নগরে, গ্রামে, পথে, প্রান্তরে ধাবিত হতে হবে। সেবা দিয়ে—স্নেহ-প্রীতির কোমল বন্ধনে তাকে গৃহ-প্রাঙ্গণে আবদ্ধ করে রেখোনা বল্লভা!

বল্লভা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন প্রভু। সত্য বটে একই মাতৃস্তন্যে প্রতিপালিত হয়েছি শশাঙ্ক আর আমি। সহোদরের মত ভালবাসি ঐ শশাঙ্ককে। তবু স্থির জানবেন,—জাতির এই পরম দুর্দ্দিনে—আমার অন্তরেও উঠেছে এক মহাঝড়! নির্য্যাতিতা বঙ্গ জননীর শৃঙ্খল ঝন্‌ঝনা—আমার অন্তরেও তুলেছে প্রতিধ্বনি। চন্দন টীকা ললাটে পরিয়ে—ভাইকে আজ আর মঙ্গল আসনে বসিয়ে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার তিথি পালন করবো না। আমার দেশের জন্যে, জাতির জন্যে—তার ললাটে পরাবো রক্ত-তিলক। অঙ্গুলী সংকেতে দেখিয়ে দেবো তাকে—যুগ-বিপ্লবের লেলিহান অগ্নিময় পথ!

ভৈরব। আশীর্ব্বাদ করি বল্লভা, সত্যই তুমি যেন তোমার এ ব্রত পালনে সক্ষম হও। তোমারই দৃষ্টান্ত দেখে—সারাদেশ যেন বুঝতে পারে যে, বাংলার মা বোন শুধু মর্ম্ম-মধুই যোগায় না। অত্যাচারীর নিষ্পেষণে দেশমাতৃকা যখন নিষ্পেষিত···বাংলার দুহিতা, বাংলার বধূ তখন কালনাগিনীর মত গর্জ্জে উঠতেও জানে। এসো বল্লভা, জাগ্রত মহাকালের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করবে...এসো। [উভয়ের প্রস্থান]

(কিছুক্ষণ পরে শশাঙ্কের প্রবেশ)

শশাঙ্ক। আগামী অমাবস্যা তিথিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে বিশ্বাসঘাতক শ্রেষ্ঠী মণিকণ্ঠের গৃহে হবে···শশাঙ্কের মৃত্যুযজ্ঞ! শ্রেষ্ঠী মণিকণ্ঠ! সেনাপতি নরসিংহ দত্ত! মন্ত্রী চক্রপাণি! জাতিদ্রোহী ফেরুপাল!

(রুদ্রদামের প্রবেশ)

কে?

রুদ্র। আমি রুদ্রদাম মহারাজ!

শশাঙ্ক। রুদ্রদাম···ও···হ্যাঁ···কি চাই?

রুদ্র। শ্রেষ্ঠী মণিকণ্ঠ প্রভৃতি তাদের মূল্যবান ধনসম্পদ একশত শকটে অতি গোপনে—

শশাঙ্ক। বাংলার বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

রুদ্র। হ্যাঁ মহারাজ। তাদের শকটগুলি বাংলার সীমান্ত ছাড়িয়ে প্রায় মগধ সীমান্তে—

শশাঙ্ক। আমাদের সেনানায়কগণ—সে সব শকটগুলি অধিকার করে, যথাসময়ে আমাদের কোষাগারে সমস্ত সম্পদ জমা করে দেবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক রুদ্রদাম!

রুদ্র। মহারাজ। (আশ্চর্য্য হইয়া শশাঙ্কের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

শশাঙ্ক। রুদ্রদাম! রুদ্রদাম—বন্ধু! আমাদের চিরদুঃখিনী বাংলা মাকে ভুলো না। আমি যদি অন্যায় করি,—আমি যদি ভুল করি,—তোমরা আমাকে শাস্তি দিও; নির্ম্মমভাবে কঠিন শাস্তি দিও—। কিন্তু আমার অপরাধে আমার বাংলা মাকে শত্রুর হাতে তুলে দিও না।

রুদ্র। মহারাজ! প্রভু!　　(নতজানু হইল)

শশাঙ্ক। যাও—যাও রুদ্রদাম,—আমার এখন অনেক কাজ—অনেক কাজ—।　　[উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[শ্রেষ্ঠী মণিকণ্ঠের প্রাসাদ। রাত্রিকাল! নেপথ্যে তোরণ দ্বারে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর ঘোষিত হয়। শ্রেষ্ঠী মণিকণ্ঠ, মন্ত্রী চক্রপাণি ও সেনাপতি নরসিংহ দত্ত।]

চক্র। ঐ নগর তোরণ দ্বারে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর ঘোষিত হলো!

মণি। এখন ভালয় ভালয় আমাদের ধনৈশ্বর্য্যপূর্ণ শকটগুলি প্রধান বৌদ্ধতীর্থ বুদ্ধগয়ায় পৌঁছাতে পারলে হয়।

নর। বাঙলার সিংহাসন থেকে শশাঙ্ককে অপসারিত করার সব চেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হলো!

চক্র। মহারাণী জাহ্নবী কিন্তু এখনও চেষ্টায় আছেন শশাঙ্ককে অপসারিত করে তাঁর পুত্র মাধবকে সিংহাসনে বসাতে।

নর। মাধব একটি অপদার্থ! দাদা বলতে সে অজ্ঞান!

মণি। রাজবধূ সোমা নাকি মাধবের ভার নিয়েছে। সে যেমন করে হোক মাধবকে সিংহাসনে বসাতে সম্মত করাবে।

চক্র। শুনেছেন শ্রেষ্ঠীরাজ, শশাঙ্ক রাজসভাতে এখনও আমাদের আসনগুলি অক্ষুন্ন রেখেছে!

মণি। হ্যাঁ শুনেছি! ভীষ্মদেব হয়েছে নূতন সেনাপতি। আর শশাঙ্ক নিজেই আমার কাজ—রাজকোষ পরিচালনা করছে!

নর। রুদ্রদাম মহাপ্রতিহার থেকে আজ সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হয়েছে!

চক্র। শশাঙ্কের সেনানায়কেরা অসংখ্য সৈন্য নিয়ে আজ মগধ, পাটলীপুত্র, বুদ্ধগয়া এমনকি উৎকল প্রদেশের সুদূর কোঙ্গদ পর্য্যন্ত জয় করে ফেলেছে! শশাঙ্কের বিজয় শকট আজ আর্য্যাবর্ত্তময় ছুটে চলেছে!

মণি। শশাঙ্ক গৌড়ে নূতন রাজধানী প্রস্তুত করাচ্ছে! আগামী বাসন্তী পূর্ণিমায় কর্ণসুবর্ণ থেকে রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তরিত হবে।

চক্র। রাজধানীর উদ্বোধন দিবসে শশাঙ্ক বাঙলাময় সপ্তাহব্যাপী বসন্তোৎসবের আদেশ দিয়েছে।

নর। মানে গৌড়কে কেন্দ্র করে শশাঙ্ক এক শক্তিশালী কেন্দ্রশক্তি গড়ে তুলতে চায়! বুঝলেন দেব চক্রপাণি!

মণি। কেন্দ্রশক্তি! জেনে রাখবেন ঐ বসন্তোৎসবই হবে, দুরাত্মা শশাঙ্কের মৃত্যু উৎসব!

নর। মৃত্যু উৎসব!　　(নেপথ্যে পদধ্বনি।)

মণি। চুপ। বাইরে শব্দ!

চক্র। (দেখিয়া) না—কেউ নেই।

মণি। হ্যাঁ যা বলছিলাম; আমার অনুরোধে এবং প্রচুর অর্থ উপঢৌকনের লোভে, কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা সীমান্তে প্রস্তুত হয়ে আছে। বসন্তোৎসব স্থরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন নগরবাসীরা উৎসবে আত্মহারা হয়ে উঠবে, ঠিক সেই সময়ে কর্ণসুবর্ণ আর গৌড় একসঙ্গে আক্রান্ত হবে। স্থানীশ্বর সেনাপতি সিংহনাদও ঠিক সেই সময়ে কামরূপরাজের সঙ্গে যোগ দেবে। সে সব ব্যবস্থা আমি ঠিক করে রেখেছি।

নর। ঘরে বাইরে এই যুগ্ম আক্রমণে বাছাধন দিশেহারা হয়ে পড়বে।

মণি। সেই সময়ে আমরা আমাদের অনুগৃহীত প্রকৃতিপুঞ্জের সহায়তায় শশাঙ্ককে অপসারিত করে বাংলার সিংহাসন অধিকার—

(দ্বারদেশে শশাঙ্ক ও কৈলাসকে দেখা গেল)

আসুন! আসুন মহারাজ! আজ আমার কি সৌভাগ্য যে, আমার প্রভুর চরণধূলিতে কুটীর আমার ধন্য হলো।

শশাঙ্ক। রাজভক্তির আতিশয্যে আজ কিন্তু আপনি সত্যের অপলাপ করলেন শ্রেষ্ঠীরাজ, আপনার এই বিরাট সৌধমালার নাম যদি কুটীর হয়, তাহলে এর চাইতে ক্ষুদ্র বাংলার রাজপ্রাসাদকে আপনি কি বলে অভিহিত করবেন?

কৈলাস। ওসব বিনয় প্রকাশের জন্য অমন বলতে হয়।

শশাঙ্ক। সত্যই এঁদের বিনয়ের তুলনা হয় না। ভাল কথা কৈলাস-দাদা, ভীষ্মদেব নগরের দক্ষিণ সিংহদ্বারে অবস্থান করছেন। প্রতিহারীকে দিয়ে সংবাদ পাঠিয়ে দাও যে, বিশেষ কোন প্রয়োজন হ'লে আমাকে আপাততঃ শ্রেষ্ঠীরাজের পর্ণকুটীরেই পাবেন।

[কৈলাসের প্রস্থান]

নর। মহারাজ বুঝি নগরভ্রমণে বেরিয়েছেন?

শশাঙ্ক। হ্যাঁ, দেখলাম গাঢ় সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে সমস্ত নগর। শুধু আলোর শিখা দেখতে পেলাম আপনার গৃহে; তাই চলে এলাম এখানে।

মণি। আমাকে ধন্য করেছেন মহারাজ।

শশাঙ্ক। আপনাদের এই তিনজনকে গভীর রাত্রে একসঙ্গে দেখতে পেয়ে, আমি আপনার চাইতেও ধন্য হয়েছি শ্রেষ্ঠীরাজ!

মণি। মানে আমার গৃহে আজ ভগবান শ্রীবুদ্ধের বিশেষ পুজা ছিল। সেই জন্যই এঁদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম।

চক্র। অনেক রাত হয়ে গেল কিনা, তাই আর গৃহে ফিরিনি।

নর। পরামর্শ করছিলাম, বৃদ্ধ হয়েছি এবার তো যাবার সময় এগিয়ে

এসেছে। তাই কোন সঙ্ঘারামে যোগ দিয়ে জীবনের বাকী কটা দিন ভগবানের ধ্যানেই কাটাবো।

শশাঙ্ক। পিতা মৃত্যুর আগে আমাকে আপনাদের হাতেই সমর্পণ করে যান। পিতাকে হারিয়েছি, আপনাদের স্নেহ থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না দেব।

মণি। না-না—আমাদের আর রাজকার্য্যের মধ্যে জড়াবেন না মহারাজ!

শশাঙ্ক। শ্রেষ্ঠীরাজ! নগরের প্রধান ব্যক্তিগণের মুখপাত্র আপনি। শুধু নগরশ্রেষ্ঠী নন্, অসংখ্য বণিকসঙ্ঘের আপনি প্রধান ব্যক্তি। আপনারা আর রাজসভায় যান না। কিন্তু আমার রাজসভার প্রধান তিনটি আসন, চিরদিন আপনাদের জন্যই শূন্য থাকবে।

চক্র। রাজসভায় গিয়েই বা আমরা কি করবো মহারাজ? সিংহাসনে বসেই আপনি স্থানীশ্বরে রাজকর পাঠানো বন্ধ করেছেন।

শশাঙ্ক। আপনাদের হৃদয়হীন শাসনে আর শোষণে সমগ্র বাঙালী জাতি আজ ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। রোগাতুর, ব্যথাতুর, শঙ্কাতুর আমার বুভুক্ষু বাঙালী জাতিকে বাঁচাবার জন্যে স্থানীশ্বরে রাজকর পাঠানো আর সম্ভব হ'য়ে উঠবে না দেব চক্রপাণি।

নর। আমাদের শাসন কালে কিন্তু--

শশাঙ্ক। আপনাদের শাসন কালে? দেশের মধ্যে প্রচুর অন্ন-বস্ত্র থাকতেও, কাদের শাসনকালে দেশের আপামর জনসাধারণ হয়েছিল অন্নহীন, বস্ত্রহীন? কাদের অত্যুগ্র অর্থলোভে, কোন্ গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথে লোকলোচনের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যায়—বাঙালী জাতির ক্ষুধার অন্ন, আর লজ্জা নিবারণের বস্ত্র? সে গোপন রহস্য আমি জানি দেব নরসিংহ দত্ত।

মণি। সেই জন্যই বুঝি আপনি আদেশ দিয়েছেন যে, বাংলাদেশ থেকে খাদ্যশস্য আর বাংলার বাইরে পাঠানো চলবে না ?

শশাঙ্ক। শ্রেষ্ঠীরাজ ! রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, বুকের রক্ত জল করে যারা জমি চাষ করে, মাঠে শস্য ফলায়—জানেনকি এক মুষ্টি অন্নের অভাবে না খেতে পেয়ে সকলের আগে তারাই শৃগাল কুকুরের মত পথে পড়ে মরে ?

চক্র। কিন্তু বাংলার মহান্ দায়িত্বের কথা আপনি ভুলে যাবেন না মহারাজ। বাংলা নিজে উপবাসী থেকেও চিরদিন বিশ্ববাসীকে অন্ন যুগিয়ে এসেছে।

শশাঙ্ক। দেব চক্রপাণি, নিজের মাকে অভুক্ত রেখে বিশ্বপ্রেমে মানবতার অভিনয় করা যায়, কিন্তু সেটা মাতৃভক্তির পরিচয় নয়। যাক্ সে কথা ; শ্রেষ্ঠীরাজ !

মণি। আদেশ করুন মহারাজ !

(কৈলাসের পুনঃ প্রবেশ)

শশাঙ্ক। আপনিতো জানেন, বাংলার রাজকোষ আজ শূন্য, অথচ দেশ গঠনমূলক অনেকগুলি কাজ এক সঙ্গে আরম্ভ করা হয়েছে। আমায় আজ কিছু ঋণ ভিক্ষাদিন শ্রেষ্ঠীরাজ ! আমি প্রতিজ্ঞা করছি এক বৎসরের মধ্যে আপনার সমস্ত ঋণ আমি পরিশোধ করে দেব।

মণি। মহারাজ, আপনার বিধি নিষেধে আমাদের শ্রেষ্ঠীকুলের ব্যবসা বাণিজ্য—সব বন্ধ হয়ে গেছে। আমার ভাণ্ডার শূন্য মহারাজ।

কৈলাস। শ্রেষ্ঠীরাজের এখন দিন চলা ভার হয়ে পড়েছে।

শশাঙ্ক। কিন্তু অনেকে বলছে, আপনাদের মূল্যবান ধনসম্পদ—সব নাকি আপনারা বাংলার বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন ?

মণি। সে কি মহারাজ! আমরা আপনার আদেশ অমান্য করবো? জন্মভূমি থেকে বিদেশে ধনসম্পদ পাঠাবো—আমরা কি এতই বোকা?

কৈলাস। বটেই তো!

(মণিকণ্ঠের ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত। সর্ব্বনাশ হয়েছে প্রভু! আমাদের ধনৈশ্বর্য্যপূর্ণ সেই একশত শকট মগধ সীমান্তে মহারাজ শশাঙ্কের সৈন্যরা সব কেড়ে নিয়েছে।

শশাঙ্ক। হাঃ হাঃ হাঃ! (উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে থাকেন)

ভৃত্য। এ্যাঁ! মহারাজ! [ভৃত্যের দ্রুত পলায়ন]

সকলে। মহারাজ দয়া করুন, ক্ষমা করুন। ফিরিয়ে দিন আমাদের ধন সম্পদ!

শশাঙ্ক। আমার লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর তিল তিল বুকের রক্ত শোষণ করে—আপনারা এই তিনজন অর্থপিশাচ যে বিপুল ধনৈশ্বর্য্য সঞ্চয় করেছেন, আমি কি পারি—আমার বাঙ্গালী জাতির সেই প্রাণ-সম্পদ আমার দেশের শত্রুর হাতে তুলে দিতে?

মণি। তাহলে কি আমাদের এই অতুল সম্পদ অপহরণ করে, মহারাজ তাঁর নিজের ভোগেই নিয়োজিত করবেন?

শশাঙ্ক। না শ্রেষ্ঠীরাজ! বাংলাকে ধ্বংস করে, যে সম্পদ আপনারা অন্যায়ভাবে উপার্জ্জন করেছিলেন, সেই সম্পদ আমি আবার নিয়োগ করবো আমার দেশ গড়ার কাজে।

(একজন বন্দী স্থানীশ্বর সৈন্যসহ ভীষ্মদেবের প্রবেশ)

ভীষ্ম। মহারাজ!

শশাঙ্ক। কি সংবাদ ভীষ্মদেব? এ কে?

ভীষ্ম। স্থানীশ্বরের এই সেনানী নগর সীমান্তে একটি বালিকাকে অপহরণ করেছিল।

শশাঙ্ক। বটে! এতবড় স্পর্দ্ধা এই স্থানীশ্বর সৈনিকের! এই মুহূর্ত্তে এর গায়ের চামড়া খুলে নিন।

[বাঙলায় অবস্থানকারী স্থানীশ্বর রাজপ্রতিনিধি সেনাপতি সিংহনাদের প্রবেশ। সিংহনাদ—"কাশ কানন বিশাদ গুম্ফা গুচ্ছ, শুভ্রায়িত ভাস্কর মুখ। শ্মশ্রুর শুভ্রচামর, দেহ শালবৃক্ষের মত প্রচণ্ড প্রকাশ। বৃদ্ধ। বিশাল বক্ষে অসি আঘাতের বহু চিহ্ন। মহা-যুদ্ধের মর্ম্মজ্ঞানী সিংহনাদ"।—"হর্ষ চরিত" বানভট্ট।]

সিংহ। অপেক্ষা মহারাজ শশাঙ্ক!

শশাঙ্ক। কে? স্থানীশ্বর রাজপ্রতিনিধি সিংহনাদ! আপনি অতর্কিতে —এখানে?

সিংহ। গুপ্তচর মুখে সংবাদ পেলাম, আপনার সেনাপতি আমার এক সৈনিককে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। তাই আমি তাদের অনুসরণ করে এখানে এসেছি। আমি অনুরোধ করছি, আপনার আদেশ প্রত্যাহার করুন, মহারাজ শশাঙ্ক!

শশাঙ্ক। মাতৃজাতির অপমানকারীকে শশাঙ্ক কখনও ক্ষমা করে না, স্থানীশ্বর সেনাপতি সিংহনাদ!

সিংহ। আপনি ভুলে যাবেন না মহারাজ শশাঙ্ক, আপনার বাংলা দেশ স্থানীশ্বরের উপসামন্ত রাজ্য। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে, স্থানী-শ্বরের দশ সহস্র সৈনিককে ভরণ পোষণ করতে আপনি বাধ্য। স্থানীশ্বর সম্রাটের একজন সৈনিককে প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা দেবার কোন অধিকার আপনার নেই।

শশাঙ্ক। কি ! আমার বাংলায় বাস করে, বাংলার অন্নে পুষ্ট হয়ে তোমরা বাংলার কাটোয়ার দুর্গ তুলে দেবে হূণ দস্যু রুহকের হাতে—বাংলার নারীদের নিয়ে তোমরা ছিনিমিনি খেলবে—আর আমি তার কোন ব্যবস্থা করতে পারবো না ?

সিংহ। স্বাধীন ভাবে কোন কিছু করবার আপনার অধিকার নেই। আপনি শুধু স্থানীশ্বরের একজন ক্ষুদ্র উপসামন্ত রাজা, তা ভুলে যাবেন না মহারাজ শশাঙ্ক।

শশাঙ্ক। স্থানীশ্বরের অধীন বলে যদি স্বাধীন ভাবে অপরাধীকে শাস্তি দেবারও অধিকার আমার না থাকে, তাহ'লে নান্দিমুখী রাত্রির এই মুহুর্ত্ত থেকে স্থানীশ্বরের সমস্ত অধীনতা পাশ আমি ছিন্ন করলাম।

কৈলাস। শশাঙ্ক !

ভীষ্ম। মহারাজ !

শশাঙ্ক। হঁ্যা হঁ্যা—এই মুহূর্ত্ত থেকে বাংলা স্বাধীন···বাংলা সার্ব্বভৌম।

সিংহ। মহারাজ শশাঙ্ক, আপনার এই ঘোষণার ফল কি হ'তে পারে একবার ভেবে দেখুন !

শশাঙ্ক। সিংহনাদ, আমার আদেশ—আসন্ন প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীশ্বরবাহিনী নিয়ে তুমি বাংলা ছেড়ে চলে যাবে। আমার কার্য্যের যদি কোন উত্তর দিতে হয়, আমি স্থানীশ্বর সম্রাটকেই দেবো—তার ভৃত্যকে নয়।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি হয় "জয় সম্রাট শশাঙ্কের জয়"। উচ্চনাদে দামামা ভেরী প্রভৃতি বাজিতে থাকে]

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[স্থানীশ্বর। হর্ষবর্দ্ধনের প্রমোদ উদ্যান। পশ্চাতে আলোকোদ্ভাসিত নাট্যশালা। হর্ষের তরুণী পত্নী মিত্রবিন্ধ্যা একটি আসনে বসিয়া মালা গাথিতেছে। নর্ত্তকীরা নৃত্যগীত করিতেছে।]

এলো মধুমাস—এলো মধুমাস।
এলো চঞ্চল চরণে পুষ্পিত শয়নে
দখিণের মলয় বাতাস॥
এলো বিহ্বল জ্যোছনায় উন্মন বেদনায়
রাত জাগা পাপিয়ার গানে,
এলো বন ভবনে প্রেয়সীর স্বপনে
মুঞ্জরে অনুরাগে রক্ত পলাশ॥

[নৃত্যগীত শেষে নর্ত্তকীদের প্রস্থান]

(স্থানীশ্বর যুবরাজ হর্ষবর্দ্ধনের প্রবেশ)

মিত্র। কুমার, রত্নাবলী নাটকের পাণ্ডুলিপি কোথায়?

হর্ষ। রত্নাবলী নাটক?

মিত্র। বারে মনে নেই! আমায় বলেছিলে আজ রত্নাবলী নাটকের শেষ অংশ রচনা করে আমায় শোনাবে।

হর্ষ। ওঃ! কিন্তু আজ তো নাটক রচনা করতে পারিনি। নাটক রচনা করতে বসে হাতের কাছে দেখলুম একখানা পুঁথি। খুলে দেখি মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত। মুক্ত মেঘ পৃষ্ঠে আসন করে চলে গেলুম রামগিরি নির্বিন্ধ্যা দর্শনের উপল ব্যথিত গতি রেবা, সিপ্রা, বেত্রবতি পার হয়ে সেই সুদূর অলকাপুরীতে।

মিত্র। অলকাপুরী ?

হর্ষ। হ্যাঁ অলকাপুরী। বিরহিনী যক্ষপ্রিয়া যেখানে প্রিয়তমের আশাপথ চেয়ে প্রতি পল গণনা করছেন। রামগিরির বিরহী যক্ষ মেঘদূতকে পথের সন্ধান দিয়ে বলছেন—

"যেও কনখল ফেনিলোচ্ছল
চপলা জহ্নুবালা।
গৌরী ভ্রূকুটি উপেক্ষি যেথা
শিব শিরে করে খেলা।
দলিত কাজল উজল হে মেঘ,
কৈলাশে যেও তুমি,
দ্বিরদ দশন শুভ্র বরণ
দেখো তার তটভূমি—
স্তিমিত নয়ন ধ্যান দরশন দেখিও সে গিরিবর
স্কন্ধে সুনীল উত্তরী শোভা যেন দেব হলধর।

পার হয়ে নদ, নদী, দেশ, দেশান্তর অলকাপুরীতে পাবে আমার প্রিয়তমার সাক্ষাৎ। "ক্ষীণ—শশী লেখা সম, শয্যাপ্রান্তে লীন তনুখানি, লীলা পদ্ম হাতে শোভে, মুখে তার হারায়েছে বাণী।" মুগ্ধ হয়ে গেলুম···আপনাকে হারিয়ে ফেললুম! মহাকাব্যের মাঝখানে নাটক রচনা আর হল না—দেবী!

মিত্র। রত্নাবলী রচনা শেষ হয় নি,—আবার এদিকে তোমার নাগানন্দ নাটকাভিনয়নে কি বিভ্রাট দেখা দিয়েছে শুনলুম ?

হর্ষ। কি ?

মিত্র। শুনলুম নাটকের নায়িকা পরিবর্ত্তন করেছো ?

হর্ষ। ঠিকই শুনেছ দেবী, তোমার সখী বহ্নিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই রত্নসেনাকে নায়িকার ভূমিকা দেওয়া হয়েছে।

মিত্র। কিন্তু বহ্নি কোথায় গেল?

হর্ষ। তাতো জানিনা মিত্রবিন্ধ্যা! কেনই বা সে চলে গেল!

মিত্র। কেন গেল আমি জানি।

হর্ষ। তুমি জান? কি হয়েছিল দেবী?

মিত্র। সঙ্গিনীদের কাছে সে নিজের মুখে স্বীকার করেছিল। অভিনয়কে তার জীবনে সত্য করে তুলতে চায়, পেতে চায়—নাটকের নায়ক তোমাকে!

হর্ষ। ওহো,—তাই বুঝি তাকে তিরস্কৃত করেছিলে? কিন্তু তুমি কি জাননা মিত্রবিন্ধ্যা,—সুদূর পিয়াসী এই দুটী খঞ্জন-আঁখির মায়া কাটিয়ে কেউ আমায় তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না।

মিত্র। জানি প্রিয়তম জানি। সেই তো আমার পরম গর্ব্ব।

(মালা পরাইয়া দিল) কেমন সুখী হয়েছো তো?

হর্ষ। সুন্দরী মিত্রবিন্ধ্যার হাতের স্পর্শ লাগা ফুলমালা পেয়েও যে সুখী হয়না—তার মত অরসিকের গলায় মালা নয়, ফাঁসী পরিয়ে দেওয়া উচিত।

মিত্র। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি তো সুখী হওনি।

হর্ষ। সুখী না হলে ফাঁসী দাও।

মিত্র। হঁ্যা—তাই দেব। দাঁড়াও—ঐ কুঞ্জবন থেকে কুঞ্জলতা নিয়ে আসছি! (প্রস্থানোদ্যত)

। (হাত ধরিয়া) কুঞ্জলতার ফাঁসী নয়।

মত্র। তবে?

হর্ষ। এই ভুজলতার। (মিত্রবিন্ধ্যার দু'বাহু লইয়া নিজের গলায় পরিলেন)

(বিদূষক বসন্তকের প্রবেশ)

বিদূ। সখা—সখা!

হর্ষ। কে! বয়স্য বসন্তক!

বিদূ। ওঃ—আমি যাচ্ছি…

মিত্র। কেন? কি বলতে এসেছেন বলে যান না?

বিদূ। না—আগে ফাঁসী-টাঁসী হয়ে যাক্।

হর্ষ। শুনছো? আমার বয়স্যের কথা শুনছো মিত্রবিন্ধ্যা!

বিদূ। হাসছো কেন কুমার? এই পথে আসতে আসতে কানে এলো কার যেন ফাঁসী হবে। এখানে এসে পড়ে ভাবলাম,—তাহলে ফাঁসীর মত একটা ভাল কাজে ব্যাঘাত ঘটালাম। তাই বলছিলাম ফাঁসী-টাঁসী হয়ে যাক তারপর যা বলবার বলবো।

হর্ষ। দেবী অভয় দিচ্ছেন, তুমি এখন নিশ্চিন্ত মনে বলতে পার সখা!

বিদূ। তবে শোন কুমার! তোমার রচিত নাটক "নাগানন্দ" অভিনয়ের জন্য মঞ্চসজ্জা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তুমি নিজে জীমূতবাহনের ভূমিকায় অভিনয় করবে—এই ঘোষণা শুনে সমস্ত নরনারী উল্লাসিত হয়ে উঠছে; প্রেক্ষাগৃহে তিল ধারণের স্থান থাকবে না। তাই সূত্রধর আর নটী মুখ্যা আমায় দিয়ে বলে পাঠালেন, তুমি যেন অল্প সময়ের মধ্যে নাট্যগৃহে উপস্থিত হও।

হর্ষ। বেশ সখা! তাদের বলগে আমি শীঘ্রই যাচ্ছি।

(বিদূষক প্রস্থানোদ্যত হইয়া আবার ফিরিল)

বিদূ। হ্যাঁ, আর একটি সংবাদ আছে সখা। কবি বাণভট্টও

অভিনয় দেখতে রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর মুখে শুনলাম তিনি নাকি তোমার একখানি জীবনী রচনা করছেন।

হর্ষ। আমার জীবনী ?

বিদূ। হ্যাঁ। নাম দিয়েছেন 'হর্ষ চরিত'। যাই বল সখা, কথাটা কিন্তু আমার তেমন যুতসই মনে হচ্ছে না। তুমি বরং ওকে নিষেধ করে দিও। ওটা বরং আর কেউ লিখুন।

মিত্র। কে লিখবে ? কেন, বাণভট্ট লিখলে কি কোন দোষ হবে ?

বিদূ। এঃ তাও বুঝলেন না ? সখাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন।

[প্রস্থান]

মিত্র। কি বললেন উনি ?

হর্ষ। আমার বিদূষকের রহস্য বুঝলে না ? কবি হংসবলাকার মত উড়ে বেড়ান দূর শূন্যলোকে। মানস সরোবরে যে রাজহংসী লীলা করে সেই তো পায় মানস লোকের সংবাদ। সে আকাশের কবি নয়, সে মানস-হংসী, সে প্রিয়া,—সে বধূ। সুতরাং আমার বিদূষকের মতে হর্ষচরিত রচনা করবার যোগ্যব্যক্তি "কাদম্বরী" রচয়িতা বাণভট্ট নন, আমার মানস লক্ষ্মী এই দেবী মিত্রবিন্ধ্যা!

(রত্নসেনার প্রবেশ)

রত্ন। কুমার! (অভিবাদন)

হর্ষ। কি সংবাদ ?

রত্ন। রাজসহোদরা, দেবী রাজ্যশ্রী কান্যকুব্জে তাঁর পতিগৃহে যাত্রা কচ্ছেন। রথ প্রস্তুত। মহাদেবী যাত্রাকালে আপনাদের দর্শন কামনায় উদ্যান দ্বারে উপস্থিত।

হর্ষ। ওঃ—তুমি ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে বল, আমরা এখুনি যাচ্ছি।

[রত্নসেনার প্রস্থান]

মিত্র। দেবী রাজ্যশ্রী সহসা এমন অতর্কিতে চলে যাচ্ছেন। এর কারণ কি কুমার ?

হর্ষ। কিছুইতো বুঝতে পারছি না। কান্যকুব্জ থেকে কোন সংবাদ এলো কি ? চলো রাজ্যশ্রীর সঙ্গে দেখা হলেই সব জানতে পারবো।

(উভয়ে প্রস্থানোদ্যত হইলে রাজ্যশ্রীর প্রবেশ)

হর্ষ। রাজ্যশ্রী তুমি নাকি কান্যকুব্জে চলে যাচ্ছ ?

রাজ্য। হ্যাঁ দাদা। কান্যকুব্জ থেকে দ্রুত অশ্বারোহী পত্র নিয়ে এসেছে। মালবরাজ দেবগুপ্ত আমাদের কান্যকুব্জ আক্রমণ করেছে। মহারাজ ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। তাই আমি যাচ্ছি স্বামীর পাশে আমার স্থান গ্রহণ করতে।

হর্ষ। দেবগুপ্ত! অকস্মাৎ এত দুঃসাহস তার! সে কি ভুলে গেছে যে কান্যকুব্জ শক্তি আজ আর একক নয়। বিপদের দিনে তার পার্শ্বে দাঁড়াবে ভারতের রাজচক্রবর্ত্তি স্থানীশ্বর সম্রাট রাজ্যবর্দ্ধন—আর তারি পার্শ্বে মুক্ত তরবারি হস্তে দাঁড়াবে এই হর্ষবর্দ্ধন।

রাজ্য। দাদা!

হর্ষ। আজ দুই বৎসর হলো পিতার মৃত্যু হয়েছে। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তবে কি আর্য্যাবর্ত্তে প্রভুত্ব লাভের জন্য আবার সংগ্রাম সুরু হোল!

রাজ্য। যদি প্রয়োজন হয়, সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে স্থানীশ্বর রাজশক্তি আশা করি কান্যকুব্জকে সাহায্য দানে বিমুখ হবে না।

হর্ষ। তুই নিশ্চিন্ত থাক বোন। স্থানীশ্বর রাজশক্তি তার শেষ রক্ত-বিন্দু দিয়েও কান্যকুব্জের সঙ্গে তার সন্ধির মর্য্যাদা রক্ষা করবে।

রাজ্য। ক্ষুদ্র মালব—আজ যে দুঃসাহস করেছে—তার কারণ, তার পিছনে রয়েছে নব জাগ্রত এক বৃহত্তর শক্তি।

হর্ষ। নব জাগ্রত বৃহত্তর শক্তি! কে সে ? স্পষ্ট করে বল বোন, কে মালবরাজ দেবগুপ্তকে সাহায্য করছে ?

রাজ্য। আমার মুখে নাই বা শুনলে দাদা! পরে সব জানতে পারবে।

হর্ষ। কিন্তু তোর বলতে আপত্তি কি ? হেঁয়ালী ছেড়ে স্পষ্ট করে বল—সে কে ? [রাজ্যশ্রী নিরুত্তর]

তবে কি ? তবে কি গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক:?. (নিস্তব্ধতা।) হুঁ— এইবার সব বুঝতে পেরেছি।

রাজ্য। কি বুঝেছ—?

হর্ষ। একটি কথা বলব বোন—সত্য উত্তর দিবি ?

রাজ্য। কি—?

হর্ষ। তুই শশাঙ্ককে এখনো ভুলতে পারিস্‌নি—না ?

রাজ্য। দাদা— ?

হর্ষ। লজ্জা করিস্‌নি—আমার কাছে ; মনে কোন কুণ্ঠা রাখিস নি—বল—?

রাজ্য। তুমি যা বলতে চাও দাদা—আমি বুঝতে পেরেছি। আমার যা বলবার ছিল সবই আমি মিত্রবিন্ধ্যাকে বলেছি। যাবার বেলায় শুধু এই কথাটি শুনে রাখো, শশাঙ্ক যে-আশায় আজ মালবরাজের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সে আশা তার মরীচিকার মত মিলিয়ে যাবে। নিজের বাহুবলের ওপর যদি তার এতই আস্থা থাকে, তাহলে তার উচিত ছিল আমার বিবাহের পূর্ব্বে এই স্থানীশ্বর আক্রমণ করা। আমার পিতা এবং ভ্রাতাদের সঙ্গে অস্ত্রের পরীক্ষা দেওয়া। আজ আমাকে উপলক্ষ্য করে যদি সে আমার স্বামীর রাজ্য আক্রমণ করতে আসে—তাহলে আমি তাকে বীর বলব না,—বলব সে কাপুরুষ।

হর্ষ। রাজ্যশ্রী!

রাজ্য। আমায় বিদায় দাও! আর আমি বিলম্ব করতে পারছি না।

(হর্ষকে প্রণাম করিলেন)

হর্ষ। দাদা রাজধানীতে অনুপস্থিত। এ সময় তুই এমন করে চলে যাবি?

রাজ্য। উপায় নেই দাদা। যদি প্রয়োজন বুঝি তোমাদের সাহায্য চেয়ে পাঠাবো। তবে—

হর্ষ। তবে—?

রাজ্য। হয়ত তার প্রয়োজন আর হবে না।

হর্ষ। ওকথা বলছিস কেন—?

রাজ্য। আমি বলছি না,—আমার মন থেকে কে যেন বলছে। এবার বুঝি আমার মুক্তি—প রম মুক্তি।

হর্ষ। তার অর্থ—?

রাজ্য। কিছু না—মিত্রবিন্ধ্যা আমি আসি।　　　　[প্রস্থান]

হর্ষ। মুক্তি! রাজ্যশ্রীর পরম মুক্তি! কিছু বুঝতে পারলে মিত্রবিন্ধ্যা?

মিত্র। কিছুই বুঝলাম না। চোখের জল গোপন করে যেন পালিয়ে চলে গেলেন।

হর্ষ। চোখে জল! হাঁ আমিও দেখেছি ওর চোখে জল। ঠিক এমনি করে চোখের জল লুকিয়ে আর একদিন ও পালিয়ে গিয়েছিলো আমার সামনে থেকে! আজ মনে পড়ে সেই বসন্তোৎসব রাত্রের কথা!

মিত্র। বসন্তোৎসব রাত্রি?

হর্ষ। হ্যাঁ—শশাঙ্ক তখন এই স্থানীশ্বরে। এই প্রমোদোদ্যানেই

সারাদিন আবীর কুঙ্কুম খেলা। খেলা শেষে রাজ্যশ্রী ঐ কুঞ্জের ও পাশে ধারাযন্ত্রগৃহে স্নান করতে গেল! স্নান-শেষে মুখে এঁকে নিল অগুরু চন্দনের পত্র লেখা!…কবরীতে কুরুবক চূড়া, কর্ণমূলে শিরীষ কুসুম…মেঘলায় নবনীপ মালা। ঐ পুষ্পধনুর বেদী মূলে সন্তস্নাতা রাজ্যশ্রী এসে দাঁড়াল! সামনে তার প্রেম বিহ্বল শশাঙ্ক! দুটি হৃদয় প্রথম প্রণয়ের বেদনা-কম্পিত, দুটী হস্ত ভীত ত্রস্ত কুলায় প্রত্যাশী কপোতের মত পরস্পরের আশ্রয় প্রয়াসী, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—

মিত্র। বলো—বলো প্রিয়তম সেই মুহূর্ত্তে—

হর্ষ। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, মিত্রবিন্ধ্যা স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল! জীবন মধুছন্দী কাব্য নয়। বিধাতার অমোঘ বজ্রের মত ঘোষিত হল আমার পিতার আদেশ, শশাঙ্ক-রাজ্যশ্রীর বিবাহ অসম্ভব। শশাঙ্কের অন্তঃপুর প্রবেশ নিষিদ্ধ। আর…আর এ আদেশ কে বহন করে এনেছিলো জান?

মিত্র। কে?

হর্ষ। তোমার স্বামী এই হর্ষবর্দ্ধন।

(পশ্চাতে আলোকোদ্ভাসিত রঙ্গমঞ্চ হইতে ঐক্যতান বাদ্য ভাসিয়া আসে। দ্রুতগতিতে বিদূষক বসন্তকের প্রবেশ)

বিদূ। কুমার! কুমার!

হর্ষ। কে! সখা বসন্তক? কি সংবাদ?

বিদূ। অভিনয়ের সময় উপস্থিত। কাতারে কাতারে স্থানীশ্বরের নরনারী ছুটে এসেছে, নাগানন্দ নাটকে তোমার জীমূতবাহনের ভূমিকাভিনয় দেখতে। ঐ দেখো নাট্য গৃহে একটি একটি করে জ্বলে উঠছে দীপমালা! ঐ আরম্ভ হয়ে গেছে যন্ত্রী সংঘের ঐক্যতান

বাদন। শীঘ্র এসো সখা! রূপ সজ্জা নিয়ে এখুনি তোমায় জীমূতবাহনের ভূমিকাভিনয় করতে হবে।

মিত্র। বয়স্য! আপনার সখার অভিনয় দেখবার জন্য সবার চেয়ে দেখছি আপনিই ব্যাকুল হয়েছেন। তাই নয়কি?

বিদু। তা অবশ্য বলতে পারেন।

(রত্নসেনার পুনঃ প্রবেশ)

রত্ন। কুমার! সেনাপতি সিংহনাদ উদ্যান দ্বারদেশে।

হর্ষ। সেনাপতি সিংহনাদ! তিনি তো সীমান্তে গিয়েছিলেন আমার দাদার সঙ্গে হূন বিজয় করতে! কি সংবাদ তাঁর?

রত্ন। বললেন সংবাদ অতি গোপনীয়, কুমারের সাক্ষাতেই বলবেন।

হর্ষ। আচ্ছা, বল আমি যাচ্ছি। [রত্নসেনার প্রস্থান]

বিদু। কুমার! ওদিকে নাট্যগৃহে দর্শকগণ অভিনয় দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব। আর তুমি চললে সেনাপতি সিংহনাদের সিংহনাদ শুনতে।

হর্ষ। আমি এখুনি ফিরে আসছি বয়স্য! নাট্য উৎসব আরম্ভ হোক, তুমি ততক্ষণ দেবী মিত্রবিন্ধ্যাকে তোমার বাক্ চাতুর্য্যে উল্লাসিত রাখ। [প্রস্থান]

বিদু। যা বাবা সব মাটি করে দিলে। বেশ একটা কাব্য রস তৈরী হচ্ছিল, তার ভেতর ছুটে এলেন কি না সেনাপতি—নাম আবার সিংহনাদ। (নেপথ্যে জোরে বাদ্য ধ্বনি বাজিয়া চলে) ঐ যে আরো জোরে বাজনা বেজে উঠলো—সখা! আমি থাক না যাই, যাই না থাকি। অভিনয় আরম্ভ হলো, আমি যাই।

[দ্রুত প্রস্থান]

(হর্ষের পুনঃ প্রবেশ)

হর্ষ। আঃ ক্ষান্ত করো—ক্ষান্ত করো অভিনয়। নিভাও নাট্য মঞ্চের আলোক শিখা। স্তব্ধ হোক্—স্তব্ধ হোক্ সমস্ত যন্ত্র সঙ্গীত।

(নাট্যশালার আলো নিবিয়া গেল ও যন্ত্র সঙ্গীত স্তব্ধ হইল)

মিত্র। কুমার! কুমার! একি ভয়াবহ মূর্ত্তি তোমার! চক্ষু রক্তবর্ণ, সর্ব্বদেহ কম্পিত—কি—কি হয়েছে কুমার?

হর্ষ। মিত্রবিন্ধ্যা—

মিত্র। বল—কি সংবাদ এনেছে সেনাপতি সিংহনাদ? কোথায়—কোথায় তোমার দাদা ভারত-সম্রাট আর্য্য রাজ্যবর্দ্ধন?

হর্ষ। দাদা হূন বিজয় করে ফিরে আসছিলেন রাজধানী এই স্থানীশ্বরে। পথে দেখা হয়েছে কান্যকুব্জের মহামাত্যের সঙ্গে। মহামাত্যের মুখে ভীষণ দুঃসংবাদ শুনে…সেই পথ থেকেই তিনি সসৈন্যে ছুটে গেছেন কান্যকুব্জে।

মিত্র। কি! কি সে ভীষণ দুঃসংবাদ?

হর্ষ। বলছি বলছি, কিন্তু তার আগে রাজ্যশ্রী…রাজ্যশ্রী কোথায়? তাকে ধরে রাখতে হবে স্থানীশ্বর প্রাসাদ মধ্যে। রাজ্যশ্রী! রাজ্যশ্রী!

মিত্র। কাকে ডাকছ প্রভু? ভুলে গেছ কি তোমারই অনুমতি নিয়ে রাজ্যশ্রী চলে গেছে কান্যকুব্জের পথে!

হর্ষ। ওঃ রাজ্যশ্রী কান্যকুব্জের পথে! ভুলে গিয়েছিলাম—আমি ভুলে গিয়েছিলাম। মিত্রবিন্ধ্যা! তাকে ফেরাও—তাকে ফেরাও—

মিত্র। ফেরাব! কি বলছ তুমি?

হর্ষ। কোন কথা নয়—কোন যুক্তি নয়—আমার অনুরোধ—আমার ভিক্ষা।

মিত্র। আচ্ছা—আমি যাচ্ছি—　　(প্রস্থানোদ্যত)

হর্ষ। না—না—না—তাকে ফিরিও না, তাকে যেতে দাও—তাকে যেতে দাও—।

মিত্র। স্বামী—প্রভু !

হর্ষ। কি বেশে--কি বেশে তাকে ফিরিয়ে আনবে মিত্রবিন্ধ্য ? এ প্রাসাদ ত্যাগ করে সে গিয়েছিলো—বশিষ্ঠের কণ্ঠলগ্ন অরুন্ধতীর মত সীমান্ত রেখায় উজ্জ্বল সিন্দুর চিহ্ন নিয়ে। কিন্তু সে যদি আজ ফিরে আসে—আসবে সে রিক্ত--নিঃস্ব, সর্ব্ব-হারা, তাম্রদগ্ধ, বৈশাখী আকাশের মত বিরাট শূন্যতা নিয়ে।

মিত্র। কি বলছো—কি বলছো তুমি ? তবে কি কান্যকুব্জরাজ রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্ম্মা—

হর্ষ। গ্রহবর্ম্মা নিহত। রাজ্যশ্রী—রাজ্যশ্রী··· আজ বিধবা ॥

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কর্ণসুবর্ণের অনুরূপ গৌড়ের রাজপ্রাসাদ]

(শশাঙ্ক ও ভীষ্মদেব)

ভীষ্মদেব। কিন্তু সম্রাট! এখনও আমাদের সর্ব্বদা বহিশত্রুর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে। এখন এ অবস্থায়—

শশাঙ্ক। অজেয় শক্তিশালী স্থানীশ্বর সম্রাট প্রভাকরবর্দ্ধন আজ দুই বৎসর হলো গত হয়েছেন। আর্য্যাবর্ত্তে প্রাধান্য লাভের জন্য তাই আজ সবাই রণক্ষেত্রে নেমেছে। এ অবস্থায় যে যতটুকু জয় করতে পারবে—তার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে।

ভীষ্ম। তা আমি জানি সম্রাট! সেই জন্যেই সর্ব্বাগ্রে মালবরাজ দেবগুপ্ত প্রভাকরবর্দ্ধনের জামাতার কান্যকুব্জ রাজ্য আক্রমণ করেছেন।

শশাঙ্ক। মালবরাজের আক্রমণে কান্যকুব্জরাজ গ্রহবর্ম্মা নিহত। দেবগুপ্ত মালব রাজপ্রাসাদ অবরোধ করে বিধবা রাজ্যশ্রীকে রাজপ্রাসাদে বন্দিনী করে রেখেছে।

ভীষ্ম। সম্রাট!

শশাঙ্ক। স্থানীশ্বর সম্রাট রাজ্যবর্দ্ধন সসৈন্যে ছুটে আসছে কান্যকুব্জের রণক্ষেত্রে দেবগুপ্তকে শাস্তি দিতে আর তার ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে মুক্ত করতে।

ভীষ্ম। বুঝেছি সম্রাট! তাই স্থানীশ্বরের প্রবল শক্তির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য মালবরাজ দেবগুপ্ত বাংলার কাছে দ্রুত সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন।

শশাঙ্ক। আমাদের মিত্র বিপন্ন মালবরাজের সাহায্যে আমিও সসৈন্যে ছুটে যাচ্ছি কান্যকুব্জের রণক্ষেত্রে।

ভীষ্ম। সম্রাট!

শশাঙ্ক। আমাদের সম্মুখে এক মহা সুযোগ উপস্থিত হয়েছে ভীষ্মদেব! বাঙালী জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠায় এমন শুভ সুযোগ আর সহজে পাওয়া যাবে না।

ভীষ্ম। কিন্তু স্থানীশ্বর রাজশক্তি যে আপনার পরমাত্মীয় সম্রাট!

শশাঙ্ক। ভীষ্মদেব! বাইরের আক্রমণ থেকে বাঙলাকে রক্ষা করবার জন্য পিতা তাঁর প্রাণপ্রিয় কনিষ্ঠা ভগ্নী দেবী মহাসেনগুপ্তার সঙ্গে স্থানীশ্বর সম্রাট প্রভাকরবর্দ্ধনের বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রভাকরবর্দ্ধন অন্তরাল থেকে চিরদিন বাঙলার সর্ব্বনাশের চেষ্টাই করে এসেছেন।

ভীষ্ম। তা আমি জানি সম্রাট। যার জন্য সেনাপতি সিংহনাদকে তিনি বাঙলায় রাজপ্রতিনিধি করে রেখে দিয়েছিলেন।

শশাঙ্ক। পিতৃষ্বসাও আজ মৃত! স্থানীশ্বরের সঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেছে।

ভীষ্ম। কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা স্থানীশ্বরের সঙ্গে নূতন করে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। আমি ভাবছি—সীমান্তে প্রবল শত্রু পিছনে রেখে বাঙলা থেকে এসময়ে বিশ সহস্র সৈন্য কান্যকুব্জে পাঠানো কি উচিত হবে সম্রাট?

শশাঙ্ক। ভুলে যাবেন না ভীষ্মদেব—অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ঝড়ের গতিতে আমরা মগধ, পাটলীপুত্র, বুদ্ধগয়া এমন কি উৎকল প্রদেশের সুদূর কোঙ্গদমগুলাও জয় করেছি। কামরূপের লোহিত্য নদ পর্য্যন্ত আমাদের সৈন্যরা অবস্থান করছে। ভাস্কর-

বর্ম্মার আক্রমণ রোধ করবার জন্য আমাদের সৈন্যরা সর্ব্বদা প্রস্তুত হয়ে আছে।

ভীষ্ম। সম্রাট!

শশাঙ্ক। স্থানীশ্বর, কান্যকুব্জ এবং কামরূপের—এমন কি সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের বিরুদ্ধে নিকট ভবিষ্যতে হয়তো বাঙলাকে একা সংগ্রাম করতে হবে ভীষ্মদেব! সেইজন্য অন্য তৃতীয় শক্তির সাহায্যের আমাদের প্রয়োজন।

ভীষ্ম। সে কথা সত্য সম্রাট। কিন্তু এমন শক্তিধর কে আছে তাতো আমি ভেবে পাচ্ছি না।

শশাঙ্ক। দাক্ষিণাত্যের প্রবল শক্তিধর চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলোকেশীর সঙ্গে আমরা যদি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হই তাহলে কেমন হয় ভীষ্মদেব?

ভীষ্ম। ধন্য! ধন্য আপনার দূরদৃষ্টি সম্রাট। পুলোকেশীর সঙ্গে স্থানীশ্বর এবং কান্যকুব্জের চিরদিন বিবাদ লেগেই আছে। পুলোকেশীকে যদি আমরা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করতে পারি—তাহলে দাক্ষিণাত্যের প্রতীক্ষার, চন্দোল প্রভৃতি শক্তির আক্রমণের জন্য আর আমাদের চিন্তা করতে হবে না।

শশাঙ্ক। তাছাড়া আর্য্যাবর্ত্তের প্রভুত্ব লাভের এই সংগ্রামের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের অজেয় শক্তিশালী চালুক্যরাজ পুলকেশীকে আমি লিপ্ত হতে দেব না। আপনি আজই উপযুক্ত উপঢৌকন নিয়ে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করুন ভীষ্মদেব!

ভীষ্ম। যথা আজ্ঞা সম্রাট!

শশাঙ্ক। মনে রাখবেন ভীষ্মদেব, বাঙলার ভবিষ্যৎ স্বার্থের জন্য প্রবল শক্তিধর পুলোকেশীকে যেমন করে হোক সন্ধি সূত্রে বাঁধতে হবে।

কান্যকুব্জের রণক্ষেত্রে আমি আপনার সফল প্রত্যাগমনের আশায় সাগ্রহে অপেক্ষা করবো। [অভিবাদনান্তে ভীষ্মদেবের প্রস্থান]

(অপর দিক হইতে বল্লভার প্রবেশ)

বল্লভা। দাদা, কান্যকুব্জে যেখানে তোমার শিবির স্থাপিত হবে, সেখান থেকে তোমার রাজ্যশ্রীর সঙ্গে রোজ দেখা করার সুবিধা হবে তো ?

শশাঙ্ক। না বল্লভা। রাজ্যশ্রীকে যেমন করে হোক আমি ভুলবো।

বল্লভা। পাঁচ বছর ধরে যে রাজ্যশ্রীকে তোমার হৃদয়ের সমস্ত সম্পদ উজাড় করে দিয়েছো—ভুলতে পারবে তাকে দাদা ?

শশাঙ্ক। রাজনীতির পাশা খেলায় সবই সম্ভব হয়রে বল্লভা। থাক সে কথা। সসৈন্যে আমি ছুটে যাচ্ছি কান্যকুব্জের রণক্ষেত্রে। তুই যাবি আমার সঙ্গে বল্লভা ?

বল্লভা। যাব দাদা। গৌড়ে থাকতে আর আমার ভাল লাগছে না। মহাযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে, তুমি তোমার এই বিরাট কর্ম্মময় জীবনে সাফল্যের জয়মাল্য লাভ কর। তোমার পাশে থেকে আমি তাই দেখতে চাই দাদা !

শশাঙ্ক। (ম্লান হাসিয়া) সাফল্য ! আমার জীবনের সফলতা যদি কোথাও থাকে বল্লভা তা আছে শুধু মরণে।

বল্লভা। দাদা !

শশাঙ্ক। জন্মগ্রহণ করেই মাকে হারালাম। পিতার স্নেহ থেকে হলাম বঞ্চিত। কৈলাসের কোলে আর তোর জননীর স্তন্যক্ষীরে পুষ্ট হলাম। তাইতো তুই আমার ছোট বোন। আমার মরণে কেউ কাঁদবে না বল্লভা, কাঁদবি শুধু তুই আর কৈলাস দাদা।

বল্লভা। সারা বাঙলার—সমস্ত বাঙালী জাতির আশা আকাঙ্খার প্রতীকরূপে তুমি জীবনের যাত্রাপথে পা বাড়িয়েছ। জীবনের এই শুভযাত্রার মুহূর্ত্তে তোমার মুখে মৃত্যুর কথা শোভা পায়না। না-না, তোমার পায়ে পড়ি, মৃত্যুর কথা আর তুমি বলো না দাদা!

শশাঙ্ক। বেশ যদি আঘাত পাস দিদি তাহলে আর বলবোনা। আমাকে একখানি গান শোনাবি বল্লভা—যা শুনে মৃত্যুর ম্লানিমা মুছে যায়!

(বল্লভার গীত)

আমার প্রণাম যেন প্রদীপ হয়ে জ্বলে
তোমার পূজা হবে গো মোর গানের হোমানলে ॥
সূর্য্য তারা আকাশ ভরি ভরি
আরতি তব করে যে মরি মরি,
জ্বেলেছি আমি মাটির প্রদীপ পূজার বেদী তলে ॥
রেখনা মোরে ধুলায় ঢেকে করনা মোরে ধূলি
তোমার লাগি ভুলিতে যেন নিজেরে আমি ভুলি,
চরণ তলে রাখিব বলে সুরের শশদলে ॥

(গীতান্তে রাজাজ্ঞা হস্তে মাধবের প্রবেশ)

মাধব। না—না — এ হতে পারে না; একি তোমার অন্যায় আদেশ দাদা?

শশাঙ্ক। আমার অনুপস্থিতিতে রাজপ্রতিনিধি হয়ে সমগ্র বাংলা দেশের শাসনকার্য্য তোমাকেই পরিচালনা করতে হবে ভাই।

মাধব। তোমরা কি আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না? হাজার লোকের হাজার রকম অভিযোগ শোন; আহার,

নিদ্রা, বিহার সব ত্যাগ করে সর্ব্বদা রাজকার্য্য করে বেড়াও। আমি একেবারে মরে যাবো দাদা!

শশাঙ্ক। মাধব—

মাধব। তোমার আমি এমন কি শত্রুতা করেছি যার জন্য তুমি আমাকে এই শাস্তি দিচ্ছ দাদা?

বল্লভা। রাজপ্রতিনিধি হওয়া শাস্তি?

শশাঙ্ক। আপত্তি করো না মাধব। বাঙ্গলার এই সিংহাসনকে কেন্দ্র করে চারিদিকে আজ ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতকদের আকাশ-স্পর্শী লিপ্সা লেলিহান হয়ে উঠেছে! জাতির জীবনে আজ মহৎ, বৃহৎ, বিশাল আদর্শের বড় অভাব ভাই।

মাধব। দাদা!

শশাঙ্ক। যখন বহুদিনের কোন পরাধীন দেশ স্বাধীনতা লাভ করে, তখন সে দেশকে সব চাইতে বেশী সংগ্রাম করতে হয় তার নিজের দেশবাসীর সঙ্গে।

মাধব। জাতিদ্রোহী ঐ শ্রেষ্ঠী মণিকণ্ঠ আদি, তাদের সেই হারান সম্পদ উদ্ধার করবার জন্য—

শশাঙ্ক। নিশ্চয়ই ওরা চেষ্টা করবে। ওদের সেই ষড়যন্ত্র আর শেষ চেষ্টাকে ব্যর্থ করবার জন্য তো তোমাকেই আমার প্রতিনিধি-রূপে গৌড়ে রেখে যাচ্ছি ভাই। বল্লভা আর সময় নেই। কান্যকুব্জে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও। আমি মাধবকে নিয়ে চল্লাম মহাকালকে প্রণাম করতে। এসো মাধব।

[শশাঙ্ক ও মাধব একদিকে, বল্লভার বিপরীত দিকে প্রস্থান]

৩য় দৃশ্য

কান্যকুব্জের পথ। একদল সৈন্যের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ। একজনের হাতে রজত নির্ম্মিত প্রকাণ্ড দণ্ড। দণ্ডের উপর নন্দীর পৃষ্ঠে মহাকাল লাঞ্ছিত গৈরিক বর্ণের বাঙলার জাতীয় পতাকা]

বাঙলা মায়ের সন্তান মোরা চির রণজয়ী বীর,
বজ্রের মত প্রচণ্ড মোরা বীর্য্যে সুগম্ভীর।
আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ লঙ্কা করিল জয়,
শ্যাম কম্বোজে আজিও মোদের কীর্ত্তি যে লেখা রয়,
প্রাচীনের মাঝে নবীন আমরা চির উন্নত শির ॥
অজেয় আমরা চির দুর্ম্মদ সদা প্রাণ চঞ্চল,
উল্কার বেগে ছুটে চলি মোরা নির্ম্মম মহাকাল,
পরাজয় কভু মানি না আমরা নির্ভিক চিরস্থির ॥
আমরা রুখেছি শত অভিযান শক হূণ গুর্জ্জর,
দধীচির মত হেলায় দিয়েছি অস্থি ও পঞ্জর,
রক্তে মোদের মাটি হোল লাল শ্যামল ধরিত্রীর ॥
গিরি হিমালয় রুধিতে চেয়েছে পারেনি করিতে জয়,
ভিক্ষুক তবু পার হয়ে গেছে মানেনিকো পরাজয়,
যত বন্ধন ঘুচাব আমরা ব্যথিত ধরিত্রীর ॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান]

৪র্থ দৃশ্য

[গৌড়ের রাজ প্রাসাদ। সোমা ও জাহ্নবী]

সোমা। দেখছেন মা রাজপ্রতিনিধি হয়ে আপনার ছেলে কেমন উল্লাসে কাজে মেতে উঠেছে!

জাহ্নবী। সবই দেখছি বৌমা! ও হতভাগা কি কোন কালে নিজের ভাল মন্দ বুঝবে না? শশাঙ্ক কি ওকে যাদু করেছে?

সোমা। এমন পাগল কেউ আছে মা যে রাজসিংহাসন হাতে পেয়ে পায়ে ঠেলে দেয়!

জাহ্নবী। এই সিংহাসনের জন্যই তো আমি শশাঙ্ককে মহারাজের চোখের সামনে থেকে বহুদূরে স্থানীশ্বরে সরিয়ে রেখেছিলাম? সব চেষ্টা আমার ব্যর্থ হয়ে গেল। নইলে মহারাজের তো ইচ্ছা ছিল আমার মাধবকে সিংহাসন দিয়ে যান!

সোমা। তবে তো ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ এ সিংহাসন আপনার ছেলের। বড় রাজকুমারকে যেমন করে হোক এ সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে সেখানে আপনার ছেলেকে বসাতে হবে মা।

জাহ্নবী। সোমা!

সোমা। আমরা যেন মানুষ নই! নিজের স্বাধীন ইচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ বলে কোন কিছু নেই? বড় রাজকুমার অনুগ্রহ করে আমাদের যা আদেশ করবেন, তাই আমাদের পালন করতে হবে। আমরা যেন তাঁর ক্রীত দাস-দাসী। এত অহঙ্কার, এত দর্প তাঁর!

জাহ্নবী। আমি এক এক সময় ভাবি বৌমা! শশাঙ্ক আমার সপত্নী পুত্র। তার উপর আমার ক্রোধ যত বেশী, তোমার ক্রোধ যেন তার চাইতে শত গুণ বেশী।

সোমা। শয়নে, স্বপনে, তন্দ্রায়, জাগরণে আমাদের মূল মন্ত্র জপ করতে হবে মা···বড় রাজকুমারের ধ্বংস !

জাহ্নবী। সেই চেষ্টাই তো আমি করছি বৌমা ! তুমি বরং মাধবকে একটু বুঝিয়ে বলো। আমি আসছি। [প্রস্থান]

সোমা। চিরকাল দেবতার আসনে বসিয়ে আমি তোমার পূজা করে এসেছি যুবরাজ শশাঙ্ক ! মনের মণি কোঠায় পতিরূপে তোমায় প্রতিষ্ঠা করেছি ! আমার আবাল্যের সব স্বপ্ন, সব কামনা তুমি ধূলিসাৎ করে দিলে ! তবে কেন তুমি আমায় হূন দস্যুর কবল থেকে উদ্ধার করলে ? এত কাছে থেকেও তোমায় পেলাম না, এর চাইতে মৃত্যুও যে ছিল ভালো !

(মাধবের প্রবেশ)

মাধব। সমস্ত জগৎ ভুলে গিয়ে যখন রাজকার্য্যের মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি, এমন সময়—

সোমা। রাজপ্রতিনিধি হয়েছো বলে আমার দিকে কি একবারও ফিরে চাইবার তোমার অবসর হয় না ? তুমি তো বেশ আছো ! আমার সমস্ত দিন রাত্রি কি করে কাটে বলতো ?

মাধব। তুমি তো জানো সোমা, আমি কি এ সব হাঙ্গামা পোয়াতে চেয়েছিলাম ! দাদাই তো জোর করে আমার ঘাড়ে—

সোমা। দাদা ! দাদা ! আজ দেশ শুদ্ধ লোক সবাই তোমার দাদার জয়ধ্বনি দিচ্ছে। তাতে তোমার কি লাভ হচ্ছে ?

মাধব। এই জয়ধ্বনি শুনে সকলের আগে আমার বুকখানা দশ হাত ফুলে ওঠে সোমা ! কারণ ও আর কেউ নয়—ও আমার দাদা···আমি ওর ছোট ভাই।

সোমা। না—তোমার দাদা দেখছি তোমায় মোহগ্রস্থ করেছে।

মাধব। সত্যই আমি মোহগ্রস্থ হয়েছি সোমা! আহার নিদ্রা ত্যাগ করে, সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে এমন করে বাঙলার কথা ভাবতে এ বিশাল বাঙলা দেশে আমি আর একটি প্রাণীকেও দেখলাম না।

সোমা। দেশের অধিকাংশ লোক তোমার দাদার উপর সন্তুষ্ট নয়।

মাধব। মন্ত্রী চক্রপাণি, শ্রেষ্ঠী মণিকণ্ঠ প্রভৃতির মত দেশের অধিকাংশ লোক তো আজ নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির জন্য —দেশের, জাতির বৃহত্তর কল্যাণকে বিকিয়ে দিতে চায়।

সোমা। দেশের সব লোক আজ তোমার দাদাকে অপসারিত করে তোমাকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

মাধব। ছিঃ সোমা! ও কথা চিন্তা করাও তোমার পাপ।

সোমা। পাগলেও নিজের ভালর জন্য চেষ্টা করে।

(জাহ্নবীর প্রবেশ)

জাহ্নবী। বৌমা সত্য কথাই বলেছে মাধব! এই সুযোগ! তোমার দাদার অনুপস্থিতিতে বাঙলার সিংহাসন তুমি অধিকার করে নাও মাধব!

সোমা। এমন সুযোগ আর পাবে না!

জাহ্নবী। আমাদের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী চক্রপাণি, শ্রেষ্ঠী মণিকণ্ঠ, সেনাপতি নরসিংহ দত্ত অর্থ দিয়ে, শক্তি দিয়ে, সর্ব্বপ্রকারে তোমার সাহায্য করবে। তোমাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা স্বীকৃত হয়েছেন।

মাধব। তাই নাকি মা?

জাহ্নবী। স্থানীশ্বর রাজপ্রতিনিধি সিংহনাদকে অপসারিত করে, তোমার দাদা তাকে বাঙলা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তোমার পিসতুতো ভাই স্থানীশ্বর সম্রাট রাজ্যবর্দ্ধন শশাঙ্কের উপর প্রতি-শোধ নেবার চেষ্টায় আছে। প্রয়োজন হলে তোমাকে সাহায্য করতে আমি রাজ্যবর্দ্ধনকে আহ্বান করবো।

মাধব। মা! মা! দাদা যে তোমাকেই তার নিজের মা বলে জানে। দোহাই তোমায় মা! মায়ের পবিত্র নামে আর কলঙ্কের বিষ ঢেল না।

জাহ্নবী। না-না—আমি তার মা নই। আমি তার বিমাতা। আমি যেমন করে পারি আমার সন্তানকে সিংহাসনে বসাবো। আমার অঙ্গুলী হেলনে তাকে চালাবো।

মাধব। ত্রিভুবনের সিংহাসনের বিনিময়ে—আমার দাদার শত্রুতা সাধন করে, বাঙলা দেশের এত বড় সর্ব্বনাশ আমি করতে পারবো না মা।

জাহ্নবী। মাধব, হতভাগ্য সন্তান, আমি তোমার মা। আমার আদেশ—

মাধব। জননী জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য তোমার এই হতভাগ্য সন্তান আজ তার গর্ভধারিণী মায়ের আদেশও অমান্য করবে মা।

জাহ্নবী। বটে! তবে তোমার দাদার পদলেহী কুক্কুর হয়ে এ গৌড়ে থেকে তুমি তোমার দাদার সেবা করো। বৌমাকে নিয়ে এ পাপ গৌড় ত্যাগ করে আমি কর্ণসুবর্ণে চল্লাম। চলো বৌমা—

(যাইতে উদ্যত হইলেন)

মাধব। দাঁড়াও ওখানে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য—তোমরা যাতে

কোন হীন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে না পারো—সেইজন্যে বর্ত্তমানে গৌড়ের এ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে তোমরা কোথাও যেতে পারবে না।

জাহ্নবী। মাধব! কুলাঙ্গার এত বড় তোমার ধৃষ্টতা!

সোমা। দাদার পায়ে নিজের বিবেক বুদ্ধি, মায়ের সম্মান, স্ত্রীর মর্য্যাদা, সবই কি বিসর্জ্জন দিয়েছো? ধিক, শত ধিক তোমাকে!

মাধব। বাঙলার আশা আকাঙ্খার মূর্ত্ত প্রতীক মহানায়ক শশাঙ্ক আমার উপর রাজপ্রতিনিধির যে গুরুদায়িত্ব ভার অর্পন করে গেছেন, জীবন দিয়েও সে দায়িত্ব আমি পালন করবো। প্রতিহারিণী!

(প্রতিহারিণীর প্রবেশ)

মাধব। আমার অনুমতি ব্যতীত এরা দুজন যেন কখনও এ প্রাসাদ থেকে বাইরে যেতে না পারেন। আর বাইরের কোনও ব্যক্তি যেন এঁদের সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎ করতে না পারে।

জাহ্নবী। (ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে) মাধব!!

মাধব। হ্যাঁ-হ্যাঁ—আজ থেকে গৌড়ের এ রাজপ্রাসাদে তোমরা আমার বন্দিনী।

জাহ্নবী। উঃ ভগবান!

(আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া যান)

৫ম দৃশ্য

[জাহ্নবী তীরে কান্যকুব্জের রণক্ষেত্র। শশাঙ্কের শিবির। ভারতবর্ষের একখানি বিরাট মানচিত্র টাঙানো রহিয়াছে। একটি আসনে বসিয়া শশাঙ্ক তুলি দিয়া মানচিত্র রং করিতেছেন। যুদ্ধের কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে]

(ভীষ্মদেব ও রুদ্রদামের প্রবেশ)

ভীষ্ম। সম্রাট! আপনার আদেশে দ্বিতীয় পুলোকেশীর সঙ্গে সন্ধি করেছি। এই সেই সন্ধিপত্র। (প্রদান)

শশাঙ্ক। (সন্ধিপত্র পড়িয়া) চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলোকেশীকে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ করে বাঙলাকে আপনি নিশ্চিন্ত করেছেন ভীষ্মদেব! এবার আর্য্যাবর্ত্তের যুদ্ধে আমরা সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে পারবো।

ভীষ্ম। কিন্তু, একি করেছেন সম্রাট! সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত যে বাঙলার জাতীয় পতাকার রঙে রাঙিয়ে ফেলেছেন।

রুদ্রদাম। (মানচিত্রের নিকট গিয়া) তা হলে আর্য্যাবর্ত্তের মধ্য থেকে স্থানীশ্বরটাকে আর বাদ দিলেন কেন সম্রাট?

শশাঙ্ক। স্থানীশ্বরের পর্ব্বতে, প্রান্তরে, নদী তীরে আমার জীবনের বহু সুমধুর স্মৃতি লুকিয়ে আছে। স্থানীশ্বরের পরিবর্ত্তে সমগ্র ভারতবর্ষ আমি তোমাদের হাতে তুলে দেব রুদ্রদাম।

রুদ্র। স্থানীশ্বরের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষ!

ভীষ্ম। একদিক থেকে আপনি কি তাহলে শুধু ধ্বংসই করে যাবেন সম্রাট?

শশাঙ্ক। দেশের পক্ষে,—জাতির পক্ষে যা কিছু অপমানকর, যা কিছু স্বার্থ হানিকর, আগে তাকে ধ্বংস করতে হবে ভীষ্মদেব! আমি মহাজাতির মহাভারতবর্ষ রচনা করে যাব।

ভীষ্ম। সম্রাট! আপনার পূর্ব্বে—

শশাঙ্ক। খণ্ড বিখণ্ড এই ভারতবর্ষ, আর তার বহু ভাষাভাষি জাতি কখনও এক প্রাণ, একতাবদ্ধ, এক মহাজাতিতে পরিণত হতে পারিনি।

রুদ্র। যা কখনও সম্ভব হয় নি—

শশাঙ্ক। সেই অসম্ভবকে আমি সম্ভব করে যাবো রুদ্রদাম। শোষণ-হীন, কলুষহীন, একতাবদ্ধ এক মহাজাতির মহাভারতবর্ষ!

ভীষ্ম। ক্ষমা করবেন সম্রাট! যা কখনও সম্ভব হয়নি, সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে গেলে আপনি ব্যর্থ হবেন।

শশাঙ্ক। তাতে আমার দুঃখ নেই ভীষ্মদেব। আজ আমি যার স্বপ্ন দেখে গেলাম, আগামী কাল যারা আসবে, তারা একদিন না একদিন আমার আজকার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবে।

(নেপথ্যে যুদ্ধের কোলাহল বৃদ্ধি পাইল।)

(দ্রুতগতিতে একজন সেনানীর প্রবেশ)

সেনানী। সম্রাট! স্থানীশ্বর সম্রাট রাজ্যবর্দ্ধন ভীষণভাবে মালব-রাজ দেবগুপ্তকে আক্রমণ করেছেন।

শশাঙ্ক। আচ্ছা, তুমি যাও।　　[সেনানীর প্রস্থান]

ভীষ্ম। কিন্তু মালবরাজকে সাহায্য করতে আমরা এখানে এসেছি সম্রাট!

রুদ্র। যতবার মালবরাজ আপনার কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন

জানিয়েছেন, ততবারই আপনি বলে পাঠিয়েছেন আপনি অসুস্থ। এর কারণ কি সম্রাট ?

শশাঙ্ক। রুদ্রদাম, দেহের কোন স্থানে একটা কাঁটা ফুটলে—অন্য একটা কাঁটা দিয়ে সে কাঁটা তুলতে হয়। আমাদের বুকে পিঠে কাঁটা ফুটে আছে। তা ভুলে যেও না। অনর্থক রক্তপাত করে এখন আমার শক্তি ক্ষয় করতে চাই না।

ভীষ্ম। আমি এখানে এসে শুনলাম,—বাঙলার সৈন্যরা যুদ্ধ করবার জন্য দিনদিন অধৈর্য্য হয়ে উঠছে। তারা বলছে,—সম্রাট কি আমাদের চিরকাল এমনি বসিয়ে রাখবার জন্য সুদূর বাঙ্গলা দেশ থেকে এই কান্যকুব্জে নিয়ে এলেন ?

শশাঙ্ক। যান ভীষ্মদেব ! তাদের আপনি বলুন গিয়ে যে, তাদের সম্রাট নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে না। শীঘ্রই তারা আমার আদেশ জানতে পারবে। [ভীষ্মদেবের প্রস্থান]

(যুদ্ধের কোলাহল বৃদ্ধি পায়। দ্রুতগতিতে সেনানীর পুনঃ প্রবেশ)

সেনানী। সম্রাট ! রাজ্যবর্দ্ধনের প্রচণ্ড আক্রমণে আমাদের পরম মিত্র মালবরাজ দেবগুপ্ত নিদারুণভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। তিনি আকুলভাবে আমাদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন।

শশাঙ্ক। আকুলভাবে —

সেনানী। হ্যাঁ সম্রাট। এই মুহূর্ত্তে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে যদি মালবরাজকে আমরা সাহায্য না করি, তাহলে তাঁর পরাজয় অনিবার্য্য।

শশাঙ্ক। আজকের দিনটা আমায় একটু ভাবতে দাও।

[সেনানীর প্রস্থান]

রুদ্র। সম্রাট! মালবরাজকে সাহায্য করতে সুদূর বাঙলা দেশ থেকে আমরা এই কান্যকুব্জের রণক্ষেত্রে সমবেত হয়েছি। আমাদের বিশ সহস্র সৈন্যের বিপুল ব্যয়ভার সমস্তই মালবরাজ বহন করছেন। ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ আমাদের মিত্র মালবরাজকে সাহায্য করতে আমরা বাধ্য।

শশাঙ্ক। উপদেশ শুনতে চাই না রুদ্রদাম। যাও যুদ্ধের গতি নিরীক্ষণ কর গিয়ে। [রুদ্রদামের প্রস্থান]

শুধু উপদেশ আর অনুরোধ! অনুরোধ আর উপদেশ!

(যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রবল কলরব ও আর্ত্তনাদ ভাসিয়া আসে)

(দ্রুতগতিতে ভীষ্মদেবের পুনঃ প্রবেশ)

ভীষ্ম। সম্রাট! সম্রাট! ঐ মালবসৈন্যেরা আর্ত্তনাদ করছে। আমি নতজানু হয়ে আজ মানবতার নামে, ধর্ম্মের নামে, দেশের নামে—আমাদের মিত্র মালবরাজকে সাহায্য করতে আপনার কাছে সৈন্য ভিক্ষা চাইছি।

শশাঙ্ক। ভীষ্মদেব, আপনারা চিরদিন অতিরিক্ত প্রেম বিলিয়ে,—আর আদর্শবাদের রাজনীতি করে সমস্ত বাঙলা দেশটাকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিয়েছেন।

ভীষ্ম। এই কি আপনার রাজধর্ম্ম?

শশাঙ্ক। রাজধর্ম্ম আর রাজনীতি এক নয় বৃদ্ধ!

ভীষ্ম। বন্ধুর সঙ্গে ছলনা, এই মিথ্যাচার, এই শঠতা—

শশাঙ্ক। হ্যাঁ, বর্ত্তমান যুগে এইগুলিই রাজনীতির অঙ্গ।

(রুদ্রদামের পুনঃপ্রবেশ)

রুদ্র। সম্রাট! রাজ্যবর্দ্ধনের প্রচণ্ড আক্রমণে আমাদের মিত্র মালবরাজ দেবগুপ্ত প্রাণ হারিয়েছেন।

ভীষ্ম। (অস্ফুট আর্ত্তনাদ) উঃ মহাকাল !

রুদ্র। সমস্ত মালব সৈন্য ছত্রভঙ্গ। সসৈন্যে রাজ্যবর্দ্ধন কান্যকুব্জে রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

শশাঙ্ক। ভীষ্মদেব, মালবরাজ পূর্ব্বেই কান্যকুব্জের ঐ রাজপ্রাসাদ জয় করে, সমগ্র কান্যকুব্জের উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আমাদের পরম মিত্র মালবরাজ আজ যখন নিহত, তখন তাঁর অধিকার আমাদেরই রক্ষা করতে হবে।

ভীষ্ম। (আশ্চর্য্যভাবে) সম্রাট !

শশাঙ্ক। আশ্চর্য্য হয়ে আমার মুখের দিকে কি দেখছেন ভীষ্মদেব ? রাজ্যবর্দ্ধনকে কান্যকুব্জের রাজপ্রাসাদ আপনি অধিকার করতে দেবেন না। চম্পার বন থেকে আনা আমাদের অতিকায় মত্ত হস্তীগুলিকে ওদের মধ্যে ছেড়ে দিন। রাজ্যবর্দ্ধনের সমস্ত সৈন্যকে দলিত মথিত করুক। আর সেই দলিত মথিত সৈন্যদের উপর আমাদের তাজা সৈন্য নিয়ে আপনি বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ুন। যান। [ভীষ্মদেবের প্রস্থান]

শশাঙ্ক। রুদ্রদাম !

রুদ্র। আদেশ করুন সম্রাট !

শশাঙ্ক। মালব রাজধানী উজ্জয়িনীকে আমাদেরই রক্ষা করতে হবে। দক্ষ সেনানায়কের অধীনে দশ সহস্র দ্রুতগামী অশ্বারোহী বিদ্যুৎ বেগে মালব রাজধানীতে পাঠিয়ে দাও। মালব রাজপ্রাসাদে মহাকাল লাঞ্ছিত বাঙলার এই জাতীয় পতাকা তারা সগৌরবে উড্ডীন করুক।

[রুদ্রদামের হস্তে পতাকা দিলেন। পতাকা লইয়া রুদ্রদামের দ্রুত প্রস্থান]

কে আছিস ?

(একজন সৈনিকের প্রবেশ)

গৌড়ের নটী শ্রেষ্ঠা মালবিকা। [সৈনিকের প্রস্থান]

(বিপরীত দিক হইতে বল্লভার প্রবেশ)

বল্লভা। দাদা! যুদ্ধ তা হলে শেষ হোল !

শশাঙ্ক। শেষ ?

বল্লভা। নয়তো কি ! মালবরাজ রাজ্যশ্রীর স্বামীকে বধ করেছিল। সেই মালবরাজকে নিহত করে রাজ্যবর্দ্ধন প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে কারাগার থেকে মুক্ত করে রাজ্য-বর্দ্ধন এবার স্থানীশ্বরে ফিরে যাবেন ! তাই তো বলছিলাম যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল !

শশাঙ্ক। না বল্লভা ! আজ থেকে এক বৃহত্তর যুদ্ধের মধ্যে আমরা জড়িয়ে পড়লাম ! কান্যকুব্জের রাজপ্রাসাদ অধিকার করতে আমি ভীষ্মদেবকে পাঠিয়েছি। তুই সর্ব্বাগ্রে কান্যকুব্জের রাজপ্রাসাদে গিয়ে এখুনি রাজ্যশ্রীকে মুক্ত কর। [বল্লভার প্রস্থান]

এইবার রাজ্যবর্দ্ধন ! রাজ্যবর্দ্ধন !

(গৌড়ের নটীশ্রেষ্ঠা মালবিকার প্রবেশ)

গৌড়ের সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা মালবিকা ! তোমার ঐ তনুদেহের অপূর্ব্ব নৃত্য হিন্দোলে, চটুল কটাক্ষে, বুকের মাঝে জ্বালিয়ে তুলতে হবে সর্ব্বগ্রাসী কামনার অগ্নিশিখা.........

মালবিকা। সম্রাট !

শশাঙ্ক। এসো আমার সঙ্গে। [মালবিকাসহ প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[গৌড়ের রাজপ্রাসাদ]

(কৈলাস, শ্রেষ্ঠী মণিকণ্ঠ, চক্রপাণি ও নরসিংহের প্রবেশ)

কৈলাস। না-না। যুবরাজ মাধব এখন কর্ণসুবর্ণে সপ্তাহকাল অবস্থান করছেন, আসুন আপনারা। আসন গ্রহণ করুন।

চক্র। আমাদের সমস্ত কথা মহারাণীকে তুমি বলেছিলে তো কৈলাস?

কৈলাস। আজ্ঞে হ্যাঁ! সব কথাই মহারাণীকে বলেছি। তাইতো তিনি আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

মণি। আচ্ছা তুমি তাঁকে সংবাদ দাও।

কৈলাস। কিন্তু এ বুড়ো বয়সে আমার একটা ব্যবস্থা—

চক্র। আবার যদি রাজক্ষমতা আমরা হস্তগত করতে পারি কৈলাস, তোমার ভবিষ্যতের জন্য একটা ভাল ব্যবস্থা আমরা করে দেব। তুমি যাও, মহারাণীকে সংবাদ দাও। [কৈলাসের প্রস্থান]

নর। আশ্চর্য্য মনুষ্য চরিত্র! অথচ এই কৈলাসই দু'মাসের শিশু শশাঙ্ককে বুকে করে মানুষ করেছিল! সেই আজ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে আমাদের প্রধান সহায় হয়ে উঠেছে!

চক্র। কৈলাসের আর অপরাধ কি বলুন? চিরকাল শশাঙ্কের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করলে। তার এই শেষ বৃদ্ধ বয়সে সে কি পেল?

মণি। রাজপ্রাসাদের সমস্ত রক্ষী এবং সৈন্যদের প্রচুর উৎকোচ দানে বশীভূত করতে হবে। মানে অর্থ-মূল্যে ওদের আনুগত্য এখন আমাদের ক্রয় করতে হবে।

চক্র। কিন্তু অত অর্থ—

মণি। অর্থের জন্য আপনি ভাববেন না দেব চক্রপাণি।

চক্র। (মণিকণ্ঠের হাত ধরিয়া) যদি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারি আপনার ঋণের কথা আমি জীবনে বিস্মৃত হবো না। চির-কালের জন্য বাঙলা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের একাধিপত্য আপনাকে প্রদান করবো শ্রেষ্ঠীরাজ !

মণি। তা হলেই আমি ধন্য হবো দেব চক্রপাণি।

নর। কিন্তু আমি ভাবছি, শশাঙ্ককে অপসারিত করে যদি মাধবকে আমরা সিংহাসনে বসাই, তাহলে আমরা, কি খুব লাভবান হবো শ্রেষ্ঠীরাজ ? মাধব যে ভবিষ্যতে আবার দ্বিতীয় শশাঙ্ক হয়ে উঠবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি ?

চক্র। আমাদের আসল উদ্দেশ্য রাজক্ষমতা আবার হস্তগত করা।

মণি। তারপর সুরাপায়ী ঐ মাধবকে সিংহাসন থেকে অপসারিত করতে বেশী দিন সময় লাগবে না।

(কৈলাসসহ মহারাণী জাহ্নবীর প্রবেশ)

জাহ্নবী। কৈলাসের মুখে আপনাদের সব কথাই আমি শুনেছি।

চক্র। শশাঙ্ককে অপসারিত করে আমরা আপনার পুত্র মাধবকে সিংহাসনে বসাব ঠিক করেছি। কিন্তু তার পূর্ব্বে আপনাকে আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হতে হবে মহাদেবী !

জাহ্নবী। বলুন কি আপনাদের প্রস্তাব !

মণি। মাধব শুধু নিয়মতান্ত্রিক রাজা হবেন।

কৈলাস। মানে এঁরা তিনজনই সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করবেন। তা মন্দ কি ! মাধবের কোন দায়িত্ব থাকবে না।

জাহ্নবী। কিন্তু আমি ভাবছি, মাধব কি এ প্রস্তাবে সম্মত হবে ?

মণি। ভয় নেই মহারাণি! আমরা আপনার নির্দ্দেশ অনুযায়ী মাধবকে রাজকার্য্য পরিচালনায় সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করবো।

জাহ্নবী। বেশ তাই হবে। কিন্তু যা করবার তাড়াতাড়ি করবেন। শশাঙ্ক যে কোন মুহূর্ত্তে বাঙলায় ফিরে আসতে পারে।

মণি। না মহারাণী, উপস্থিত সে আশঙ্কা নেই। শশাঙ্ক আর্য্যাবর্ত্তের যুদ্ধে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, বাঙলার দিকে দৃষ্টি দেবার তার এখন অবসর নেই।

জাহ্নবী। এক সপ্তাহ আগে বিশেষ রাজকার্য্যে মাধব কর্ণসুবর্ণে গেছে! আজ সন্ধ্যায় সে ফিরে আসবে।

চক্র। কোন চিন্তা করবেন না মহারাণী। আপনার পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আগে থেকেই সব ব্যবস্থাই আমরা ঠিক করে রেখেছি।

জাহ্নবী। আমি যাই! মহাকালের পূজার আয়োজন করি গিয়ে।

মণি। হ্যাঁ! তাই যান। এদিকে আমরাও আপনার পুত্রের পূজার আয়োজন করছি। [জাহ্নবীর প্রস্থান]

সেনাপতি নরসিংহ! এখন ঝড়ের গতিতে আমাদের কাজ করতে হবে! প্রতিটি মুহূর্ত্ত মূল্যবান।

নর। পূর্ব্বের ব্যবস্থা অনুযায়ী কামরূপের সেনাপতি হংসবেগ রণতরীতে দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছে!

মণি। এই মুহূর্ত্ত থেকে ঐ কামরূপের সৈন্যদের দ্বারা গৌড়ের মাঝে হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহের এক বিভীষিকার সৃষ্টি করতে হবে। যাতে শশাঙ্কের অনুরক্ত জনসাধারণ তার উপর সমস্ত নির্ভরতা হারিয়ে ফেলে।

চক্র। মহাকাল মন্দিরের পূজারী ভৈরবাচার্য্যকে আগে শৃঙ্খলিত করুন

দেব নরসিংহ! যুবরাজ মাধব আজ সন্ধ্যায় গৌড়ের এ প্রাসাদে ফিরে এলেই, তার জীবনের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে আজই এই রাজপ্রাসাদে তাকে বন্দী করুন।

মণি। আর হাতে পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে বিশ্বাসঘাতক এই কৈলাসকে কারাগারে নিক্ষেপ করুন।

কৈলাস। সে কি! আমি আপনাদের জন্য এত করলাম! আর আপনারা শেষে কিনা আমাকে—

মণি। যে মাতৃহারা দু'মাসের শিশু শশাঙ্ককে পুত্রাধিক স্নেহে তুমি বুকে করে মানুষ করেছো, তাকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্যে তোমার অপূর্ব্ব অভিনয়ে আর সবাই প্রতারিত হতে পারে কিন্তু ব্যবসায়ী মণিকণ্ঠ প্রতারিত হবে না। শশাঙ্কের গুপ্তচর দু'মুখো সাপ—তুমি আমাদের বন্দী।

(নরসিংহ কৈলাসকে বন্দী করিল)

৭ম দৃশ্য

[কান্যকুব্জের রণক্ষেত্র। স্থানীশ্বর শিবির। রাত্রিকাল। স্থানীশ্বর সম্রাট রাজ্যবর্দ্ধন অশান্ত ভাবে পদচারণ করিতেছেন ও মাঝে মাঝে মদ্য পান করিতেছেন। একজন সৈনিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করে]

রাজ্য। ভগ্নি রাজ্যশ্রীর সংবাদ ?

সৈনিক। এমনও পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পাইনি সম্রাট !

রাজ্য। দূর হও ! [সৈনিকের প্রস্থান]

আশ্চর্য্য ! এখনও পর্য্যন্ত রাজ্যশ্রীর কোন সংবাদই আমি পেলাম না ?

(অপর একজন সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। সম্রাট !

রাজ্য। রাজ্যশ্রীর কোন সংবাদ পেয়েছো ?

সৈনিক। না সম্রাট !

রাজ্য। দূর হও ! যত অপদার্থের দল। [সৈনিকের প্রস্থান]

(সেনাপতি সিংহনাদের প্রবেশ)

রাজ্য। দেব সিংহনাদ !

সিংহ। আপনি শান্ত হোন সম্রাট ! দেবী রাজ্যশ্রীর সংবাদের জন্য চারিদিকে আমি গুপ্তচর পাঠিয়েছি। আমি বলছি রাজ্যশ্রী তাঁর প্রাসাদেই আছেন।

রাজ্য। দেবগুপ্তের শিবিরের সমস্ত লুণ্ঠিত সামগ্রী স্থানীশ্বরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন দেব সিংহনাদ ?

সিংহ। হ্যাঁ সম্রাট। দেবগুপ্তের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক কান্যকুব্জের রাজপ্রাসাদ অধিকার করেছেন।

রাজ্য। শশাঙ্ক আমার মাতুল পুত্র—আমার পরম আত্মীয়। শশাঙ্কের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েই দেবগুপ্ত কান্যকুব্জ আক্রমণ করতে সাহস করেছিল।

সিংহ। সে কথা সত্য সম্রাট!

রাজ্য। শশাঙ্কের জন্যই আজ রাজ্যশ্রী বিধবা! অভাগিনী ভগ্নি আমার! আজ রাত্রেই কি কান্যকুব্জের রাজপ্রাসাদ অধিকার করা যায় না দেব সিংহনাদ ?

সিংহ। কয়েক দিনের যুদ্ধে আমাদের সৈন্যরা অত্যাধিক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে! তার উপর বাঙলার অতিকায় মত্ত হস্তীদের আক্রমণে আমাদের বহু সৈন্য দলিত হয়ে আহত হয়ে পড়েছে! বাঙলার তাজা সৈন্যরা বিপুল শক্তিতে শক্তিবান!

রাজ্য। বেশ। তা হলে কাল প্রভাতেই আমরা অর্দ্ধ লক্ষ সৈন্য নিয়ে কান্যকুব্জের এই রণক্ষেত্রে দুরাত্মা শশাঙ্কের সমাধি রচনা করবো।

(দুইজন সৈন্যের বহ্নি ও মালবিকাকে লইয়া প্রবেশ)

বহ্নি। সম্রাট! (অভিবাদন করে)

রাজ্য। একি বহ্নি! দেবী মিত্রবিন্ধ্যার সহচরী, তুমি এখানে ?

বহ্নি। দেবী রাজ্যশ্রীর সঙ্গে স্থানীশ্বর থেকে আমি কান্যকুব্জে এসেছিলাম।

রাজ্য। রাজ্যশ্রী এখন কোথায়? কেমন আছে আমার অভাগিনী ভগ্নী ? বলো, বলো বহ্নি!

বহ্নি। দেবী রাজ্যশ্রী ভালই আছেন সম্রাট। নিজের প্রাসাদেই তিনি আছেন।

রাজ্য। রাজ্যশ্রী কি বন্দিনী ?

বহ্নি। না সম্রাট! গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক, দেবী রাজ্যশ্রীর স্বাধীনতায় কোন হস্তক্ষেপ করেন নি।

রাজ্য। আঃ বড় নিশ্চিন্ত করলে আমায় বহ্নি! বড় নিশ্চিন্ত করলে।

(পর পর কয়েক পাত্র মদ্য পান)

রাজ্য। কিন্তু এ কে ? (সৈনিকের প্রতি) কেন একে বন্দিনী করলে ?

সৈনিক। সম্রাট এ শশাঙ্কের গুপ্তদূতী।

রাজ্য। গুপ্তদূতী—

বহ্নি। না সম্রাট, আমি এর মুখে পরিচয় পেয়েছি, এ গুপ্তদূতী নয়।

রাজ্য। তবে ?

বহ্নি। এ নারী গৌড়ের শ্রেষ্ঠা নটী দেবী মালবিকা। গৌড়েশ্বরের সঙ্গে এ কান্যকুব্জে এসেছিল। আজ সন্ধ্যায় নগর ভ্রমণকালে আপনার সৈন্যরা একে দেখতে পেয়ে বন্দিনী করে নিয়ে এসেছে।

রাজ্য। বটে, তুমিই তাহলে গৌড়ের নটীশ্রেষ্ঠা দেবী মালবিকা। তাহলে আমাকে তোমার নৃত্য দেখাও সুন্দরী !

মালবিকা। ক্ষমা করবেন সম্রাট! জানেন তো নটী কখনো বিনা মূল্যে তার নৃত্য দেখায় না।

রাজ্য। মূল্য! বেশ যদি তোমার নৃত্য দেখে সন্তুষ্ট হই—তাহলে বল কি মূল্য তুমি চাও ? অর্থ—আভরণ—রাজ সম্মান—

মাল। না সম্রাট! আপনাকে যদি এ অভাগিনী নৃত্যছন্দে নন্দিত করতে পারে তবে তার প্রাপ্য মূল্য মুক্তি।

রাজ্য। বেশ আমি কথা দিচ্ছি, দেবো তোমায় মুক্তি! কিন্তু তার আগে আমি দেখতে চাই গৌড়ের শ্রেষ্ঠা নটী মালবিকা কেমন নাচ নাচে!

[রাজ্যবর্দ্ধন সকলকে যাইতে ইঙ্গিত করেন। সিংহনাদ ও সৈন্যগণের প্রস্থানের পর, মালবিকা নৃত্য আরম্ভ করে। তার অপূর্ব্ব লাস্য নৃত্যে, মত্ত রাজ্যবর্দ্ধন ক্রমে ক্রমে কামনায় উন্মাদ হইয়া উঠিতে থাকেন। দুবাহু দিয়া মালবিকাকে নিজের বক্ষে চাপিয়া ধরিতে অগ্রসর হইতে থাকেন।···সুযোগ বুঝিয়া বহ্নি গবাক্ষের দ্বার খুলিয়া দিয়া প্রদীপ লইয়া আলোর সঙ্কেত পাঠায়।...মালবিকা এক সময় রাজবর্দ্ধনের দু'বাহুর মধ্যে ধরা দিল। রাজ্যবর্দ্ধন জয়ের আনন্দে আত্মহারা হইয়া মালবিকাকে নিজের বক্ষমাঝে চাপিয়া ধরিলেন। মালবিকা অতি কৌশলে, কটিদেশে লুকায়িত ছুরিকা লইয়া প্রচণ্ডভাবে রাজ্যবর্দ্ধনের বুকে আঘাত করে। রাজ্যবর্দ্ধন চিৎকার করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন।]

রাজ্য। কাল ভুজঙ্গিনী!

[দ্রুতগতিতে স্থানীশ্বরের কয়েকজন সৈন্য প্রবেশ করা মাত্রই গবাক্ষ দ্বার দিয়া সসৈন্যে শশাঙ্ক ও রুদ্রদাম লাফাইয়া পড়িলেন ও স্থানীশ্বর সৈন্যদের হত্যা করিলেন]

শশাঙ্ক। মালবিকা আর বহ্নি, তোমরা দু'জনে অসাধ্য সাধন করেছো! রুদ্রদাম!

রুদ্র। সম্রাট!

শশাঙ্ক। দামামা ধ্বনিতে স্থানীশ্বর শিবিরে ঘোষণা করে দাও 'স্থানীশ্বর সম্রাট রাজ্যবর্দ্ধন নিহত'!

রুদ্র। সম্রাট!

শশাঙ্ক। এই ঘোষণায় স্থানীশ্বর সৈন্যদের মধ্যে যে চাঞ্চল্য আর হতাশার সৃষ্টি হবে, সেই সুযোগ নিয়ে, তুমি দুর্ব্বার গতিতে স্থানীশ্বর শিবির আক্রমণ করো! ধ্বংস করো স্থানীশ্বরের সমস্ত সৈন্য। চূর্ণ করো আর্য্যাবর্ত্তে স্থানীশ্বরের প্রভুত্ব।

রুদ্র। আপনি ?

শশাঙ্ক। আমি চল্লাম কান্যকুব্জের রাজপ্রাসাদে—দেবী রাজ্যশ্রীকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করতে। [শশাঙ্কের প্রস্থান]

৮ম দৃশ্য

[কান্যকুব্জ রাজপ্রাসাদের একটি নির্জ্জন কক্ষ। একটি আসনে রাজ্যশ্রী বসিয়া আছেন, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে বল্লভা]

বল্লভা। মালবের যে সেনাপতি তোমায় বন্দী করেছিল, দাদা তাকে কঠোর শাস্তি দিয়েছে রাজ্যশ্রী।

রাজ্যশ্রী। শশাঙ্কের মহৎ উদারতায় কারাগার থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি বল্লভা! শশাঙ্ককে আমার শ্রদ্ধা জানিও।

বল্লভা। আমি আসি ভাই ; দাদাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। [বল্লভার প্রস্থান]

[কিছুক্ষণ পরে অতি দীন বেশে ধীরে ধীরে শশাঙ্কের প্রবেশ। শশাঙ্ক রাজ্যশ্রীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। নির্ব্বাক ভাবে দু'জনে পরস্পরকে দেখিতে থাকেন।...]

শশাঙ্ক। কেমন আছো রাজ্যশ্রী ?

রাজ্যশ্রী। খু-ব ভালো আছি।

শশাঙ্ক। আমার অনুরোধ, কান্যকুব্জের সিংহাসনে বসে এ রাজ্য আবার তুমি পরিচালিত করো দেবী!

রাজ্যশ্রী। আমি বসবো সিংহাসনে?

শশাঙ্ক। তুমি সিংহাসনে বসবে, তরবারি হাতে নিয়ে তোমারই পাশে আমি চির জাগ্রত প্রহরী হয়ে থাকবো। এই ছিল অতীতে তোমার সঙ্গে আমার সর্ত্ত।

রাজ্যশ্রী। অতীতের সব কথা আজ ভুলে যাও শশাঙ্ক।

শশাঙ্ক। অতীতের সব কিছু ভুলবার জন্যে আর্য্যাবর্ত্তের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত—সব বাধা বিপত্তি দলে পিষে উল্কার বেগে আমি ছুটে চলেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো রাজ্যশ্রী। একটা দিনের জন্যও আমার প্রথম যৌবনের প্রথম প্রণয়,···তোমাকে আমি ভুলতে পারিনি।

রাজ্যশ্রী। শশাঙ্ক!

শশাঙ্ক। তন্দ্রার মাঝেও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে···তোমার ঐ ললিত লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি।

রাজ্যশ্রী। শশাঙ্ক! তুমি আজও অনিদ্রার মাঝে রাত্রি অতিবাহিত করো? তাই দেখছি বটে তোমার চোখের কোণে কালি মিশে গেছে।

শশাঙ্ক। [ম্লান হাসিয়া] নন্দীর মত আমি যেন মহাকালের চির জাগ্রত প্রহরী, যুগ যুগান্তর ধরে এ বসুধা ধরিত্রীর প্রাণ স্পন্দন কান পেতে শুনে চলেছি।

রাজ্যশ্রী। কিন্তু, তোমার কৈশোরের চির সাথী সে রাজ্যশ্রী মরে গেছে শশাঙ্ক! তাকে আর ফিরে পাবে না। তুমি তোমার দেশের এক মাত্র আশা তা যেন ভুলে যেওনা শশাঙ্ক।

শশাঙ্ক। আমি কোন কালে আমার দেশের আধিপত্য চাইনি। নিঃশেষে ক্ষয় হয়ে গেলো আমার মানব জন্ম। আমি ফিরে পেতে চাই আমার সেই অতীত আনন্দকে। আমাদের বিগত আনন্দময় দিন রাত্রিগুলির কথা তোমার মনে পড়ে রাজ্যশ্রী ?

রাজ্যশ্রী। বাল্যের সে সব মধুর স্মৃতি জীবনে ভোলা যায় না শশাঙ্ক।

শশাঙ্ক। মনে পড়ে, কতো পূর্ণিমার রাত্রে আমরা যেতাম সেই পাহাড়ের উপর। অজস্র ধারায় ঝরে পড়তো ঝর্ণার বিরাম বিহীন সঙ্গীত।

(ক্রমে ক্রমে রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইয়া যায়। সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে শশাঙ্কের কণ্ঠস্বর শোনা যায়)

শশাঙ্ক। সে তো বেশী দিনের কথা নয় রাজ্যশ্রী। দশ বছর আগে··· মাত্র দশ বছর আগে স্থানীশ্বরে—ঘন নীল পাহাড়ের ছায়ায় বসে সেদিন এক রাখাল ছেলে বাঁশের বাঁশী বাজাচ্ছিল !

[পূর্ব্ব হইতে অন্ধকারের মধ্যে পাহাড়ের দৃশ্য সাজান থাকে। রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইয়া যাওয়া মাত্রই শশাঙ্ক ও রাজ্যশ্রী কয়েক পদ পশ্চাতে হটিয়া যাইবে। আলো জ্বলিয়া উঠিলে দেখা যায় একটি নীল রঙের পাহাড়ের সানুদেশে শশাঙ্ক ও রাজ্যশ্রী বসিয়া আছে। রাজ্যশ্রী ও শশাঙ্কের হাতে নীলা কমল। নেপথ্য হইতে বাঁশের বাঁশীর সুর ভাসিয়া আসিতেছে। একই দৃশ্যে ভিন্নরূপ আলোকপাতে তাহাদের পোষাকের রঙের পরিবর্ত্তন হইবে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ শোভা পাইতেছে।]

শশাঙ্ক। আজ থেকে দশ বছর পরে আমরা কোথায় থাকবো রাজ্যশ্রী ?

রাজ্যশ্রী। এমনি করে চিরকাল তোমার পাশেই আমি থাকবো প্রিয়তম!

শশাঙ্ক। কিন্তু তোমার পিতা, স্থানীশ্বর সম্রাট যদি আমাদের বিবাহে সম্মতি না দেন ?

রাজ্যশ্রী। তাহলে লোকালয় ছেড়ে আমরা চলে যাবো বহু দূরদেশে, পাহাড় ঘেরা এমনি এক বনতলে—যেখানে অজস্র ধারায় ঝরে পড়বে ঝর্ণার বিরাম বিহীন সঙ্গীত। নিম্নে বয়ে যাবে কুলু-কুলু শব্দে ক্ষীণা তটিনী,…নাম না জানা কত পাখী কলকাকলীতে আমাদের বন্দনা গীতি গাইবে। সেখানে বিশ্বসংসার লুপ্ত হয়ে গেছে! সে জগতে আর কেউ নেই শুধু তুমি আর আমি!

শশাঙ্ক। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি যদি আমাদের দু'জনের মাঝে ব্যবধান রচনা করে? তখন…তখন কি হবে রাজ্যশ্রী?

রাজ্যশ্রী। যদি পারিপার্শ্বিক বন্ধনে তোমার কাছে আমি না আসতে পারি, আমি যেখানে থাকি না কেন, তুমি আমায় জয় করে নিয়ে আসবে শশাঙ্ক!

শশাঙ্ক। রাজ্যশ্রী!

রাজ্যশ্রী। হ্যাঁ! আমি শুধু তোমার আর কারও নই প্রিয়তম!

(শশাঙ্কের বুকে মাথা রাখিলেন। একখানি মেঘ পূর্ণিমার চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিল। ক্রমে ক্রমে অন্ধকার নামিয়া আসিল)

রাজ্যশ্রী। পূর্ণিমার এমন চাঁদের হাসিকে মেঘে ঢেকে দিল! অন্ধকার—চারিদিক থেকে অন্ধকার নেমে আসছে প্রিয়তম!

শশাঙ্ক। আসুক নেমে অন্ধকার! তাতে ভাবনা কি প্রিয়ে? তুমি আছ আমি আছি, আঁধারের মাঝখান থেকে ভেসে আসছে রাখাল ছেলের বাঁশীর সুর।

(ক্রমে অন্ধকারে সব ঢাকিয়া যায়। শশাঙ্ক ও রাজ্যশ্রী অন্ধকারের মধ্য হইতে আবার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসে।)

রাজ্যশ্রী। কিন্তু সে রাজ্যশ্রীও আজ নেই, সে শশাঙ্কও আজ নেই।

শশাঙ্ক। নেই কেন রাজ্যশ্রী ?

রাজ্যশ্রী। সেদিনের ফেলে আসা সব স্মৃতির কথা আজ আমি ভুলে যেতে চাই শশাঙ্ক! দুর্ভাগ্য নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম। তাই এ জীবনে কাউকে আমি পেলাম না! জীবনের উপর আর আমার কোন আকর্ষণ নেই।

শশাঙ্ক। রাজ্যশ্রী!

রাজ্যশ্রী। বিন্ধ্যারণ্যে আত্মহত্যা করে আমার দুর্ভাগ্যের প্রায়শ্চিত্ত করবো।

শশাঙ্ক। রাজ্যশ্রী, নিজেকে এবং অপরকে বঞ্চনা করার মত পাপ জগতে আর নেই! চলো, আমরা চলে যাই কোন বহু দূর দেশে। পড়ে থাক পিছনে রাজত্ব, সম্মান, দেশজোড়া এই মিথ্যা খ্যাতি। চলো আবার আমরা ফিরে যাই, প্রথম যৌবনের মত সেই পাহাড় ঘেরা বনতলে!

রাজ্যশ্রী। না! না! ও কথা বলো না শশাঙ্ক! আমি কান্যকুব্জের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের মহারাণী। আজ আমি বিধবা। যুগ-যুগান্তরের সংস্কারের শৃঙ্খলে আমি আবদ্ধ। ও কথা শোনাও আজ আমার পক্ষে মহাপাপ।

শশাঙ্ক। তুমি চিরদিন শুধু কি আমার কল্পলোকের স্বপ্ন-সঙ্গিনী হয়ে থাকবে? মর্ত্ত্যের মানবীরূপে তুমি কি কখনও আমায় ধরা দেবে না রাজ্যশ্রী ?

রাজ্যশ্রী। আমার এই মাটীর দেহকে তুমি যদি কামনা করে থাক শশাঙ্ক, তাহলে চিতার আগুনে এ দেহকে পুড়িয়ে ছাই করে দেব। মর্ত্ত্যের মানবীরূপে তোমার কাছে ধরা দেবার কল্পনাও

আজ আমার পক্ষে মহাপাপ। তার চেয়ে এই দেহটাকে আমি আগুনে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেব।

শশাঙ্ক। না-না! তা করনা রাজ্যশ্রী! তার চেয়ে আমিই চলে যাব দূরে—বহুদূরে। অম্লান শুভ্র কুসুমের মত তুমি বিকশিত হয়ে থাক স্বমহিমায়। তোমার মাধবী-নিকুঞ্জ আমার কামনার ছায়া স্পর্শে আর কখনও কলুষিত হতে দেব না।

রাজ্যশ্রী। না-না—আমি পালাই।

[প্রস্থানোদ্যত হইয়া পরে ফিরিয়া আসিলেন]

পৃথিবীতে তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা।

শশাঙ্ক। শেষ দেখা!

রাজ্যশ্রী। হ্যাঁ। যাবার বেলায় তোমার কাছে আমার অনুরোধ, চির জীবনের মত তুমি আমায় ভুলে যেও···ভুলে যেও শশাঙ্ক।

[দ্রুত প্রস্থান]

শশাঙ্ক। রাজ্যশ্রী! রাজ্যশ্রী!···বেশ তুমি যাও। মহাকালের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি যেন শান্তি পাও।

(শশাঙ্ক যেন সর্ব্বস্ব হারাইয়া রাজ্যশ্রীর পরিত্যক্ত আসনে বসিয়া পড়িলেন। বল্লভার প্রবেশ)

বল্লভা। দাদা...

শশাঙ্ক। আমার সামনে দিয়ে জীবনের কত সমারোহ···কত শোভা এলো আবার চলে গেল—কিন্তু কেউ তো আমায় কাছে ডাকলে না বল্লভা।

বল্লভা। দাদা! মহানায়ক সম্রাট শশাঙ্ক। তোমার এ দুর্ব্বলতা সাজে না।

শশাঙ্ক। কিন্তু আমিও মানুষ! রক্ত মাংসের মানুষ বল্লভা। আমি ভালবাসতে চাই…ভালবাসা পেতে চাই। কিন্তু কেউ তো আমায় ভালবাসতে পারলে না। কেন পারলে না বল্লভা?

বল্লভা। কি দুর্ভাগ্য নিয়েই না তুমি জন্মগ্রহণ করেছিলে দাদা। সব থাকতেও আজ তুমি সর্ব্বহারা। রাজ্যশ্রীর পাঁচ বছরের স্মৃতি সারা জীবন ধরে অমর হয়ে রইলো তোমার মর্ম্মলোকে। তাই এ জগতে কোন নারীকেই আর তুমি ভালবাসতে পারলে না!

শশাঙ্ক। তাই তো আমার ইষ্টদেব মহাকালের পায়ে প্রতিদিন আমি প্রার্থনা জানাই—নির্ম্মম দেশাচার আর সমাজের কঠোর পারিপার্শ্বিক বাঁধনে, আমার যে প্রেয়সীকে, এ জীবনে পেলাম না, পরজন্মে যদি মানুষ হয়ে আবার এ ধরায় ফিরে আসি তবে আমার এ-জন্মের প্রিয়াকে যেন পরজন্মে আমার চিরকালের সহধর্ম্মিণীরূপে পাই।

(ভীষ্মদেবের প্রবেশ)

ভীষ্ম। সম্রাট! আমাদের গুপ্তচর বাংলা থেকে বড় দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে। ভূতপূর্ব শ্রেষ্ঠী মণিকণ্ঠ মন্ত্রী চক্রপাণি, সেনাপতি নরসিংহ গৌড়ের মাঝে এক ধ্বংসের বিপ্লব বহ্নি জ্বালিয়ে তুলেছে।

(রুদ্রদামের প্রবেশ)

রুদ্র। সম্রাট! সেনাপতি হংসবেগ অগণিত সৈন্য নিয়ে বাংলা লুণ্ঠন করছে।

(কৈলাসের প্রবেশ)

কৈলাস। শশাঙ্ক—শশাঙ্ক—

শশাঙ্ক। কি সংবাদ কৈলাস দাদা?

কৈলাস। ভৈরবাচার্য্য বন্দী। আমাকেও ওরা বন্দী করেছিল। কিন্তু অতি কৌশলে আমি পালিয়ে এসেছি।

শশাঙ্ক। কিন্তু আমার মাধব, মাধবের কি সংবাদ?

কৈলাশ। জাহ্নবী দেবী আর বধূমাতা সোমা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল বলে, মাধব তাদের প্রাসাদে বন্দিনী করেছিল। কিন্তু শ্রেষ্ঠী মণিকণ্ঠ জলের মত অর্থ ব্যয় করে সমস্ত প্রাসাদ রক্ষীদের বশীভূত করেছে। আজ ঐ মণিকণ্ঠের উৎকোচেই মাধব নিজেই বন্দী হয়েছে প্রাসাদ মধ্যে।

শশাঙ্ক। মাধব বন্দী! কে? কে আমার বিরুদ্ধে এই বিপ্লবের বহ্নি জ্বালিয়ে তুলেছে কৈলাসদাদা?

কৈলাস। রাজমাতা জাহ্নবীদেবী।

শশাঙ্ক। আমার মা!

কৈলাস। তোমার বিমাতা। তাঁকে সাহায্য করেছেন রাজবধূ সোমা। শুধু তাই নয়, তোমার চির জাগ্রত মহাকালকে চূর্ণ করবার আদেশ দিয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহীরা।

শশাঙ্ক। কি? চূর্ণ করবে আমার মহাকালকে? সংহারের দেবতাকে করবে সংহার? বিশ্বাসঘাতকেরা কি মনে করেছে যে শশাঙ্ক মরে গেছে?

বল্লভা। সম্রাট শশাঙ্ক! মহাকালের মত সংহারের উগ্র মূর্ত্তিতে তুমি জ্বলে ওঠো! আজ তোমার নিজের হাতের গড়া সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে চায় স্বজাতিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকেরা।

শশাঙ্ক। বল্লভা! বল্লভা!! [অশান্তভাবে পদচারণা করেন]

বল্লভা। কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মাকে জানিয়ে দাও যে, বাঙলায়

ফেরুপাল বাস করে না। বাংলায় বাস করে চিরজাগ্রত দিগ-বিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ বাঙালী জাতি—যারা অসাধ্য সাধন করেছে,···যে জাতির মহানায়ক সম্রাট শশাঙ্ক !

ভীষ্ম। বল্লভা সত্য কথাই বলেছে সম্রাট।

বল্লভা। আর ক্ষমা নেই, দয়া নেই, অতি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর শাস্তি দাও রাষ্ট্রবিপ্লবীদের। রক্ষা করো তোমার নিরীহ প্রজাপুঞ্জকে।

শশাঙ্ক। ভীষ্মদেব ! এই মুহূর্ত্তে দশ সহস্র দ্রুতগামী অশ্বারোহী।

[ভীষ্মদেবের প্রস্থান]

রুদ্রদাম !

রুদ্র। আদেশ করুন সম্রাট !

শশাঙ্ক। রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার সংবাদ স্থানীশ্বরে পৌঁছান মাত্রই, হর্ষবর্দ্ধন প্রতিহিংসায় উন্মাদ হয়ে আমাদের আক্রমন করতে ছুটে আসবে। তুমিই তাকে প্রথমে যোগ্যভাবে সংবর্ধনা করবে।

[নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি হইতে থাকে]

বল্লভা। আমাদের অশ্বারোহী সৈন্যরা প্রস্তুত হয়েছে।

শশাঙ্ক। তবে চল বল্লভা ! উদ্দাম যৌবনের উল্কার বেগে আমাদের জন্মভূমির কোলে ছুটে চল ! পথের মাঝে অভ্রভেদী পাহাড় রচনা করে শত্রুরা যদি আমাদের গতি রুদ্ধ করে, তবে সেই অভ্রভেদী পাহাড় বিদীর্ণ করেও আমাদের গৌড়ে পৌঁছাতে হবে।

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কান্যকুব্জ রাজপ্রাসাদ।

(হর্ষবর্দ্ধন ও সিংহনাদের প্রবেশ)

সিংহ। কুমার। আমার অনুরোধ আপনি বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

হর্ষ। বিশ্রাম! দেব সিংহনাদ! আপনি বিশ্রাম গ্রহণ করতে বলছেন কাকে?

সিংহ। অপরাধ নেবেন না কুমার। আমি আপনাদের বেতনভুক্ কর্ম্মচারী সত্য। তবু—তবু শিশুকাল হতে আমি আপনাকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি। আমার অনুরোধ, আমার ভিক্ষা, আপনি এবার বিশ্রাম গ্রহণ করুন। সাতদিন ধরে অনাহারে অনিদ্রায় আপনার এ অবস্থা আমি আর সহ্য করতে পারছি না কুমার!

হর্ষ। তাই এখন আমার বিশ্রাম করা প্রয়োজন, তাই নয় দেব সিংহনাদ?

সিংহ। কুমার!

হর্ষ। শুধু কি এই হর্ষবর্দ্ধনকে আপনি আপনার বুকের ভিতরে আগলে রেখে মানুষ করেছিলেন দেব সিংহনাদ? একই স্নেহচ্ছায়ায় বর্দ্ধিত দুটী তপোবন মৃগ শিশুর মত হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে রাজশ্রীকেও কি আপনি প্রতিপালিত করেন নি? দুটীর মধ্যে একটী হরিণ শিশু দূর বনান্তে হারিয়ে গেছে। তারই আশা পথ চেয়ে যদি উচ্ছ্বসিত

ক্রন্দনকে দু' হাতে চেপে বুকের ভিতর আগলে রাখতে চাই, আপনি—আপনি কি আমায় তিরস্কার করবেন দেব সিংহনাদ?

সিংহ। না না—তিরস্কার করবো না কুমার। কিন্তু…তবু… আমার অনুরোধ, করজোড়ে আমার এই ভিক্ষা অন্তত আজকার ঐই একটি রাত্রি আপনি বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

হর্ষ। বিশ্রাম! আমি বিশ্রাম গ্রহণ করবো কান্যকুব্জের এই প্রাসাদ কক্ষে? যে প্রাসাদ সান্নিধ্যে আমার ভ্রাতার বিদেহী আত্মা চিৎকার করে বলছে, 'হর্ষবর্দ্ধন! গৌড়-ভুজঙ্গ শশাঙ্ক আমায় ছলনা করে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করেছে, তুই ঘুমোসনি হর্ষ! ওরে প্রতিশোধ নে—প্রতিশোধ নে'।

সিংহ। কুমার! কুমার!

হর্ষ। চুপ! আমি যেন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, বিগলিতা বেণী, স্রস্ত বাসা দু' নয়নে দরদর অশ্রুধারাময়ী অভাগিনী রাজ্যশ্রী দিক হতে দিগন্তরে আমারই অন্বেষণে উন্মার বেগে ছুটে বেড়াচ্ছে। বারংবার তারস্বরে ক্রন্দন করে বলছে 'প্রতিশোধ নাও ভাই, আমার স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নাও'।

সিংহ। কুমার! কুমার!

হর্ষ। দেব সিংহনাদ! কি বলছিলাম যেন? কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছি! না?

সিংহ। কুমার, আমি দিকে দিকে সতর্ক গুপ্তচর পাঠিয়েছি রাজ্যশ্রীর সন্ধান করতে। একটু ঘুমান। একটু বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

হর্ষ। হ্যাঁ! আপনার কথাই আমি মেনে নেব। আপনি যান দেব সিংহনাদ! সত্যই আমি ক্লান্ত। আজ একটু বিশ্রাম গ্রহণ করবো।

[সিংহনাদ প্রস্থান করিলে হর্ষ শয্যায় উপবেশন করিলেন।]

হর্ষ। ঘুমাব? সপ্ত রজনীর অনিদ্রা; পর্ব্বতের বোঝার মত ঘুম আমার চোখের পাতায় নেমে আসছে। ক্লান্ত দেহকে আশ্রয় করেছে যেন এক মায়া নিদ্রা! কিন্তু তবু ঘুমাতে আমার ভয় করে। না—না···আমি ঘুমাব না! সুদূর স্থানীশ্বর হতে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করতে লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে আমি ছুটে এসেছি! না···না··· আমি ঘুমাব না। আমি ঘুমালে পলাতকা রাজ্যশ্রী ফিরে এসে যদি আমায় ঘুমন্ত দেখে আবার অভিমানে ফিরে চলে যায়। কে? কে ঐ অবগুণ্ঠিতা রমণী মূর্ত্তি? রাজ্যশ্রী···রাজ্যশ্রী কি ফিরে এলি?

(সিংহনাদের পুনঃ প্রবেশ)

সিংহ। রাজ্যশ্রী নয় কুমার। বহ্নি।

হর্ষ। বহ্নি! দেবী মিত্রবিন্ধ্যার সহচরী বহ্নি?

সিংহ। হ্যাঁ কুমার।

হর্ষ। কিন্তু সে তো প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো।

সিংহ। জানি কুমার। আজ আবার ফিরে এসেছে এই কান্যকুব্জে। আমাদের প্রধানা প্রতিহারিণী ওর বস্ত্র মধ্যে লুক্কায়িত এই ছুরিকা পেয়েছে। (ছুরিকা দিল)

হর্ষ। (ছুরিকা দেখিয়া) এ কি? আশ্চর্য্য! ওকে পাঠিয়ে দিন।

[সিংহনাদের প্রস্থান]

আশ্চর্য্য! বহ্নির কাছেও শেষে এই চিহ্নিত ছুরিকা! সারাদেশ কি ছেয়ে গেছে এই চিহ্নিত ছুরিকায়?

(বহ্নির প্রবেশ)

বহ্নি !

বহ্নি। আদেশ করুন!

হর্ষ। তুমি কোথায় ছিলে এতদিন? কোথা হতে আসছ?

বহ্নি। দেবী রাজ্যশ্রীর নিকট থেকে আসছি।

হর্ষ। রাজ্যশ্রী! কোথায়? কোথায় সে?

বহ্নি। বলছি কুমার। তার আগে আমি কেন প্রাসাদ থেকে চলে গিয়াছিলাম তাতো জিজ্ঞাসা করলেন না?

হর্ষ। কেন চলে গিয়েছিলে?

বহ্নি। দেবী আমায় তিরস্কার করেছিলেন।

হর্ষ। তিরস্কার যদি করেই থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই কোন অপরাধ করেছিলে?

বহ্নি। বাগানে সুন্দর ফুল ফোটে…তার দিকে তাকিয়ে থাকা কি অপরাধ?

হর্ষ। নিশ্চয়ই নয়।

বহ্নি। তবে?

হর্ষ। তবে কি?

বহ্নি। কিছু না।

হর্ষ। তোমার ঔদ্ধত্য দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি! তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি যেন আমার সঙ্গে হেঁয়ালি করছো? এখন স্পষ্ট করে বলো কি তোমার বক্তব্য!

বহ্নি। এর চেয়ে স্পষ্ট করে বলতে মেয়েরা জানেনা কুমার। কিছু আলো, কিছু ছায়া—তারই মাঝখানে নারীর হৃদয় বনহংসার মত নৃত্য করে বেড়ায়।

হর্ষ। কাব্যের জাল রচনা করছো সুন্দরী! মুখের চেয়ে মুখর হয়ে উঠেছে তোমার দুটী ছলনাময়ী আঁখি তারকা। তরুণীর নয়ন-প্রান্তরে ও চটুল দৃষ্টিলীলা আমি বহুবার দেখেছি, ও আমার জানা আছে। ওতে হর্ষবর্দ্ধনকে ভোলাতে পারবে না সুন্দরী!

বহ্নি। আমি আপনাকে ভোলাতে চাই?

হর্ষ। হ্যাঁ। প্রমাণ চাও তার, গৌড়-ভুজঙ্গ শশাঙ্কের গুপ্তদূতী?

বহ্নি। শশাঙ্কের গুপ্তদূতী আমি?

হর্ষ। হ্যাঁ তুমি!

বহ্নি। না-না···এ আপনার মিথ্যা সন্দেহ।

হর্ষ। বেশ! তাহলে বলো কোথায় রাজ্যশ্রী?

বহ্নি। আমি জানি কিন্তু বলবো না।

হর্ষ। কি এত বড় তোমার স্পর্দ্ধা! তুমি রমণী বলে হর্ষবর্দ্ধনের হাত থেকে মুক্তি পাবে ভেব না। তোমার ঐ স্পর্দ্ধিত রসনা এখুনি যবনী প্রতি-হারিণীকে-দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে পারি জান?

বহ্নি। আমার রসনা কেটে ফেললে ক্ষতি হবে আপনারই। কারণ তাহলে আপনার ভগ্নী রাজ্যশ্রীর সন্ধান আর আপনি পাবেন না।

হর্ষ। থাক! যথেষ্ট হয়েছে। শত্রুর গুপ্তদূতী! আমাকে হত্যা করতে এসে বাক চাতুরী বিস্তার করে আমার হাত থেকে মুক্তি পাবে ভেবেছো?

বহ্নি। আমি আপনাকে হত্যা করতে এসেছি, কে বল্লে আপনাকে?

হর্ষ। কাউকে সাক্ষ্য রেখে আমায় হত্যা করতে আসবে, শশাঙ্কর গুপ্তদূতী এতখানি মূর্খ নয় তা আমি জানি। আর কেউ বলেনি সুন্দরী, বলেছেন এই ইনি।　　　[ছুরিকা লইয়া বহ্নিকে দেখাইলেন]

বহ্নি। এ ছুরিকা আমার তার প্রমাণ ?

হর্ষ। আমারই প্রধানা প্রতিহারিণী তোমার বস্ত্র মধ্যে পেয়েছে এই লুক্কায়িত ছুরিকা। তুমি যার গুপ্তদূতী, তার রাজকীয় নিদর্শন, ছুরিকায় অঙ্কিত রয়েছে এই মহাকাল মুর্ত্তি। তাকাও—চোখ তুলে তাকাও।

বহ্নি। কুমার ! কুমার ! আর আমি মিথ্যা বলবোনা। সত্যই আমি আপনার ওপর প্রতিশোধ নিতে শশাঙ্কের গুপ্তবাহিনীতে যোগ দিই। হিতা-হিত জ্ঞানশূন্য হয়ে শশাঙ্কের গুপ্তদূতীকে আমিই কৌশলে সম্রাট রাজ্যবর্দ্ধনের শিবিরে নিয়ে যাই।

হর্ষ। বহ্নি! বহ্নি!

বহ্নি। আপনাকে হত্যা করবো বলে নিজে এসেছিলাম এই প্রাসাদে, সুযোগও পেয়েছিলাম আপনাকে হত্যা করবার। কিন্তু দূর হতে আপনার মুখের পানে চেয়ে আমি সব ভুলে গেলাম…পারলাম না হত্যা করতে। হত্যা করতে এসে বন্দিনী হলাম…ডেকে আনলাম নিজের মৃত্যু।

হর্ষ। বহ্নি!

বহ্নি। শশাঙ্কের শিবির থেকে জেনেছি দেবী রাজ্যশ্রীর সন্ধান। বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে তাঁর সন্ধান দিতে পারি।

হর্ষ। বলো কোথায় সে ?

বহ্নি। কিন্তু তার আগে আপনি বলুন, যদি দেবী রাজ্যশ্রীর সন্ধান দিতে পারি আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করবেন ?

হর্ষ। হ্যাঁ করবো!

বহ্নি। যে ভিক্ষা চাইব আমাকে তা দেবেন ?

হর্ষ। হ্যাঁ! হ্যাঁ! দেবো। বলো, রাজ্যশ্রী কোথায় ?

বহ্নি। দেবী রাজ্যশ্রী যে দিন কান্যকুব্জের কারাগার হতে মুক্তি পেয়ে চলে যান, আমি তাঁর কাছে কিছু স্মৃতিচিহ্ন চেয়েছিলাম। যাবার আগে তাঁর হাতের এই অঙ্গুরীয়টি আমায় দান করে যান। দেখুন কুমার।

(হর্ষের হাতে অঙ্গুরীয় দিল)

হর্ষ। তাইতো, কি আশ্চর্য্য! গন্ধাধিবাস দিনে এই অঙ্গুরীয়টি আমিই রাজ্যশ্রীকে যে উপহার দিয়েছিলাম। বলো...বলো বহ্নি, রাজ্যশ্রী কোথায়?

বহ্নি। বিন্ধ্যারণ্যে।

হর্ষ। রাজ্যশ্রী বিন্ধ্যারণ্যে!

(প্রস্থানোদ্যত)

বহ্নি। কোথায় যাচ্ছেন কুমার?

হর্ষ। বিন্ধ্যারণ্যে। রাজ্যশ্রীকে ফিরিয়ে আনতে।

বহ্নি। কিন্তু তার আগে আমি যে ভিক্ষা চেয়েছিলাম?

হর্ষ। শীঘ্র বলো কি ভিক্ষা চাও?

বহ্নি। আমি আপনার সঙ্গিনী হতে চাই। প্রাসাদে আপনার পাশে থেকে পাইনি আপনাকে কাছে। তিরস্কৃত, অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়ে চলে এসেছি স্থানীশ্বর প্রাসাদ ছেড়ে। মাস, বর্ষ, সমস্ত জীবন আমি আপনার পাশে আপনার সঙ্গিনী হয়েই থাকতে চাই।

হর্ষ। বহ্নি!

বহ্নি। গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের গুপ্তদূতী হয়ে সব কথা আপনার কাছে প্রকাশ করেছি। বাঙলার পথ আমার কাছে চিরকালের মত রুদ্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত জীবন আমি আপনার সঙ্গিনী হয়ে থাকতে চাই প্রভু!

হর্ষ। তা হয় না। পথ ছাড়ো বহ্নি!

বহ্নি। হয় না? কিন্তু আমায় ভিক্ষা দেবেন আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?

হর্ষ। তাহলে শোন বহ্নি। সত্যই যদি তোমার সাহায্যে রাজ্যশ্রীকে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে তোমার উপকারের প্রতিদান স্বরূপ, আমার কাছে ঐশ্বর্য্য চাও, সম্পদ চাও—সমগ্র স্থানীশ্বরের সাম্রাজ্য চাও, তাও—তাও আমি তোমার হাতে তুলে দেবো। তবু এই কথাটি স্মরণ রেখো বহ্নি,···প্রয়োজন হলে তোমার জন্যে আমি আমার জীবন···হ্যাঁ জীবন পর্য্যন্ত বলি দিতে পারি, তবু শত্রুর গুপ্তদূতীকে আমার জীবনসঙ্গিনী করতে পারিনা।

[দ্রুত প্রস্থান]

২য় দৃশ্য

[গৌড়ের রাজপ্রাসাদ। নেপথ্য হইতে আর্ত্ত নরনারীর আকুল ক্রন্দন ভাসিয়া আসিতেছে। দূর যবনিকা মাঝে মাঝে রক্তিম আভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। চীৎকার হয় "ভগবান রক্ষা করো, রক্ষা করো"। মাধব উন্মাদের মত কক্ষ মধ্যে দ্রুত পদ চারণা করিতেছে। পশ্চাতে সোমার হাসি শোনা যায়]

মাধব। সোমা, সোমা! একবার কোন রকমে প্রাসাদ থেকে আমার বাইরে যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারো।

সোমা। দেশ অরাজক দেখছো না, চারিদিকে আগুণ জ্বলছে। গৌড়ের পথে রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে। এ সময় প্রাসাদ থেকে বার হলে তোমার জীবন যে বিপন্ন হবে রাজ প্রতিনিধি! কামরূপের সৈন্যরা তো তোমাকে চেনে না।

মাধব। ও তাই বুঝি কৌশল করে আমায় এ প্রাসাদ মধ্যে বন্দী করে রেখেছো। এই বুঝি তোমার ভালবাসার নিদর্শন।

সোমা। ভালবাসা! ভালবাসার মত কখনও কোন গুণ তোমার মধ্যে ছিল? একটা অপদার্থ মাতাল।

মাধব। তাহলে এ অপদার্থকে বিবাহ করেছিলে কেন সুন্দরী?

সোমা। তুমি আমার অস্ত্র!—অস্ত্রের কাছে কেউ ভালবাসা চায় না, চায় তার উদ্দেশ্য সাধন করতে।

মাধব। আমি তোমার অস্ত্র?

সোমা। হ্যাঁ! তোমার দাদা মহানায়ক ঐ সম্রাটকে আমি দেখাবো যে, আমি তাঁর চাইতে কোন অংশে হীন নই! হতে পারি আমি নারী—কিন্তু অবলা নই। [সোমার প্রস্থান]

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। যুবরাজ! মহাকাল মন্দিরের পূজারী ভৈরবাচার্য্যকে ওরা প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছে।

মাধব। আমি নিরুপায়···নিজের ঘরেই আজ আমি বন্দী।

প্রতি। যুবরাজ!

মাধব। জননী থেকে আরম্ভ করে আমার প্রিয়তমা পত্নী পর্য্যন্ত আজ আমার শত্রু! চারিদিকে কালনাগিনীর বিষাক্ত ফণা উদ্যত হয়ে উঠেছে আমায় দংশন করতে। মৃত্যু আজ আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে।

[নেপথ্য চীৎকার "রক্ষা করো! বাঁচাও!"]

জাতিদ্রোহীদের আমন্ত্রণে কামরূপের সৈন্যরা গৌড় ধ্বংস করছে। দাদা! তোমার গৌড়কে আমি রক্ষা করতে পারলাম না! আমি বন্দী···আমি বন্দী!

প্রতি। যুবরাজ!

মাধব। সম্রাট শশাঙ্ককে বলো প্রতিহারী, যুবরাজ মাধব শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত তার সম্রাটের দেওয়া ভার বহন করে গেছে।

মণিকণ্ঠ। [নেপথ্য হইতে] কৈলাস! সে কি! কোথায় কৈলাস?

মাধব। ঐ ওরা এদিকে আসছে! যাও—যাও প্রতিহারী!

[প্রতিহারীর প্রস্থান]

(অপর দিক হইতে শ্রেষ্ঠী মণিকণ্ঠ, মন্ত্রী চক্রপাণি, সেনাপতি নরসিংহ ও মহাদেবী জাহ্নবীর প্রবেশ)

মণিকণ্ঠ। যুবরাজ মাধব, কৈলাস কোথায়? কার সাহায্যে কৈলাস পালিয়েছে?

মাধব। তার আগে আমি জিজ্ঞাসা করি—কার আদেশে আপনারা কৈলাসকে বন্দী করেছিলেন ?

জাহ্নবী। মাধব ! তুমি শুধু নিয়মতান্ত্রিক রাজা।

চক্র। আমাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকার আপনার নেই।

মণি। উত্তর দিন যুবরাজ, কৈলাসকে কে মুক্তি দিয়েছে ?

নর। উত্তর দিন যুবরাজ, নইলে—

মাধব। সম্রাট শশাঙ্কের রাজ প্রতিনিধি কোন পদলেহী কুক্কুরকে তার কার্য্যের উত্তর দেয় না।

মণি। সেনাপতি নরসিংহ, এই উন্মাদকে এখুনি শৃঙ্খলিত করুন !

জাহ্নবী। সে কি ! আমার একমাত্র পুত্রকে আপনারা শৃঙ্খলিত করবেন ! [মাধবকে নিজের বক্ষ মাঝে চাপিয়া ধরিলেন]

মণি। আপনার অবাধ্য পুত্রকে বাধ্য করবার জন্য শাস্তি তাকে পেতেই হবে রাজমাতা !

চক্র। সরে দাঁড়ান রাজমাতা ! আজ আপনার পুত্রকে আপনি রক্ষা করতে পারবেন না !

জাহ্নবী। পারবো না ! আমার বুক থেকে আমারই সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে আপনারা কারাগারে নিক্ষেপ করবেন ?

মণি। প্রয়োজন হলে আপনাকেও কারাগারে স্থান লাভ করতে হবে রাজমাতা !

জাহ্নবী। আমাকেও তোমরা কারাগারে নিক্ষেপ করবে ? উঃ ভগবান !

মণি। আক্ষেপ করবেন না রাজমাতা ! আপনার পুত্রের অবর্ত্তমানে মহামাত্য এই চক্রপাণিকে আমরা বাংলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবো ঠিক করেছি।

জাহ্নবী। বিশ্বাসঘাতকের দল !

মণি। সেনাপতি নরসিংহ ! ওঁদের কারাগারে নিয়ে যান।

(নরসিংহ অগ্রসর হইলেন)

জাহ্নবী। কে আছো! আমাদের রক্ষা কবো! আমাদের বাঁচাও! [নেপথ্যে চিৎকার হয় "জয় সম্রাট শশাঙ্কের জয়"]

(সসৈন্য শশাঙ্কের প্রবেশ)

শশাঙ্ক। মাধব! মাধব! [মাধবকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন]

মাধব। দাদা! দাদা! তুমি এসেছো!

শশাঙ্ক। ভয় কি ভাই! এই তো আমি এসেছি!

মাধব। এই জাতিদ্রোহীদের আমন্ত্রণে কামরূপের সৈন্যরা তোমার গৌড় ধ্বংস করছে!

শশাঙ্ক। দশ সহস্র অশ্বারোহী আমার সঙ্গে এসেছে। তারা গৌড়ের সমস্ত পথ অবরুদ্ধ করে কামরূপের-সমস্ত সৈন্যদের ধ্বংস করছে।

জাহ্নবী। শশাঙ্ক! পুত্র আমার!

শশাঙ্ক। যাও মা, বহুকাল আমাদের মাতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত করে রেখেছিলে! মাধবকে নিয়ে যাও মাতৃ বক্ষের অভেদ্য আচ্ছাদনে। আমি আসছি এদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে।

[মাধবকে লইয়া জাহ্নবীর প্রস্থান]

মণিকণ্ঠ। সম্রাট! ক্ষমা—

শশাঙ্ক। সাম্রাজ্যের প্রধান পদে আপনারা ছিলেন অধিষ্ঠিত। দেশের স্বাধীনতা নিয়ে—বিশ্বাসঘাতকতার, হৃদয়হীনতার যে হীন পরিচয় আপনারা দিয়েছেন তাতে আপনারা সব রকম ক্ষমার অযোগ্য।

সকলে। সম্রাট!

শশাঙ্ক। [একজন সৈন্যকে] এই, এদের হাতে পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে, গৌড়ের প্রকাশ্য রাজপথে শোভাযাত্রা বার করবি। তারপর সর্ব্ব সমক্ষে, অর্দ্ধদেহ মাটীতে পুঁতে এদের আত্মীয়-স্বজনের চোখের উপর একটু একটু করে কুকুর দিয়ে খাওয়াবি। যা—নিয়ে যা।

[সৈন্যদলের মণিকণ্ঠ প্রভৃতিকে টানিতে টানিতে লইয়া প্রস্থান]

(রুদ্রদামের প্রবেশ)

রুদ্র। সম্রাট জয়তু।

শশাঙ্ক। একি রুদ্রদাম! তুমি—

রুদ্র। সম্রাট, স্থানীশ্বর, কান্যকুব্জ আর কামরূপের লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে হর্ষবর্দ্ধন গৌড় অভিমুখে অভিযান করেছেন।

শশাঙ্ক। কান্যকুব্জের সৈন্যও হর্ষ পরিচালিত করছে? তবে কি—

রুদ্র। আপনার কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে দেবী রাজ্যশ্রী বিন্ধ্যারণ্যে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হন; ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হর্ষবর্দ্ধন সেখানে উপস্থিত হয়ে দেবী রাজ্যশ্রীকে অনেক বুঝিয়ে কান্যকুব্জে ফিরিয়ে আনেন।

শশাঙ্ক। রাজ্যশ্রী তাহলে কান্যকুব্জে ফিরে এসেছে?

রুদ্র। হ্যাঁ সম্রাট। হর্ষ এখন শিলাদিত্য অর্থাৎ সদাচারের সূর্য্য এই উপাধি গ্রহণ করে কান্যকুব্জের সিংহাসনে বসেছেন। কান্যকুব্জের সমস্ত রাজকার্য্য এখন হর্ষের ইঙ্গিতে পরিচালিত হচ্ছে।

শশাঙ্ক। বটে!

রুদ্র। হর্ষ প্রতিজ্ঞা করেছেন, পৃথিবী থেকে গৌড়ের চিহ্ন মুছে ফেলে দেবেন। আর —

শশাঙ্ক। আর?

রুদ্র। আপনাকে জীবিত বন্দী করবেন।

শশাঙ্ক। মহাকালের উপাসক শশাঙ্ক কখনও জীবিত বন্দী হতে পারে না রুদ্রদাম!

রুদ্র। সম্রাট! স্থানীশ্বর, কান্যকুব্জ, আর কামরূপের মিলিত লক্ষ লক্ষ সৈন্যের

বিরুদ্ধে আমাদের একা সংগ্রাম করতে হ'ব। তাই সেনাপতি ভীষ্মদেবের ইচ্ছা আমাদের অধীনস্থ সামন্ত রাজাদের কাছে সৈন্য সাহায্য—

শশাঙ্ক। না। বাঙলা কি আজ এতই শক্তিহীন হয়ে পড়েছে রুদ্রদাম যে আজ অপরের সাহায্য নিয়ে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে ?

রুদ্র। সম্রাট !

শশাঙ্ক। প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত, উত্তর-পূর্ব্ব ভারতবর্ষ বাঙলার সৈন্যরা জয় করেছে। বিশ্ব বিজয়ের দুর্ব্বার শক্তি এদের মাঝে সুপ্ত হয়ে আছে রুদ্র-দাম ! বাঙালী জাতির সেই মহাশক্তিকে এবার আমি উদ্বোধন করবো !

রুদ্র। কিন্তু সম্রাট—

শশাঙ্ক। কোন চিন্তা নেই রুদ্রদাম। বাহিনী সজ্জিত করতে আদেশ দাও। স্থানীশ্বর, কান্যকুব্জ আর কামরূপ এই ত্রিশক্তিকে বাধা দেব আমরা মগধে, রোহিতাশ্বের আমার কালভৈরব দুর্গ শিখরে দাঁড়িয়ে !

নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখভাগ।

(হর্ষবর্দ্ধন ও হিউয়েন সাঙের প্রবেশ)

হর্ষ। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ! গৌড় অভিমুখে যুদ্ধযাত্রার পথে এই নালন্দা মহাবিহারে আপনার সঙ্গে পুনরায় মিলিত হয়ে আমরা আনন্দিত হয়েছি।

হিউয়েন। আমার প্রতি সম্রাটের অশেষ অনুগ্রহ !

হর্ষ। আপনার পূর্ব্বে পরিব্রাজক ফা-হিয়েন গুপ্তযুগে ভারতবর্ষে আগমন করে মহাচীনের সঙ্গে ভারতের যে মৈত্রী বন্ধন প্রতিষ্ঠা করে যান, আজ আপনার

আগমনে, মহাচীনের সহিত আমাদের সে মৈত্রী বন্ধন আরও দৃঢ় হোল।

হিউয়েন। সম্রাট! ভারত বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে মহান আদর্শ মহাচীনকে দান করেছে, তার ফলে ভারতের সঙ্গে মহাচীনের মানস সম্পর্ক চিরকাল অক্ষুণ্ন থাকবে।

হর্ষ। আমরাও সেই আশা করি পরিব্রাজক!

হিউয়েন। সম্রাট! আমার অভিপ্রায়—আমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন বৌদ্ধ তীর্থ পর্য্যটন করবো। তারপর মহাচীনে প্রত্যাগমন পথে কিছুকাল আপনার আশ্রয়ে থাকবো।

হর্ষ। আপনার মত মান্য অতিথিকে সেবা করবার সুযোগ পেলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো পরিব্রাজক হিউয়েন সাং! দেব সিংহনাদ!

(সিংহনাদের প্রবেশ)

সিংহ। আদেশ করুন সম্রাট!

হর্ষ। আমাদের মহাসম্মানীয় অতিথির ভারত পর্য্যটনের সুব্যবস্থা করে দিন। ওঁর পাশে আজ্ঞাবহ সেবক যেন সর্ব্বদা শকট নিয়ে উপস্থিত থাকে। যত অর্থের প্রয়োজন তা দিন। পর্য্যটক হিউয়েন সাং যেন কখনও অর্থাভাবে কষ্ট না পান।

সিংহ। আসুন পরিব্রাজক,—আমার সঙ্গে শিবিরে আসুন।

হিউয়েন। তথাগত সম্রাটের কল্যাণ করুন।

[সিংহনাদ ও হিউয়েন সাঙের প্রস্থান]

(মিত্রবিন্ধ্যার প্রবেশ)

মিত্র। সম্রাট?

হর্ষ। এস—এস মিত্রবিন্ধ্যা।

মিত্র। সম্রাট, বিচিত্র পোষাকে, বিচিত্র চেহারায় যে লোকটির সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন,—উনি কে সম্রাট!

হর্ষ। চীনদেশীয় পরিব্রাজক—হিউয়েন সা। কত বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে, মৃত্যুর সঙ্গে কতবার মুখোমুখি সংগ্রাম করে, পদব্রজে এসেছেন—এই ভারতবর্ষে, নালন্দা মহাবিহারে জ্ঞানের অন্বেষণে। এ ধৈর্য্য, এ অধ্যবসায়ের তুলনা হয় না।

মিত্র। আর তুলনা হয় বুঝি এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের? শুনলাম জগতের নানা দেশের দশ হাজার ছাত্র এখানে জ্ঞান লাভ করেন। আরও একটা ভারী আশ্চর্য্য খবর শুনলাম।

হর্ষ। কি শুনলে?

মিত্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করতে পারলে সারা পৃথিবীর পণ্ডিতরা তাঁদের নাকি মহাপণ্ডিত বলে স্বীকার ক'রে নেন। এখানে প্রবেশ লাভের নিয়ম ভারী কঠিন। কোন অপরিচিত ছাত্র এলে সকলের আগে দ্বারপালেরা তাকে এমন সব কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যে, তার উত্তর দিতে না পেরে অনেকেই নাকি নালন্দার সিংহদ্বার থেকে বিদায় নিতে হয়, আর ভেতরে প্রবেশ করতে পায় না।

হর্ষ। ঠিকই শুনেছ মিত্রবিন্ধ্যা! এই নালন্দার দ্বারপালেরা পর্য্যন্ত এক একজন দিকপাল পণ্ডিত। হয়তো সারা পৃথিবীর পরম বিস্ময় নালন্দা মহাবিহার—একদিন মহাকালের রথচক্রতলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। কিন্তু এর অমর স্মৃতি বেঁচে থাকবে প্রতি জ্ঞানলিপ্সুর অন্তর বেদীমূলে।

মিত্র। জগতের কিছুই তো চিরস্থায়ী নয় সম্রাট। তক্ষশীলা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারেনি।

হর্ষ। সেনাপতি দেব সিংহনাদ এখুনি আসবেন। আমাদের যাত্রার সময় হলো। ভগ্নী রাজ্যশ্রী কোথায় মিত্রবিন্ধ্যা?

মিত্র। ঐ সরোবরের তীরে আম্রকাননে। দূর্ব্বাদল আসনে বসে আচার্য্য

শীলভদ্র ছাত্রদের শাস্ত্র ব্যাখ্যা শোনাচ্ছেন—দেবী রাজ্যশ্রীও মুগ্ধমনে তাই শুনছেন !

হর্ষ। ভিক্ষু শীলভদ্র ভারতের গৌরব !

মিত্র। সম্রাট ! শুনেছি উনি নাকি বাঙলা দেশের অধিবাসী ?

হর্ষ। তুমি ঠিকই শুনেছো মিত্রবিন্ধ্যা। ভিক্ষু শীলভদ্র বাঙলার সমতটের রাজপুত্র। অতুল বৈভব, সম্মান, সব কিছু ত্যাগ করে উনি ভিক্ষুর ব্রত গ্রহণ করেছেন, বর্ত্তমান ভারতবর্ষে ভিক্ষু শীলভদ্রের মত এত বড় পণ্ডিত আর কেউ নেই দেবী। তাই তো উনি আজ এই নালন্দা মহাবিহারের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য।

মিত্র। আশ্চর্য্য !

হর্ষ। কি ভাবছো দেবী ?

মিত্র। ভাবছি সম্রাট, বাঙালী জাতির কথা। তরবারি দিয়ে শুধু দেশ জয় করে না, শিক্ষায় দীক্ষায়, জ্ঞানে, পাণ্ডিত্যে বাঙালী আজ বিশ্বকেও জয় করেছে।

হর্ষ। মিত্রবিন্ধ্যা !

মিত্র। যার জন্য আজ সুদূর মহাচীনের মত, পৃথিবীর দূর দূরান্তর প্রান্ত থেকে ছুটে আসে কত জ্ঞানলিপ্সু অভিযাত্রীর দল—বাঙলার সুসন্তান ঐ ভিক্ষু শীলভদ্রের চরণতলে বসে জ্ঞান লাভ করতে।

হর্ষ। ঐ দেব সিংহনাদ আসছেন। তুমি যাও মিত্রবিন্ধ্যা, ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। [মিত্রবিন্ধ্যার প্রস্থান]

(বিপরীত দিক হইতে সিংহনাদের প্রবেশ)

সিংহ। সম্রাট !

হর্ষ। কি সংবাদ দেব সিংহনাদ ?

সিংহ। গৌড় হতে আমাদের গুপ্তচর ফিরে এসেছে। শশাঙ্ক নাকি আমাদের

আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য কালভৈরব দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে! দুর্গ সম্মুখের সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ত অধিকার করে রয়েছে শশাঙ্কের রণকুশলী সেনাদল!

হর্ষ। কালভৈরব দুর্গ?

সিংহ। হ্যাঁ সম্রাট। মগধে, রোহিতাশ্বের কালভৈরব দুর্গ। শশাঙ্ক স্বাধীনতা ঘোষণা করবার পূর্ব্বে, যখন আমি স্থানীশ্বরের রাজপ্রতিনিধিরূপে বাংলায় অবস্থান করতাম, তখন একবার এই কালভৈরব দুর্গ আমি দেখেছিলাম। একদিকে পর্ব্বত শ্রেণী, নিম্নে প্রবাহমান গঙ্গা, মধ্যে বিচিত্র অবস্থান এই কালভৈরব দুর্গ। এ দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করা—

হর্ষ। কি অসাধ্য?

সিংহ। অসাধ্য নয় সম্রাট—তবে দুঃসাধ্য।

হর্ষ। সুদূর কান্যকুব্জ থেকে লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে ছুটে এসেছি গৌড়-ভুজঙ্গ শশাঙ্কের ধ্বংস সাধন করে আমার ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে। প্রতিজ্ঞা করেছি বিন্ধ্যারণ্যে দীপ্যমান বহ্নিশিখা সাক্ষ্য রেখে…সাক্ষ্য রেখে সদ্য মৃতপতি শোকাতুরা, অশ্রু ছলছল আঁখি ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে—'যতদিন পর্য্যন্ত ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম না হব, ততদিন পর্য্যন্ত দক্ষিণ হস্তে আহার্য্য গ্রহণ করবো না।' এ সদম্ভ ঘোষণার পর কালভৈরব দুর্গজয় দুঃসাধ্য বলে আপনি কি আমায় ভীত, কম্পিত দেহে কান্যকুব্জে ফিরে যেতে বলেন দেব সিংহনাদ?

সিংহ। না সম্রাট। আমি সে কথা বলিনি। অগ্রসর আমাদের হতেই হবে—কিন্তু অত্যন্ত সতর্ক গতিতে। অতি নিপুণভাবে রণকৌশল প্রয়োগ করতে হবে।

হর্ষ। জীবনের সায়াহ্নতটে দাঁড়িয়ে হূণ-বিজয়ী, শত যুদ্ধজয়ী মহাবীর সিংহনাদ যে কোন রণকৌশলই বিস্মৃত হন নি, সে বিশ্বাস আমাদের আছে দেব।

সিংহ। সম্রাট!

হর্ষ। যান দেব সিংহনাদ। ছাউনি তোলবার ব্যবস্থা করুন। আজই আমরা সসৈন্যে যাত্রা করবো সেই কালভৈরব দুর্গ অভিমুখে।

[সিংহনাদের প্রস্থান]

হর্ষ। কালভৈরব দুর্গ! কালভৈরব দুর্গ! একদিকে খরস্রোতা জাহ্নবী, অন্যদিকে উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী—মধ্যে তার শশাঙ্কের আশ্রয়স্থল কালভৈরব দুর্গ। দেখা যাক্, এ মহাযুদ্ধে কে হয় জয়ী আর কে হয় বিজিত।

(নেপথ্যে তুর্য্য ও দামামা ধ্বনি)

(রাজ্যশ্রী ও মিত্রবিন্ধ্যার প্রবেশ)

রাজ্য। দাদা! তুর্য্যধ্বনি কেন?

হর্ষ। আমাদের সেনাদল ছাউনী তুলে যাত্রারম্ভের আয়োজন করছে কালভৈরব দুর্গের পানে।

রাজ্য। কালভৈরব দুর্গ?

হর্ষ। হ্যাঁ বোন, সংবাদ পেলাম ঐ দুর্গমূলেই শশাঙ্কের সঙ্গে হবে আমাদের শক্তির পরীক্ষা।

রাজ্য। ও!

হর্ষ। চল বোন, এইবার রথে উঠতে হবে।

রাজ্য। তুমি মিত্রবিন্ধ্যাকে নিয়ে যাও দাদা, আমি যাবো না।

হর্ষ। যাবি না। সে কি?

রাজ্য। না দাদা—আমার যাবার উপায় নেই।

হর্ষ। এ তুই কি বলছিস রাজ্যশ্রী? না-না—তোকে যেতেই হবে।

রাজ্যশ্রী। আমায় জোর করে নিয়ে যেওনা দাদা, তোমার দুটী পায়ে পড়ি।

হর্ষ। এর অর্থ?—মিত্রবিন্ধ্যা—

মিত্র। আমায় লুকিওনা দিদি, আমায় সব খুলে বল।

রাজ্য। মিত্রবিন্ধ্যা, কেবল তোকেই বলতে পারি বোন—তুই যে নারী। আমি ঠিক জানি তুই আমাকে ভুল বুঝবি না।

মিত্র। বল দিদি!

রাজ্য। শশাঙ্কের সঙ্গে আর যে আমার সাক্ষাৎ হয় সে আমি চাই না।

মিত্র। তবে—তবে এসেছিলে কেন?

রাজ্য। মেয়েদের মন বড় দুর্ব্বল। পথে আসতে আসতে আমি আমার সাহস হারিয়ে ফেলেছি। মনের সঙ্গে প্রতি নিয়ত যুদ্ধ করেছি, পারছি না বোন,—পারছি না।

মিত্র। সম্রাট!

হর্ষ। বুঝেছি মিত্রবিন্ধ্যা। কাজ নেই—কাজ নেই তবে যেয়ে। কিন্তু ভাবছি তোকে যদি কান্যকুব্জে পাঠিয়ে দিই, থাকতে পারবি কি বোন সেই শূন্য রাজপুরীতে?

রাজ্য। না দাদা—আমি কান্যকুব্জে যাব না। তোমরা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমি থাকবো এই নালন্দা মহাবিহারে।

হর্ষ। নালন্দা মহাবিহারে?

রাজ্য। হ্যাঁ। মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে আমি ক্ষত বিক্ষত হয়েছি, আচার্য্য শীলভদ্রের চরণে পড়ে থাকবো, তাঁর শ্রীমুখে ভগবান তথাগতের অমৃতবাণী শুনবো। এ ছাড়া আর আমার কোন আশ্রয় নেই।

হর্ষ। তাই হোক। আশীর্ব্বাদ করি তোমার জ্বালার শান্তি হোক। বিস্মৃতি—বিস্মৃতির মাঝখানে তোমার মর্ম্ম-জ্বালা জুড়িয়ে যাক্?

[রাজ্যশ্রীর প্রস্থান]

হর্ষ। সেই ম্লান মুখ—সেই অশ্রু ছলছল আঁখি! মিত্রবিন্ধ্যা, যেমন করে পারি কালভৈরব দুর্গ অধিকার করে আমি একবার জীবিত শশাঙ্কের মুখোমুখি দাঁড়াব। শুধু একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো তাকে, কি

অধিকার—কি অধিকার ছিল তার একটি পুষ্প সুকোমলা নারীর জীবন এমনি করে ব্যর্থ করে দেবার। নির্ম্মম, নিষ্ঠুর শশাঙ্ক! রাজ্যশ্রীর দেহটাকে আয়ত্বে পাওয়াই কি পরম পাওয়া? তার অন্তর-মথিত আর্ত্ত কাকুতির মূল্য কি সে পাষাণের কাছে কিছু নয়? কোন মূল্য নেই তার?

[নেপথ্যে কোলাহল হয়। রণবাদ্য বাজিতে থাকে]

চতুর্থ দৃশ্য

[মগধ, রোহিতাশ্বে শশাঙ্কের কালভৈরব দুর্গ। নেপথ্য হইতে যুদ্ধের কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে। দুর্গ হইতে যেমন একে একে সৈন্যরা অস্ত্র হাতে লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে, তেমনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অন্য সৈন্যরা আহত সৈন্যদের বহন করিয়া দুর্গের ভিতর লইয়া যাইতেছে]

(রুদ্রদাম ও শশাঙ্কের প্রবেশ। শশাঙ্ক আহত, রক্তাক্ত।)

রুদ্র। সম্রাট! আপনি আহত, আপনি রক্তাক্ত। একটু বিশ্রাম করুন সম্রাট!

শশাঙ্ক। হঁ্যা। বিশ্রাম করবো রুদ্রদাম! সম্পূর্ণ রণজয় করে তবে বিশ্রাম করবো। তার আগে নয়।

রুদ্র। সম্রাট! হর্ষবর্দ্ধন স্থানীশ্বর, কান্যকুব্জ আর কামরূপের মিলিত লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে আজ সাতদিন ধরে বিরাম বিহীনভাবে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

শশাঙ্ক। জানি, জানি রুদ্রদাম। পৃথিবী থেকে আমার বাঙলার চিহ্ন মুছে

ফেলে দেবার জন্য, হিমালয় থেকে আরম্ভ করে বিন্ধ্য পর্ব্বতের এই সানু-দেশ পর্য্যন্ত হর্ষ তার সৈন্যজাল বিস্তার করেছে।

রুদ্র। শত্রু সৈন্য এই কালভৈরব দুর্গের তৃতীয় পরিখা পার হয়ে প্রায় দ্বিতীয় পরিখার নিকটে এসে পৌঁছে গেছে। সম্রাট, শত্রু সৈন্য যেন মৃত্যু পণ করে যুদ্ধ করছে।

শশাঙ্ক। কোন চিন্তা নেই—কোন চিন্তা নেই রুদ্রদাম! আজ দ্বিপ্রহরে গঙ্গায় ষাঁড়াষাঁড়ি বান আসবে ?

রুদ্র। সম্রাট !

শশাঙ্ক। এই কালভৈরব দুর্গের তিনটি পরিখার অগাধ জলরাশী ঐ বিস্তৃত পর্ব্বত প্রমাণ প্রথম পরিখায় ধরে রাখা হয়েছে। গঙ্গার বান আসার সঙ্গে সঙ্গে স্বহস্তে ভেঙে দেবো ঐ প্রথম পরিখার প্রাচীর। বানের জলরাশির সঙ্গে আমার অবরুদ্ধ জলরাশি মিশ্রিত হয়ে মুহূর্ত্তে এই রণক্ষেত্র সমুদ্রে পরিণত হয়ে যাবে, ভেসে যাবে শত্রুর সমস্ত সৈন্য।

রুদ্র। কিন্তু বান যদি না আসে সম্রাট, তাহলে কি হবে ?

শশাঙ্ক। মহাকাল জানেন। (যুদ্ধের কোলাহল বৃদ্ধি পায়।)

রুদ্র। ঐ শত্রুর রণ-কোলাহল। আমি চল্লাম সম্রাট এই হয়তো আমাদের শেষ দেখা। [রুদ্রদামের উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দ্রুত গতিতে প্রস্থান]

(শশাঙ্ক দুর্গের সোপান বাহিয়া দুর্গের উপর উঠিয়া গঙ্গার দিকে দেখিতে থাকেন। যুদ্ধের কোলাহল ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায়। শশাঙ্ক দুর্গ হইতে নিম্নে নামিয়া আসেন। দ্রুতগতিতে ভীষ্মদেবের প্রবেশ)

ভীষ্ম। সম্রাট ! শত্রুরা এ দুর্গের তৃতীয় পরিখা অতিক্রম করে দ্বিতীয় পরিখার দ্বারদেশে এসে দাঁড়িয়েছে।

শশাঙ্ক। ভীষ্মদেব !

ভীষ্ম। এখনও সময় আছে সম্রাট। আপনার সম্মতি পেলে আমি হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে একটা আপোষ মীমাংসা—

শশাঙ্ক। আপোষ মীমাংসা করে, কখনও কোন দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়না ভীষ্মদেব। চিরকাল সংগ্রাম করেই দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হয়।

ভীষ্ম। কিন্তু আপনি ভুলে যাবেন না সম্রাট! শত্রুর ত্রিশক্তির মিলিত লক্ষাধিক সৈন্যের আক্রমণে আমাদের সৈন্যরা যেভাবে ধ্বংস হচ্ছে, তাতে যদি আর এক সপ্তাহ এভাবে যুদ্ধ চলে, আমাদের সমস্ত সৈন্যদের সমাধিস্থ করে রেখে যেতে হবে এই কালভৈরব দুর্গ প্রান্তরে।

শশাঙ্ক। তাতে আমাদের গৌরব আরও বৃদ্ধি পাবে ভীষ্মদেব। সমস্ত জগৎ একদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে অবনত মস্তকে স্মরণ করবে,—পরাজয় স্বীকারের বিরুদ্ধে—স্বাধীন বাঙালী জাতি বিরামবিহীন ভাবে যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়েছিল···তবু তারা কাপুরুষের মত পরাজয় স্বীকার করেনি।

ভীষ্ম। সম্রাট! যদি শক্তির সঙ্গে সংযম না থাকে, তাহলে সে শক্তি হয় ধ্বংসের কারণ।

শশাঙ্ক। শক্তি থাকলেই তার ধ্বংসও থাকবে ভীষ্মদেব।

(কোলাহল ও জয়ধ্বনি হয় "জয় সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের জয়")

ঐ শত্রুর জয়ধ্বনি এগিয়ে আসছে, আপনি অগ্রসর হোন ভীষ্মদেব।

ভীষ্ম। ক্ষমা করবেন সম্রাট! আমি ক্লান্ত, বিশ্রাম চাই।

শশাঙ্ক। জাতির জীবন মরণ নিয়ে যখন পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চলছে, তখন প্রধান সেনাপতি চান বিশ্রাম! চমৎকার! চমৎকার আপনার আবেদন—

ভীষ্ম। সম্রাট!

শশাঙ্ক। ভীষ্মদেব! সমস্ত বাঙালী জাতির মধ্যে আমি একমাত্র আপনাকে শ্রদ্ধা করি। পিতামহ ভীষ্মের মত আপনার উদার চরিত্র। আমি

আপনাকে অনুরোধ করছি ভীষ্মদেব…বাঙলার মাটিকে আপনি শত্রুর হাতে তুলে দেবেন না। (শশাঙ্ক অশান্তভাবে পদচারণা করেন)

ভীষ্ম। সম্রাট! বাঙলার মাটির চেয়ে আমি ঢের বেশী ভালবাসি,– বাঙলার মাটির মানুষকে…আমার বাঙালী জাতিকে।

শশাঙ্ক। আমি আপনাকে শেষবারের মত আদেশ করছি ভীষ্মদেব, আপনি অগ্রসর হোন।

ভীষ্ম। না। নিশ্চিত মরণের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে আমার জাতিকে আমি আদেশ দিতে পারবোনা। না—কিছুতেই নয় সম্রাট।

শশাঙ্ক। এই কে আছিস। (একজন সৈনিকের প্রবেশ)
ইনি ক্লান্ত। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্রাম গ্রহণ করবেন।

[সৈনিকের সহিত ভীষ্মদেবের প্রস্থান]

(যুদ্ধের কোলাহল নিকটবর্ত্তী হয়। কৈলাস ও বল্লভার প্রবেশ)

কৈলাস। শশাঙ্ক! শশাঙ্ক! শত্রুরা আমাদের দ্বিতীয় পরিখা অধিকার করেছে।

বল্লভা। আমাদের সৈন্যদের শবের পর শব স্তূপাকার হয়ে যাচ্ছে।

কৈলাস। হর্ষ তোমাকে জীবিত বন্দী করবার আদেশ দিয়েছে।

(সবার অলক্ষ্যে সোমা পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়ায় ও উৎকীর্ণ হইয়া সব শুনিতে থাকে।)

বল্লভা। হর্ষবর্দ্ধন তোমায় বন্দী করতে পারলে তোমার দেহে অজস্র পীড়ন করবে দাদা।

শশাঙ্ক। নিশ্চয় করবে। শুনেছি আমাকে কান্যকুব্জের পশুশালায় রেখে, সে এক অপরূপ প্রদর্শনী খুলবে।

বল্লভা। কথাগুলো তো বেশ সহজভাবে উচ্চারণ করতে পারলে। [কাঁদিয়া] নিজের জন্য তোমার কি কোনও ভাবনা নেই?

শশাঙ্ক। সিংহাসনে বসার পর আজকার দিন পর্য্যন্ত তোরা কি কোনদিন আমাকে একটুও অবসর দিয়েছিস নিজের কথা ভাববার ?

বল্লভা। [কাঁদিতে কাঁদিতে] বোন হয়ে তোমার হাতে বিষ তুলে দিচ্ছি। এটা রেখে দাও দাদা। [বিষ অঙ্গুরীয় প্রদান]

শশাঙ্ক। বল্লভা ! আমাকে তুই বিষ পান করে মরতে বলিস ?

বল্লভা। না—না—দাদা ! বল্লভা জীবিত থাকতে ওরা তোমার জীবিত দেহ স্পর্শ করতে পারবে না। যদি স্পর্শ করে শশাঙ্কের মৃতদেহ স্পর্শ করবে। তাই ঐ বিষের আংটি আমি তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। দাদা …দাদা—[কাঁদিতে থাকে]

শশাঙ্ক। বিষ পান করে কাপুরুষের মত তোর দাদা কি কখনও সামান্য মানুষের মত মরতে পারে বোন ? আমি যে চির অপরাজেয় দিগ্বিজয়ী মহানায়ক সম্রাট শশাঙ্ক। যদি মরি আমি সম্রাটের মতই মরবো।

[বিষ অঙ্গুরীয় ফেলিয়া দিলেন। যুদ্ধের কোলাহল হয়। শশাঙ্ক দুর্গের উপরে উঠিয়া যান। কৈলাস ও বল্লভার প্রস্থান]

(সোমার প্রবেশ)

সোমা। মনের সমস্ত সুখ কল্পনা মিলিয়ে, সারাজীবন যাকে ভালবেসে এসেছি, আমার সেই যুবরাজ শশাঙ্ককে শত্রুরা কান্যকুব্জের পশুশালায় রেখে প্রদর্শনী খুলবে ! ঐ দেহে করবে অজস্র পীড়ন ! বাঙলার মহানায়কের সমস্ত মর্য্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত করবে ! না না প্রিয় তোমার সম্মান আমিই রক্ষা করবো !

[বিষ অঙ্গুরী তুলিয়া লইয়া]

বল্লভা, তোমার মুখে বিষ তুলে দিতে পারনি। তাই দিয়েছে তোমার হাতে বিষের অঙ্গুরী তুলে।

(শত্রুর জয়ধ্বনি হয় "জয় সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের জয়"।)

ঐ আসছে ওরা তোমায় বন্দী করতে ! সাধ্য কি হর্ষবর্দ্ধনের তোমার

সোমা জীবিত থাকতে ওরা তোমার দেহ স্পর্শ করে ! এ জীবনে নাই বা পেলাম তোমায় ! যুগে যুগে জন্মে জন্মে আমি তোমার জন্য সাধনা করবো ! ওগো আমার চরম শত্রু, পরম প্রিয়, আমি—আমিই তোমার সম্মান বাঁচাবো। [প্রস্থান]

[চিৎকার হয় "জয় সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের জয়।" শশাঙ্ক দুর্গ শিখর হইতে নামিয়া আসেন। একদল রক্তাক্ত ক্লান্ত সেনানী ও তাহাদের পশ্চাতে আর একদল আহত ক্লান্ত সৈন্য টলিতে টলিতে প্রবেশ করে। বল্লভা শশাঙ্কের পাশে আসিয়া দাঁড়ায়]

১ম সেনানী। সম্রাট ! শত্রুর প্রবল আক্রমণে আমরা আর দাঁড়াতে পারছিনা সম্রাট। ক্লান্তিতে আমরা ঢলে পড়ছি। আমাদের একটু বিশ্রাম দিন সম্রাট !—একটু বিশ্রাম দিন !

শশাঙ্ক। কিন্তু শত্রুরা তো আমাদের বিশ্রাম দেবে না ভাই।

২য় সেনানী। সম্রাট ! আজ সাতদিন ধরে বিরাম বিহীনভাবে যুদ্ধ চলছে। আজ সাতদিন আমরা পেট ভরে খাবার সময় পর্য্যন্ত পাইনি। [পদতলে পড়িয়া] সম্রাট ! সম্রাট ! আমাদের বাঁচতে দিন। আমাদের বাঁচতে দিন। সমস্ত বাঙালী জাতিকে এমন করে ধ্বংস করবেন না সম্রাট ! এখনও সময় আছে—এখনও সময় আছে। হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে সন্ধি করুন সম্রাট !

সকলে। সন্ধি করুন ! সন্ধি করুন সম্রাট !

শশাঙ্ক। কি, সন্ধি করবো ? তোমরা কি ভুলে গেছ, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ বাঙলা দেশের একটি বিদ্রোহী সন্তান মাত্র সাত শত অনুচর নিয়ে সমগ্র লঙ্কা দ্বীপ অধিকার করেছিলন ?

সকলে। সম্রাট !

শশাঙ্ক। তোমরা কি আজ ভুলে গেছ, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার অর্দ্ধ এশিয়া বিজয় করে, বাঙলার সীমান্তে এসে বাঙলা দেশের গঙ্গারাঢ়ীদের স্থল সৈন্য

আর হস্তী সৈন্যের ভয়ে আমাদের বাঙলা দেশ আক্রমণ করতে সাহস করেন নি। আর আজ? আজ কি কাপুরুষের মত আমরা পরাজয় স্বীকার করে নেব?

সকলে। সম্রাট! সম্রাট!

শশাঙ্ক। হর্ষবর্দ্ধনের সমস্ত দাবী মেনে নিয়ে আমরা যদি সন্ধি করি, তাহ'লে আমাদের সমস্ত বাঙালী জাতি হবে চিরপরাধীন, সর্ব্বহারা, অধিকার-চ্যুত ক্রীতদাস।

সকলে। না—না—সম্রাট।

শশাঙ্ক। তোমাদের পিতামাতা, পরিবার, তোমাদের সন্তানদের, তোমাদের দেশবাসীদের চিরকালের মত যদি দাসত্বের শৃঙ্খল পরাতে চাও—তোমাদের নারীদের, তোমাদের প্রেয়সীদের যদি শত্রুর অঙ্কশায়িণী করাতে চাও, —তবে যাও, ওরে প্রাণহীন, পৌরুষহীন, সৈনিক হতমান! তোমরা সন্ধি কর গিয়ে।

[কোষ হইতে তরবারি মুক্ত করিয়া বল্লভা চারণীর মত দৃপ্ত ভঙ্গিমায় গাহিতে থাকে]

রক্ত সন্ধ্যা স্বাধীন সূর্য্য ম্লান,
দিগদিগন্ত আঁধারে কম্পমান,
ওরে, প্রাণহীন পৌরুষহীন সৈনিক হতমান!
মায়ের মুক্তি সাধনার লাগি দিতে হবে আজি প্রাণ॥
শত্রু তোমার দুয়ারে দুয়ারে হানিতেছে করাঘাত,
দিনের আলোরে নিভাতে সে চায় ঘনায়ে কৃষ্ণ রাত;
ওঠো বীর, জাগো! কে তুমি ঘুমাও জননীর সন্তান?
মায়ের মুক্তি সাধনার লাগি দিতে হবে আজি প্রাণ॥

কোথা তুরঙ্গ দুর্ব্বার গতি ! অস্ত্র ঝঙ্কার,
স্বাধীন আত্মা বাঁধিবে কেবল এমন সাধ্য কার !
বাজাও বিষাণ উড়াও নিশান কর কর অভিযান
মায়ের মুক্তি সাধনার লাগি দিতে হবে আজি প্রাণ ॥
মৃত্যু সাগর দুলে দুলে ওঠে নাচে ঐ মহাকাল,
বুকের রক্ত ঢালিয়া কে বল মাটিরে করিবে লাল !
মরণ বরিয়া কে হবে অমর শোনাতে অভয় গান ।
মায়ের মুক্তি সাধনার লাগি দিতে হবে আজি প্রাণ ॥

[গান শেষ হইবার পূর্ব্বেই ম্রীয়মান সৈনিকেরা ও সেনানায়কেরা ক্রমে ক্রমে উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাদের প্রাণে নূতন আশা, নূতন সাহস সঞ্চার হইল। একে একে তাহারা উন্মুক্ত তরবারি হাতে আবার যুদ্ধ-ক্ষেত্রের দিকে ছুটিয়া গেল। বল্লভাও গাহিতে গাহিতে তাহাদের পিছনে চলিল। একটু পরেই চিৎকার শোনা গেল "জয় সম্রাট শশাঙ্কের জয় ! জয় সম্রাট শশাঙ্কের জয় !"···সহসা বান আসার শব্দ শোনা যায়। বহুকণ্ঠে চিৎকার হয় "বান এসেছে ! বান এসেছে !"]

শশাঙ্ক। ঐ ঐ এসেছে আমার মহাকালের আশীর্ব্বাদ ! বান এসেছে ! এইবার ! এইবার আমার অবরুদ্ধ পর্ব্বত প্রমাণ ঐ জলরাশি—। কে আছিস ?

(একজন সৈনিকের প্রবেশ)

এখুনি আমাদের সমস্ত সৈন্যদের নিম্নস্থান ত্যাগ করে উচ্চ স্থানে আশ্রয় নিতে বল। [সৈনিকের প্রস্থান]

(বল্লভার পুনঃ প্রবেশ)

শশাঙ্ক। বল্লভা !

বল্লভা। দাদা !

শশাঙ্ক। অগণন সেনাদল নিয়ে হর্ষবর্দ্ধন এগিয়ে আসছে এই প্রাচীর নিম্নে

আমায় বন্দী করতে ! স্বহস্তে ভেঙে দেবো নির্ম্মম কুঠার আঘাতে ঐ দুর্গ প্রাচীর। আমার কুঠার—কুঠার নিয়ে আয়।

[বল্লভার প্রস্থান। বানের শব্দ ও সৈন্যদের কোলাহল হয়]

শশাঙ্ক। উঃ পিপাসা ! জল, একটু জল···বড় পিপাসা।

(জলপাত্র লইয়া সোমার প্রবেশ)

সোঁমা। আস্থন সম্রাট ! এই জল পান করুন।

শশাঙ্ক। দাও, দাও বোন···বড় পিপাসা।

[জল লইয়া এক নিঃশ্বাসে পান করেন। পর মুহূর্ত্তে চিৎকার করিয়া ওঠেন।]

উঃ আমার সমস্ত দেহ যে জ্বলে যাচ্ছে ! সোমা !

সোমা। বেশী নয় সম্রাট। এই অঙ্গুরী থেকে অর্দ্ধেকটা বিষ আপনার জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি। আকাঙ্ক্ষা আমার পরিপূর্ণ !

(কুঠার লইয়া বল্লভার পুনঃ প্রবেশ)

বল্লভা। তোমারও আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ! একি পৈশাচিক দৃষ্টি তোমার! সোমা ! সর্ব্বনাশী শীঘ্র বল কি করেছিস···কি খাওয়ালি আমার দাদাকে ?

সোমা। বিশেষ কিছু করিনি বল্লভা। তুমি যা করতে পারনি, আমি তাই করেছি। এই অঙ্গুরী থেকে খানিকটা বিষ সম্রাটের পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি।

শশাঙ্ক। উঃ জ্বলে গেল ! বল্লভা আমার সমস্ত শরীর জ্বলে গেল।

সোমা। বেশী সময় লাগবে না সম্রাট। এখুনি মৃত্যুর হিম শীতল কোলে ঢলে পড়বেন !　　　　[সোমার প্রস্থান]

বল্লভা। সোমা ! নিষ্ঠুর রাক্ষসী !

শশক। বল্লভা ! আমার অনুরোধ, জীবনে একথা তুই কারও কাছে প্রকাশ করিসনা বোন !

বল্লভা। দাদা ! [কাঁদিতে থাকে]

শশাঙ্ক। মাধব যদি শোনে তার দাদাকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছে তারই স্ত্রী, তাহলে মাধবের সমস্ত জীবনটা যে বিষে ভরে যাবে বল্লভা !

[বল্লভার হাত হইতে কুঠার গ্রহণ করেন। জয়ধ্বনি হয় "জয় সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের জয় !" কলরব ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হয়]

শশাঙ্ক। ঐ হর্ষবর্দ্ধনের জয়োল্লাস ! দুর্গ বুঝি অধিকৃত হোল ! চোখের মাঝে আমার মৃত্যুর অন্ধকার নেমে আসছে। আঃ···আঃ ! মৃত্যু আসে আসুক। তার আগে আমায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। ভাঙতে হবে ঐ দুর্গ প্রাচীর।

(মাধবের প্রবেশ)

মাধব। দাদা শত্রুরা শেষ পরিখা পার হয়েছে। তোমাকে বন্দী করতে আসছে।

শশাঙ্ক। জাগ্রত মহাকালের সেবক তোর দাদা কখনও জীবিত বন্দী হতে পারেনা ভাই।

[শশাঙ্ক টলিতে থাকেন। মাধব শশাঙ্ককে ধরে]

মাধব। দাদা ! দাদা ! একি ! তুমি টলছো কেন ? তোমার শরীর সে ক্রমে ক্রমে নীল হয়ে আসছে ! (চীৎকার করিয়া) দাদা ! কি হয়েছে তোমার !

শশাঙ্ক। জাতির সমস্ত হলাহল আমি নীলকণ্ঠের মত পান করেছি। আমার যাবার সময় এগিয়ে আসছে !

মাধব। দাদা ! [কাঁদিতে থাকে]

শশাঙ্ক। বল্লভা ! এনে দাও আমায় স্বাধীন বাঙলার জাতীয় পতাকা।

(বল্লভা পতাকা আনিয়া শশাঙ্কের হাতে দিল)

শশাঙ্ক। মাধব ! বঙ্গের উদয়াচলে, বাঙলার এই জাতীয় পতাকার বাহকরূপে উন্নত শিরে দাঁড়াও তুমি প্রাচী দিগন্তে। সহায় হোন তোমার জাগ্রত

মহাকাল। আলোকিত করুন তোমার যাত্রা পথ আয়ুষ্মান সূর্য্য-সারথি।

[মাধবকে পতাকা দিলেন]

মাধব। আমি হবো এই জাতীয় পতাকার বাহক ?

শশাঙ্ক। হ্যাঁ ভাই তুমি। কণ্ঠে আমার কালকূট হলাহল, সম্মুখে মরণ প্রবাহিনী ঐ আবর্ত্তময়ী জাহ্নবী। সে স্রোতে আমি হয়তো হারিয়ে যাবো, আমি তলিয়ে যাবো, তুমি—তুমিই উন্নত রাখবে চির অপরাজেয় আমার স্বাধীন বাঙলার ঐ জাতীয় পতাকা !

(নেপথ্যে "জয় সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের জয়" ইত্যাদি চিৎকার হয়)

শশাঙ্ক। ঐ শত্রুরা এসে পড়েছে ! এসো তোমরা আমার সঙ্গে !

(শশাঙ্ক মাধব ও বল্লভাকে লইয়া দুর্গের উপর উঠিলেন। সসৈন্যে হর্ষবর্দ্ধন ও সিংহনাদের প্রবেশ)

হর্ষ। দেব সিংহনাদ ! শশাঙ্কের অপরাজেয় এই কালভৈরব দুর্গ আমরা জয় করেছি।

সিংহ। সম্রাট !

হর্ষ। কোন কথা আমি শুনতে চাইনা ! যেমন করে হোক জীবিত বন্দী করুন ঐ গৌড়াধম শশাঙ্ককে ! কান্যকুব্জের পশুশালায় ওকে রেখে আমি প্রদর্শনী খুলবো। সৈন্যগণ অগ্রসর হও। বন্দী করো ঐ গৌড়-ভুজঙ্গ শশাঙ্ককে।

শশাঙ্ক। হর্ষ ! আমার গৌড় সাম্রাজ্যে রোহিতাশ্বের এই কালভৈরব দুর্গ এসে বন্দী করবে গৌড়-ভুজঙ্গকে ! সহ্য কর, সহ্য কর তবে গৌড়-ভুজঙ্গের উদ্যত ফণার কাল হলাহল।

[শশাঙ্ক দুর্গ প্রাচীরে কুঠারাঘাত করিতে থাকেন। দুর্গ প্রাচীর ভাঙিয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম জলস্রোতে হর্ষবর্দ্ধন ও তাঁহার সমস্ত সৈন্যরা প্লাবিত হইয়া যায়। চিৎকার হয় "জয় সম্রাট শশাঙ্কের জয় ! জয় সম্রাট শশাঙ্কের জয় !"]

(রুদ্রদাম ও ভীষ্মদেবের প্রবেশ)

ভীষ্ম। আশ্চর্য্য! এই কালভৈরব দুর্গের অবরুদ্ধ ঐ পর্ব্বত প্রমাণ জলরাশি মুক্ত করে দিয়ে মুহূর্ত্তে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের লক্ষাধিক সৈন্য সব ভাসিয়ে দিলেন। অদ্ভুত—অদ্ভুত রণ কৌশল! যা ছিলো স্বপ্নের অগোচর, তাই হলো আজ বাস্তবে সম্ভব!

রুদ্র। নিশ্চিত পরাজয় থেকে আজ আমরা বিজয়ী হলাম দেব!

ভীষ্ম। বাঙলা আজ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো! ধন্য—ধন্য আমাদের সম্রাট।

(শশাঙ্ককে ধরিয়া মাধব ও বল্লভার পুনঃ প্রবেশ)

ভীষ্ম। সম্রাট! আমার বিজয়ী সম্রাট!

শশাঙ্ক। বল্লভা! সারাজীবন ধরে আমি সংগ্রাম করেছি! আমি ক্লান্ত—বড় ক্লান্ত! আমায় নিয়ে চল। কর্ণসুবর্ণের মাটিতে আমি ঘুমাব! চিরকালের মত ঘুমাব!

[ঢলিয়া পড়িলেন]

পঞ্চম দৃশ্য

[কর্ণসুবর্ণের রাজপ্রাসাদ। নেপথ্য হইতে কার যেন অস্ফুট ক্রন্দন ভাসিয়া আসিতেছে। মাধব কৈলাসকে ধরিয়া কাঁদিতেছে]

মাধব। তুমি বলো, কি করলে আমার দাদা বাঁচবে!

কৈলাস। [চোখ মুছিয়া] বিপদে পড়ে অধৈর্য্য হয়ো না যুবরাজ! শান্ত হও ভাই।

মাধব। শান্ত হবো! দাদার সমস্ত দেহ থেকে মাংস পচে পচে পড়ে যাচ্ছে! শেষ পর্য্যন্ত শুধু কি হাড় ক'খানা! উঃ ভগবান!

কৈলাস। তোমার দাদাকে বাঁচাবার জন্য মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব সবই তো করেছো ভাই। এখন মহাকালই ভরসা।

মাধব। তুমি বলো কৈলাস দাদা, কে আমার দাদাকে বিষ দিয়েছে?

কৈলাস। কি করে বলবো ভাই?

(সোমার প্রবেশ। তার দু' চোখে অশ্রুধারা—দৃষ্টি উদাস)

মাধব। ঐ হয়েছে আমার আর এক জ্বালা। যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ে উত্তেজনায় সোমা একেবারে পাগল হয়ে গেছে। [কৈলাসের প্রস্থান]

তুমি আবার কেন উঠে এলে সোমা? তোমার এই অবস্থা!

সোমা। আমার কি অবস্থা? আমি নিজেই যে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি। কাকেও তো বলতে পারছি না, এ যে কি যন্ত্রণা!

মাধব। সোমা-সোমা! তুমি একটু শান্ত হও সোমা!

সোমা। [মাধবের হাত ধরিয়া] ওগো। একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

মাধব। কি কথা?

সোমা। তোমার দাদা এখন কেমন আছে?

মাধব। দাদার জীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দাদাকে একবার শেষ দেখা দেখবে না সোমা?

সোমা। [কাঁদিতে থাকে] ওগো না না, তাঁর সামনে আমি কি করে দাঁড়াবো!

মাধব। তবে তুমি থাকো। আমি দাদার কাছে যাই। [প্রস্থান]

সোমা। ভগবান, এ কি করলে? কেনো সম্রাটের মৃত্যু হোল না? তিলে তিলে তাঁর এ জ্বালাময় মৃত্যু এ যে আর আমি দেখতে পারি না! মৃত্যু দাও···সম্রাটের মৃত্যু দাও ভগবান! মুক্ত করো সম্রাটকে!

[কাঁদিতে থাকে]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[কর্ণসুবর্ণের রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষ। নেপথ্য হইতে মহাকাল মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। বিষের প্রভাবে সম্রাট শশাঙ্কের সমস্ত দেহময় দুষ্ট ক্ষত, মাংস পচিয়া পড়িতেছে। মাথার কেশরাশি স্থানে স্থানে উঠিয়া গিয়াছে। সামান্য যাহা আছে—সব সাদা হইয়া গিয়াছে। বীভৎস দেহ। দেখিয়া চেনা যায় না যে, এই সেই মহানায়ক শশাঙ্ক। কৈলাস পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। ঘণ্টাধ্বনি থামিয়া যায়। শশাঙ্ক দুই কর যুক্ত করিয়া মহাকালের উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন।]

শশাঙ্ক। মহাকাল, আশুতোষ! বিষের অসহ্য জ্বালা আর যে আমি সইতে পারি না প্রভু! আমায় মুক্তি দাও, মুক্তি দাও মহাকাল!

কৈলাস। শশাঙ্ক! দাদা আমার—

শশাঙ্ক। বড় জ্বালা—বড় জ্বালা কৈলাস দাদা। সমস্ত দেহ যেন তুষের আগুনে জ্বলে যাচ্ছে! নিজের রক্ত-মাংসের পচা দুর্গন্ধে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে!

কৈলাস। ভগবান! [নীরবে কাঁদিতে থাকে]

শশাঙ্ক। এবার তুই গ্রামে ফিরে যা কৈলাস দাদা! আমি তোকে মুক্তি দিলাম।

কৈলাস। অন্ধ ভগবান আমায় ভুলে আছে যে। সে ছাড়া আমায় আর কে মুক্তি দেবে! মাতৃহারা দু'মাসের যে শিশুকে আমি বুকে করে মানুষ

করেছি, সে আজ আমার চোখের সামনে বিষের জ্বালায় ছট্ ফট্ করছে আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, কিছু করতে পারছি না। আমার মরণ কেনো হয় না—আমার মরণ কেনো হয় না!

[কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে থাকে].

(বল্লভা ও মাধবের প্রবেশ)

বল্লভা। দাদা! মহাকালের নির্ম্মাল্য!

[শশাঙ্ক নির্ম্মাল্য গ্রহণ করেন। বল্লভার প্রস্থান]

মাধব। তুমি বলো দাদা, কে তোমায় বিষ দিয়েছে?

শশাঙ্ক। কেউ নয় ভাই! আমার দুষ্কৃতির ফল ভোগ করছি!

(ভীষ্মদেবের প্রবেশ)

ভীষ্মদেব। সম্রাট···! এ আমি কি দৃশ্য দেখছি মহাকাল! উঃ ভগবান!

শশাঙ্ক। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে, কান্যকুব্জের যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সেই ব্যবহারের জন্য, আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ভীষ্মদেব! আমায় ক্ষমা করুন দেব!

ভীষ্ম। ভৃত্যকে অপরাধী করবেন না প্রভু! কান্যকুব্জের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমাদের সৈন্যরা বাঙলায় ফিরে আসছে সম্রাট।

শশাঙ্ক। আঃ! রক্তস্নাতা আর্য্যাবর্ত্ত ফিরে পাক আবার তার শুচি শুভ্র মূর্ত্তি! বাঙলার সন্তান ঘরে ফিরে আসছে! দীর্ঘ ছয় বৎসর পর বাঙলার শান্তির কুটির, গৃহলক্ষ্মীদের আর শিশুদের কলহাস্যে আবার মুখর হয়ে উঠবে!

মাধব। আঃ! ছয় বৎসর পর এ কাল সংগ্রামের শেষ হলো।

শশাঙ্ক। আমার রণজয়ী সৈন্যদের অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন করো মাধব।

মাধব। আমি এখুনি তার ব্যবস্থা করছি দাদা।

[মাধব, ভীষ্মদেব ও কৈলাসের প্রস্থান]

(অন্য দিক হইতে বল্লভার পুনঃ প্রবেশ).

বল্লভা। এবার একটু ঘুমবার চেষ্টা করো দাদা।

শশাঙ্ক। চির অভিশপ্ত আমি, ঘুম যে আমার আসে না বল্লভা।

বল্লভা। দাদা···।

শশাঙ্ক। রাজ্যশ্রীকে আমি সংবাদ দিয়েছি, সে আসছে বল্লভা।

বল্লভা। রাজ্যশ্রী কি আসবে দাদা ?

শশাঙ্ক। আমার এই নিদারুণ অবস্থার কথা শুনে সে কি না এসে থাকতে পারে বল্লভা ?

বল্লভা। বেশ, রাজ্যশ্রী যদি আসে, আমি তোমায় ডেকে দেব এখন। রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো, এবার তুমি ঘুমাও দাদা !

[শশাঙ্ক শুইয়া পড়িলেন। বল্লভা গৃহের প্রদীপ কমাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে শশাঙ্কের নাসিকাধ্বনি হয়। ঘুমের মধ্যে শশাঙ্ক স্বপ্ন দেখেন—রাজ্যশ্রী তাঁর শয্যা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রাজ্যশ্রী যেন বলিতেছেন—"আমি এসেছি শশাঙ্ক! সব বাধা, সব লজ্জা কাটিয়ে আবার আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি প্রিয়তম! তুমি কেন কান্যকুব্জের সেই কারাগার থেকে আমায় মুক্তি দিয়েছিলে ? কেন সেদিন তুমি আমায় জোর করে ধরে রাখনি ? শশাঙ্ক···প্রিয়তম···"]

শশাঙ্ক। রাজ্যশ্রী ··রাজ্যশ্রী ! [উত্তেজনায় উঠিয়া বসেন। সম্মুখে বল্লভাকে দেখিয়া]—কে—কে তুমি !

বল্লভা। আমি বল্লভা দাদা !

শশাঙ্ক। কিন্তু রাজ্যশ্রী—রাজ্যশ্রী কোথায় গেলো ? [চারিদিকে দেখিতে থাকেন]

বল্লভা। কই, রাজ্যশ্রী তো আসে নি ! তা হলে রাজ্যশ্রীর স্বপ্ন দেখেছো !

শশাঙ্ক। [হতাশায়] স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন—জীবনটাই শুধু স্বপ্ন ! উঃ মাগো—

বল্লভা। দাদা ! দাদা !

শশাঙ্ক। ওরে এ অসহ্য জ্বালা আর যে আমি সইতে পারি না! উঃ মাগো! আমার জন্ম থেকে হারানো মা আজ তুমি কোথায়! । যন্ত্রণায় শিশুর মত কাঁদিতে থাকেন] ওরে এ কালরাত্রির কি শেষ হবে না বল্লভা?

বল্লভা। পূর্ব্বাকাশে ঐ তো আলোর রেখা ফুটে উঠছে দাদা! [নেপথ্যে মহাকাল মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি হইতে থাকে] মহাকাল মন্দিরে প্রভাতী বন্দনা, বেদ পাঠ আরম্ভ হয়েছে দাদা।

শশাঙ্ক। [গবাক্ষ দ্বারে যাইয়া] মহাকাল! আমার সব বাসনা কামনা উজাড় করে তোমার পায়ে সঁপে দিয়েছি। [টলিতে থাকেন]

বল্লভা। দাদা—দাদা—।

শশাঙ্ক। বাঙলা! আমাব স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমি—আমার সাধের বাঙলা—তুমি তৃপ্ত হও—বিশ্ব মাঝে তুমি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করো মা আমার!

[আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া যান]

বল্লভা। [শশাঙ্কের মৃত দেহের উপর পড়িয়া] দাদা—দাদাগো কথা কও—কথা কও দাদা! [কাঁদিতে থাকে]

[গবাক্ষ পথে দেখা যায় সোমা দুই হাতে বিষ পাত্র ধরিয়া পান করিতেছে]

সোমা। সম্রাট—প্রভু—একটুখানি দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি! [পড়িয়া যায়]

মাধব। [নেপথ্য হইতে] সোমা—সোমা! এ তুমি কি করলে সোমা?

(শঙ্কাঙ্কের মৃত দেহ ধরিয়া বল্লভা ও কৈলাস কাঁদিতে থাকে। মাধবের পুনঃ প্রবেশ)

মাধব। দাদা, দাদাগো—তুমি চলে গেলে! নিঃসঙ্গ এ রাজপুরীতে কাকে নিয়ে আমি থাকবো! (কাঁদিতে থাকে)

[হস্তে জাতীয় পতাকা লইয়া ভীষ্মদেব প্রবেশ করেন। মৃত সম্রাটের দেহে পতাকা রাখিয়া, চরণে তরবারি স্থাপন করিয়া বলিতে থাকেন]

ভীষ্মদেব। হে সম্রাট! শত শতাব্দীর বিস্মৃতির সমুদ্র পার হয়ে তোমার

মহান কীর্ত্তির শঙ্খধ্বনি চিরদিন ভারতবর্ষের কাণে বাজতে থাকবে! বাঙলার—ভারতবর্ষের প্রাণ গঙ্গার নব ভগীরথ, মহানায়ক শশাঙ্ক, তোমায় প্রণাম।

[মহাকাল মন্দির হইতে সমবেত কণ্ঠের শান্তি বচন ভাসিয়া আসে।]

ওঁ শান্তিরস্তু শিবাঞ্চস্তু বিনাশ্যত্ব শুভঞ্চ যৎ।
যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু ॥
ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি ॥ ওঁ শান্তি ॥।

[মহাকাল মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি গম্ভীরনাদে বাজিতে থাকে। ধীরে ধীরে কর্ণস্বুবর্ণের রাজপ্রাসাদের উপর কালো যবনিকা নামিয়া আসে।]

"মহানায়ক শশাঙ্ক" সম্বন্ধে কয়েকটি পত্রিকার মতামত।

যুগান্তর (২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৬২)

ঃ…ঐতিহাসিক নাটক দেখিয়ে যদি বর্তমানের দর্শককে আনন্দ ও শিক্ষা দিতে হয়, তবে তার রচনা ও প্রয়োগেও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

'মহানায়ক শশাঙ্ক'তে কিন্তু সেই পরিবর্তিত যুগ মানসের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়,…আশ্চর্য এক ব্যক্তি এই শশাঙ্ক, উত্তরকালে দেশের মানুষ যাঁকে মহানায়ক উপাধিতে বিভূষিত করতে দ্বিধা করেনি এবং আলোচ্য নাটকে তাঁর রণকৌশল ও কূটনীতিজ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায়—বর্তমানকালের বহু রণ-কুশলীকেই তা হার মানাবে। …প্রয়োজনে প্রতিপক্ষকে গুপ্ত হত্যা করতেও তাঁর দ্বিধা নেই। এসবই আজকের দিনের রণনীতি ও রাষ্ট্রনীতি। দেখা যাচ্ছে, বহু আগেই এক বাঙালী রাজা পরস্বাপহারীদের হাত থেকে দেশ রক্ষা করার জন্য বর্তমানের এই কৌশলগুলি খাটিয়ে গিয়েছে। সুতরাং এইদিক থেকে নাটকটি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।…ইতিহাসের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করেও বলা যায়, নাট্যকার ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র এই নাটকের মাধ্যমে বর্তমান-কালের যে চিত্র তুলে ধরেছেন—ঐতিহাসিক চরিত্রের আধুনিক রূপায়ণ হিসেবে তা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

অভিনয়ে শশাঙ্কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন কমল মিত্র।…দৃপ্ত অভিনয়ে তিনি চরিত্রটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। শশাঙ্কের বৈমাত্র ভাই মাধবের চরিত্রে পাওয়া যায় অসিতবরণকে।…বল্লভার চরিত্রে দীর্ঘদিন পর অভিনয় ও গান গাইতে দেখা গেল সীতা দেবীকে। রাজ্যবর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রীর চরিত্রটিতে রূপারোপ করেছেন বনানী চৌধুরী। চেহারা এবং অভিনয় উভয়তই তিনি

নাটকটির এক বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠতে পেরেছেন। হাল্কা রস পরিবেশনে প্রশংসার যোগ্য অভিনয় করেছেন হর্ষবর্ধনের বিদূষক, বসন্তক-এর ভূমিকায় রাধারমণ পাল। হর্ষবর্ধনের ভূমিকায় মহেন্দ্র গুপ্ত এখনও বহুর প্রশংসা পাবেন। ...অভিনয়, নাচগান ও মঞ্চসজ্জা—সবদিক থেকেই মিনার্ভা থিয়েটারে অনেকদিন পর একখানা যুগোপযোগী ঐতিহাসিক নাটক দেখা গেল, এবং থিয়েটারের ক্ষেত্রে এক অভিনব ফ্লাশব্যাক পদ্ধতিরও প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা গেল এই নাটকে।...

আনন্দ বাজার (৩রা কার্ত্তিক, ১৩৬২)

পর পর অনেকগুলি নাটকে ব্যর্থতা অর্জন করে মিনার্ভা থিয়েটার এবারে খানিকটা পায়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে তাদের নতুন নাটক "মহানায়ক শশাঙ্ক" পরিবেশন করে। চেহারার দিক থেকে নাটকখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বাঙলার প্রথম স্বাধীন নরপতির জীবনকে কেন্দ্র করে এবং কতক কাল্পনিক ঘটনার সংযোগে নাটকখানি রচনা করেছেন ধীরেন্দ্র মিত্র। ইতিহাসে শশাঙ্ক সম্পর্কে তথ্য সামান্যই পাওয়া যায় এবং তাও নানা মত-বিরোধ। ঐতিহাসিক নাটক জমাবার মতো ভাষার জোর থাকায় অভিনয়াংশ খুলেছে প্রায় প্রত্যেকেরই ক্ষেত্রে। নাম ভূমিকায় কমল মিত্রের ক্ষেত্রে তো বিশেষ করেই। চেহারা ও কণ্ঠে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছেন কমল মিত্র এবং বেশ জাঁকিয়েই তিনি তা কাজেও লাগিয়েছেন। শশাঙ্কর ভগিনী-স্বরূপা এক পরিচারিকার চরিত্র রয়েছে, বল্লভা। হিন্দী মঞ্চের সুখ্যাতা অভিনেত্রী সীতা দেবী এই চরিত্রটিতে অভিনয় করেন এবং বাচনে ও গানে অনায়াসেই তিনি নাটকখানির একটি শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হয়ে থাকেন। বহুকাল পর মঞ্চাভিনয়ে সরাসরি মুখ থেকে গান শোনা গেল এবং ভালো গাওয়া। এদিক থেকে মাধবের চরিত্রে অসিতবরণও গান গেয়ে নাটকের শোভা ও আকর্ষণ

বাড়িয়েছেন। মঞ্চে নিয়মিত অভিনয়ে নতুন হলেও অসিতবরণ বেশ জমিয়ে তোলেন। রাজ্যবর্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রীর ভূমিকায় বনানী চৌধুরীর অভিনয় প্রশংসা লাভ করবে। অনেকেরই অভিনয় প্রশংসা পাবার মতো··· ।

বসুমতী (১০ই কার্তিক, ১৩৬২)

সামাজিক ও ঐতিহাসিক নানা নাটকের ক্রমাগত ব্যর্থতার পর মিনার্ভা থিয়েটার এবার 'মহানায়ক শশাঙ্ক'র অমিত শক্তির আশ্রয় নিয়ে বোধ করি কতকটা ভরসা লাভ করতে পেরেছে···

গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক বাংলার গৌরব। এই মহানায়কের সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা এখনো অনেক কিছুই জানতে পারেন নি। হর্ষবর্দ্ধনের সভাকবির কলম থেকে যা জানা গেছে, তারও অনেকখানি মিথ্যে। কাজেই নাট্যকারকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে অনেকখানি। আর ঐতিহাসিক নাটকে বেপরোয়া কল্পনার আশ্রয় নেওয়ার অভ্যাসটাও তো আমাদের বহুকালের। ও-ব্যাপারটা আমরা সহজেই মেনে নিতে অভ্যস্ত···

মহানায়ক শশাঙ্কর ভূমিকায় কমল মিত্র চেহারায়, চলনে, কণ্ঠস্বরে বেশ একটা রাজকীয় গাম্ভীর্য্য ও তেজস্বিতা ফুটিয়ে তুলেছিলেন আগাগোড়া। উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্যে তাকে তো সহজেই ভাল লাগেই, রাজ্যশ্রী ও শশাঙ্কের সাক্ষাতের দৃশ্যটিতে কমলবাবুর স্থির সংযত অভিনয়ভঙ্গীও বিশেষ প্রশংসনীয়।

বল্লভার ভূমিকায় কিন্নরকণ্ঠী সীতা দেবীর অভিনয় দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এঁর কণ্ঠস্বরের প্রশংসা না করে উপায় নেই। কী অভিনয়ে, কী গানে একসঙ্গে গলার জোর এবং মাধুর্য্যের এমন সংমিশ্রণ সহজে মেলে না। ষ্টেজে দাঁড়িয়ে অতখানি খোলা গলায় অমন মিষ্টি কোরে গান গাইতে ইদানীংকালে কাউকে দেখা যায়নি। গানগুলি এ-নাটকের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

শশাঙ্কর ভ্রাতা মাধবের ভূমিকায় অসিতবরণও একখানি গান শুনিয়েছেন।

শুনলুম, এই তাঁর প্রথম মঞ্চাবতরণ। নতুন জায়গায় এসে তিনি অস্বস্তি বোধ করেছেন না যে, সেটা তাঁর অভিনয়ের স্বাচ্ছন্দ্য দেখেই বোঝা গেল।...

হর্ষবর্দ্ধনের ভূমিকায় মহেন্দ্র গুপ্তকে মন্দ লাগেনি। তাঁর মুখে পর প তিনটে কবিতার আবৃত্তি দিয়ে হর্ষবর্দ্ধনের কাব্যপ্রিয়তা বোঝানো হয়েছে।.. মঞ্চকৌশলের দিক থেকে শেষ দৃশ্যের বাঁধ-ভাঙ্গা জলস্রোতের দৃশ্যটী প্রশংসনীয় হয়েছে...আশা করা যাচ্ছে, নাটকটি ঐতিহাসিক নাটক-প্রিয় দর্শকদের আরো কিছুকাল আনন্দ দেবে।